প্রকাশক
বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা - ৯

প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণমোহন ঘোষ
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৯

ভূমিকা

'ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার আর ওথেলো' এই তিনখানিই মহাকবির বিয়োগান্ত নাটকের সেরা। আর সেই ত্রয়ীর সবার সেরা আবার বুঝি ওথেলো। ওথেলো ঈর্ষান্ধ প্রেমের আলেখ্য, আর এ-আলেখ্যের জুড়ি মেলে না বিশ্বসাহিত্যে।

এই নাটক ওথেলোকে নিয়ে, তাঁকে কেন্দ্র করে—কিন্তু ইয়াগো চরিত্রও এখানে ফেল্‌না নয়! সে মূর্তিমান villain, যার পরিভাষা একমাত্র কু-বাংলার কু-পুরুষ। বহু প্রযোজকের প্রতিভার সে শান-পাথর। তাকে নিয়ে তাঁদের ভাবনার অন্ত নেই। এই অপূর্ব চরিত্র সৃষ্টি করে মহাকবি বিশ্বের রসিকজনকে চিরঋণী করে রেখেছেন।

আর আছেন নায়িকা দেসদিমনা। তিনি তো বিশ্বের কাম্য প্রিয়া, তিনি তো লোক-ললামভূতা। তাঁর মতো মহান চরিত্র তো মহাকবির আর কোনো নাটকে নেই। তিনি ভেনিসবাসিনী শ্বেতাঙ্গিনী হয়েও কৃষ্ণাঙ্গ মূরকে ভালবেসেছিলেন, সে ভালবাসা আমরণ ছিল একনিষ্ঠ—শত অপবাদে, শত অপমানেও তা ম্লান হয়নি।

আর আছেন, হতভাগ্য ওথেলো। ভালবাসা তাঁর কাছে ধর্ম। সেই ধর্ম যখন পঙ্কিল হয়ে উঠল অবিশ্বাসে, তিনি তো উন্মাদ হয়ে গেলেন। আর সেই উন্মাদনা নিয়ে এল তাঁর শোচনীয় পরিণতি। ওথেলো তাই তো মহান পুরুষ, মহান চরিত্র।

মহাকবি এই চরিত্রগুলিকে এনে ছেড়ে দিয়েছেন নাটকে, তারা চলেছে নিয়তির টানে, তারা ধ্বংস হচ্ছে। কিন্তু তবু তার আছে মহানতা—সেই মহান পরিচয়ই দিয়েছেন মহাকবি।

এই নাটকখানি সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম অভিনীত হয়। সেই থেকে এর আবেদন তো নাট্যামোদীদের কাছে অসীম—আজও সেই আবেদন একটুও পুরানো হয়নি। সে আবেদন মূল, অনুবাদ ও ভাবানুবাদের মাধ্যমে মনের খোরাক জুগিয়েছে সারা বিশ্বে—আজও জোগাচ্ছে। ভবিষ্যতেও জোগাবে।

আমাদের বাংলায়ও এ-নাটক অনুদিত হয়ে একদিন পেশাদারী 'স্টার রঙ্গমঞ্চে' অভিনীত হয়েছিল। সেদিন মিঃ টি. পালিত ওথেলো; ইয়াগো অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং দেসদিমনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন নাট্যজগতের সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী। সেটি অনুবাদ করেছিলেন গিরিশচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ বসু। পরে এই নাটকখানি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অনুবাদ করেন। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে কিছুদিন পূর্বে সেটি অভিনীত হয়েছে।

পাত্র-পাত্রীগণ

ভেনিসের রাজা—একজন উদারচেতা রাজা।

ওথেলো—জাতিতে মূর, কিন্তু ভেনিসের সেনাপতি। দেসদিমনাকে তিনি বিবাহ করেন। তিনি সরলহৃদয়, উদারচেতা বীর।

বার্বানসিয়ো—মন্ত্রীসভার সদস্য, দেসদিমনার পিতা।

গ্রাসিয়ানো—বার্বানসিয়োর ভ্রাতা।

লুদোভিচো—বার্বানসিয়োর আত্মীয়।

ক্যাসিয়ো—ওথেলোর সহকারী।

ইয়াগো—ওথেলোর পতাকাবাহী। এই নাটকের কু-পুরুষ।

রডারিগো—একজন ভেনিসের নাগরিক, ইয়াগোর শীকার।

মন্তানো—ওথেলোর পূর্বে সাইপ্রাসের শাসনকর্তা।

দেসদিমনা—বার্বানসিয়োর কন্যা, ওথেলোর সহধর্মিনী।

এমিলিয়া—ইয়াগোর পত্নী, দেসদিমনার অনুচরী।

বিয়াঙ্কা—ক্যাশিয়োর প্রণয়িনী।

মন্ত্রীসভার সদস্যগণ, নাবিকগণ, রাজকর্মচারীগণ, বালকদল, অনুচর-অনুচরীদল ও ঘোষণাকারী।

সংযোগস্থল—ভেনিস ও সাইপ্রাস।

পূর্বকথা

একশত গল্প।

তারই সংকলন।

গল্পগুলিতে নেই প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ।

নবযুগের বা রেণেসাঁর ইতালি যে প্রতিভার জয়ধ্বজা তুলেছে দিকেদিকে, মৃত সমুদ্রে যে তরঙ্গ তুলেছে, সে তরঙ্গ তো এখানে দেখা যায় না। কোথায় শ্রেষ্ঠ কথাকোবিদ বোকাচ্চিয়োর সেই গঠন-কর্ম—কোথায় দান্তের সেই ভাব-গাম্ভীর্য? গিয়ান গিয়োর্জিয়ো ত্রিসিনোর মত ট্রাজিডীর ঘন আবহাওয়াও এখানে মেলে না, নেই তাসসোর কাব্যধারার একবিন্দু—তবু এতো ইতালীরই গল্প। তাও এক-আধটি নয়—শতগল্প।

কি নাম যেন লেখকের?

নামী লেখক তো নন, তাই বার বার পাতা উল্‌টে দেখে নিতে হয়। অখ্যাত এক গিয়ালদি সিনথিয়ো এই বইয়ের লেখক—হয়তো বা সংকলক। যে পুরানো গল্পগুলি ইতালীর অতীত তার গর্ভে লালন-পালন করছিল, হয়তো সেইগুলিই তিনি নিজের ভাষায় বলেছেন। শত ত্রুটি সত্বেও ঝলসে উঠছে সিসিলির খর রৌদ্র, ভিনিসের মধুযামিনী—আবার তার রক্তমাংসের মানুষদেরও পরিচয় মিলছে। তাই এমন অখ্যাত গল্পকারের লেখাও অনূদিত হয়েছে ইংরেজী ভাষায়। আর সে অনুবাদ সবাই না পড়ুন, তপ্ত পিষ্টকের মতো না বিকোক, বাজারে কাটছেও বটে।

শেক্সপীয়র তখন আর রঙ্গালয়ের অশ্বরক্ষক নন, পুরানো

নাটকের ঘসা-মাজা করেও তাঁর দিন চলে না। তাঁর সৌভাগ্যের সোপান তৈরী হয়ে গেছে। তিনি সেই সোপান বেয়ে উঠে চলেছেন। এখন তো লক্ষ্যে পৌঁছে গেছেন। প্রতিভা এখন মধ্যগগনে। এলিজাবেথীয় যুগের এক পূর্ণ উদিত ভাস্কর, নবযুগের অগ্রদূত তিনি। তাঁর নাটক রঙ্গালয়ের চার দেয়ালেই বদ্ধ হয়ে নেই— তার ভাব-গভীরতা দোলা দিয়েছে মানুষের মনে ইংলণ্ডের মানুষ অবাক হয়ে যায় নিজের মনের কথা সেখানে পেয়ে, তার প্রেম, ঈর্ষা, করুণা, মানবতাবোধ সেখানে সে খুঁজে পায়। আর এখানে— তার মুখের ভাষা সেখানে কি যাদুই না সৃষ্টি করেছে। তার তো জানা ছিলনা—তার এই দৈনন্দিন ভাষায় আছে এমন আবেগ— এমন শক্তি! কোথায় ছিল এ আবেগ—এ শক্তি! কি করে তা এনে দিলেন? মানুষ পড়ে আর ভাবে—বিস্ময় বাড়ে।

এহেন মহাকবি সেক্সপীয়রের হাতে পড়ল সিন্‌থিয়োর বইখানি। মুদ্রণের পারিপাট্য তখন দেখা দেয়নি, বিদ্যুৎশক্তি তখন চালায় না ছাপাখানা, তাই ছাপা তেমন ভাল নয়। অঙ্গসৌষ্ঠবেও সে অতি দীনহীন। কিন্তু তবু কবি হাতে তুলে নিলেন বইখানি। অন্য দেশের গল্পের প্রতি আছে তাঁর আকর্ষণ। সেখান থেকে তিনি কঙ্কালটি খুঁজে বার করেন, তারপর নিজের প্রতিভার যাদুদণ্ড ছুঁইয়ে তাকে সজীব করে তোলেন। দেশ, কাল তাকে ধরে রাখতে পারে না, সে হয়ে ওঠে চিরন্তন মানুষ। হলিনশেডের ক্রনিকল নিয়ে তো তিনি এই ইন্দ্রজাল দেখিয়েছেন—এখানেও তেমন একটি কাহিনী যদি পাওয়া যায় তো বেশ হয়।

হয়তো সেদিন রঙ্গালয় বন্ধ, হয়তো বা রঙ্গালয়ের অভিনয় থেকে ফিরে এসেছেন কবি। মধ্যরাত্রে এসে বসলেন টেবিলে। লেখার সরঞ্জাম ছড়িয়ে আছে—মস্যাধার আর পাখীর পালকের লেখনী। কবি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছেন। হঠাৎ এই হেকাতোমিতি বা শতগল্পের সংকলনখানি নজরে পড়ল।

পাতা উলটাতে লাগলেন কবি। ভিনিসের এক মূরের গল্পে চোখ পড়ল। মামুলি গল্প, বাঁধুনি নেই, তেমন কৌতূহলও জাগায় না। শুধু আছে ভিনিসের নৌবহরের এক কৃষ্ণকায় মূর, এক পরমা সুন্দরী নারী তাকে ভালবেসে বিয়ে করল। মূর আর শ্বেতাঙ্গিনীর জীবন কাটছিল সুখে-শান্তিতে, এমন সময় মূর পেল সাইপ্রাসের যুদ্ধের সেনাপতিত্ব। পত্নী চললো স্বামীর সঙ্গে। সাইপ্রাসে এক প্রিয় কর্মচারীর সঙ্গে দেখা। কর্মচারিটি মূরের পত্নীকে ভাল বাসল। এমন সময় এক ক্যাপ্টেন এসে দেখা দিল তাদের মাঝখানে। কর্মচারিটি ভাবলে, সুন্দরী কৃষ্ণকায় মূরকে ভালবাসে না—তার নিজের প্রতিও সুন্দরীর দৃষ্টি নেই। সে ভালবাসে ঐ ক্যাপ্টেনকে। তাই তাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। কর্মচারিটি মূরের হৃদয়ে ঈর্ষার বীজ উপ্ত করে দিল। এরই মধ্যে একখানা রুমাল নিয়ে ঈর্ষাটা আরো ঘোরালো হয়ে উঠল। তারপর মূর হত্যা করল পত্নীকে অনুচরের সাহায্যে বালির বস্তা দিয়ে। মূর অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগল, কর্মচারীটিকে সে বরখাস্ত করলে। কর্মচারীটি এবার ছুটল ক্যাপ্টেনের কাছে। সে তাকে সব বলল। এবার ক্যাপ্টেন মূরের বিরুদ্ধে নিয়ে এল অভিযোগ। মূর বন্দী হয়ে এল ভিনিসে। তাকে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল। কিন্তু নির্বাসনে তাকে যেতে হ'লনা, তাকে হত্যা করল তার স্ত্রীর স্বজনেরা। আর সেই কর্মচারী? সে পাপের পথে ছুটে চলল, অবশেষে সেও একদিন ধরা পড়ল। তার হল মৃত্যুদণ্ড।

এই কাহিনী। নড়বড়ে—নেই গল্পের সুগোলতা, নেই সমাপ্তির মোচড়টুকু। তবু কেন যেন মন টানল মহাকবির। এরই মধ্যে তিনি মহানাটকের বীজ দেখতে পেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন,

এই কাহিনী থেকে নিতে হবে ঐ মূরকে, ঐ মূর-পত্নী দেসদিমনাকে, আর ঐ কর্মচারীকে, আর এদের নিয়ে শুরু হবে

নাটকের যাত্রা, তারপরে সুবিধে মতো ঐ রুমালের ঘটনাকে এর ভিতরে এনে ফেলতে হবে। এইতো কাঠামো—কাঠামোয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর সে মৃতসঞ্জিবনী তো তাঁর জানা। কিন্তু আসবে বর্ণের কথা, জাতির কথা—কালা-ধলার ঘৃণা, বিদ্বেষ তো আনতেই হবে। যে মূর-সভ্যতা দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছিল মধ্যযুগে, পাশ্চাত্যকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল—তাকে তো অবহেলা করা চলবে না। সেই শ্বেত-কৃষ্ণের বিদ্বেষকে ধূমায়িত করে তুলতে হবে। কিন্তু দেসদিমনা যে মূরকে বিয়ে করল, সেখানে তো বিদ্বেষ নেই। বিদ্বেষ নেই বীরপূজায়। মহাকবি আগেও তো বর্ণ-বিদ্বেষ এনেছেন, কিন্তু সেইটাই কখনো বড় হয়ে দেখা দেয়নি, উপজীব্য হয়ে ওঠেনি! 'ভিনিসের সদাগরেও' তো আছে শাইলক। সে ঘৃণিত, নিজেও সে অসূয়াপরায়ণ, কিন্তু তার প্রতি সমবেদনা আছে কবির—আবার শ্রেণীস্বার্থের নীচ প্রতীক হিসেবে তিনি তাকে ঘৃণার্হ করে তুলেছেন। মরোক্কোর রাজাকেও তিনি ঘৃণার্হ করেননি। বরং পাশ্চাত্ত্যের রাজকুমারদের তিনি হাস্যকর করে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু মরোক্কোর রাজার কালো চামড়ার নীচে যে আবেগের জন্ম, তাকে তো কখনো হীন রূপ দেননি। তাই এখানে হীনতা এনে দেবেন না ট্রাজিডির নিয়তি এসে তাকে টেনে নিয়ে যাবে। সেখানে নায়ক হীন হবে না, হবে নিয়তির দাস।

কবি লিখতে বসবেন, এমন সময় মনে হ'ল—এই গল্পের কি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। আবার ইতিহাসের পুঁথি নিয়ে বসলেন। ভিনিসের ইতিহাসে নৌবহরের অধ্যক্ষ কোন মূরের হদিশ তো মেলে না। অস্পষ্ট একটা ইঙ্গিত যদি বা পাওয়া যায় তার প্রমাণ তো নেই। অথচ প্রমাণ ছাড়া ঐতিহাসিক নাটক লেখা তো চলে না। প্লুতার্ক তাঁকে ঐতিহাসিক নাটকের প্রেরণা জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছে ইংলণ্ডের ইতিহাস, কিন্তু সে-প্রেরণা তো এখানে পাবেন না! তবু এ কাহিনী তো দূরে ফেলে দিতে

পারেন না। একে মহানাটকে রূপায়িত করতে হবে। মহাকবি লিখতে বসলেন। মনে গড়ে উঠল সাইপ্রাস, ভিনিস, আর সেখানে আনা-গোনা চলল কুশীলবদের। কাঠামোয় মাটি পড়ল, রং চড়ল, দেখতে দেখতে সৃষ্টি হ'ল এক মহানায়ক। 'ওথেলো' তাঁর নাম। এক মূর বালক, অনাথ—কবে নিয়তির নির্দেশে কক্ষচ্যুত হয়ে ঠিকরে এসে পড়েছিল বোম্বেটে জাহাজে করে সাগর-সম্ভবা ভিনিসের উপকূলে। তারপর সেখানে আশ্রয় পেলে, লালিত-পালিত হ'ল। জনগণেরই একজন হয়ে সে দুঃখ-দুর্দশায় বেড়ে উঠতে লাগল। একদিন সেই হ'ল ভিনিসের নৌবহরের অধ্যক্ষ। সৌভাগ্যের সোপান বেয়ে উঠে এল ওথেলো। কিন্তু নীচে যারা রইলো তারই সমগোত্র—তাদের সঙ্গে রইল তার মন। এই অম্লান শুভ্র মন নিয়ে সে এসে মিশল অভিজাত শ্বেতাঙ্গ সমাজে। সে সমাজ তাকে কোল দিলে কিন্তু তার প্রাণের প্রচণ্ড আবেগকে তো কমিয়ে দিতে পারলে না। কূট-ষড়যন্ত্র তাকে স্পর্শ করতে পারল না। এ হেন ওথেলো দেখা পেল দেসদিমনার। ভিনিসের নীলরক্তে তার জন্ম। কিন্তু মন তার শিশু-সরল, তাই মূরকে ভালবাসতে সে দ্বিধা করলে না। সেখানে বয়সের তারতম্য বাধা-প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল না, বর্ণের কুঠার আঘাত হানলে না। দেসদিমনা ডুবে গেল বীর ওথেলোর প্রেমে, তাকে ভালবাসল, বিয়ে করল। কিন্তু এই সুখশান্তিতে বাধা দিতে এল সিনথিয়োর সেই এনসাইন বা পতাকাবাহী সহকারী। সে ইয়াগো।

ইয়াগোর চরিত্র সৃষ্টি চলল। কবি নিজেও বুঝলেন না, কি সে সৃষ্টি। সে ষড়যন্ত্রজালে জটিল করে তুলল নায়ক-নায়িকার জীবন। সাদা মানুষ সে বটেই, কিন্তু সে কি মানুষ? কেউ তো বলে সে শয়তান। কেউ বা তাকে নেতিবাদী, ধ্বংসাত্মক আত্মা বলেই ব্যাখ্যা করেন। কেউবা তাকে কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী বলেও অভিহিত করতে চান।—আবার কেউবা বলেন—না, না, ইয়াগো পারে দেসদিমনা-

ওথেলোর মিলনে যে সংকর সন্তানের জন্ম হবে তাকে কোল দিতে। কেউ বা বলেন, সে ষড়যন্ত্রের প্রতীক; ষড়যন্ত্রই তার বাহন। কেউবা তার বুকে সন্ধান পান নরকাগ্নির। ইয়াগো তো এমনি বিভ্রান্তকারী সৃষ্টি। যাহোক, মহাকবি তার ব্যাখ্যা করতে বসলেন না, তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ villain বা কুপুরুষকে এনে হাজির করলেন। সৃষ্টি হল এক অদ্ভুত চরিত্র, এক অপূর্ব সংঘাত আর এক অতুলন নাটক:

কবি জানলেন না, হয়তো বুঝলেনও না, কিন্তু মানুষের মনের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে এনে পেশ করলেন। ইতালীয় নভেলকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজের যুগ মূর্ত হয়ে উঠল। তাই ওথেলো হল মানবতাবাদী, আর ইয়াগো হ'ল ধনবাদী যুগের অগ্রদূত—তার কাছে উপায়ের ন্যায়-অন্যায় বিচার হবে তার পরিণতি দিয়ে। ইংলণ্ডে তখন ম্যাকিয়াভেলীয় এই মতবাদ চালু। কিন্তু ওথেলো এই কৌশলের বিরুদ্ধে—সে যুগের বিবেক। সে বিবেক তো নির্মম ভাবে ধ্বংস হতে বসল। কিন্তু ধ্বংস তো হ'ল না। ওথেলো সরল; কিন্তু মরে সে নিজের বিবেক, যুগের বিবেককে বাঁচাল।

কবি তো টীকাকার নন, কবি ধরে দিলেন এক ভাবধারা—যার সে তো মহান। যুগে যুগে তারই ব্যাখ্যা করতে বসলেন সমালোচক, প্রযোজক, পরিচালক অভিনেতার দল। আজও তার ব্যাখ্যাই চলছে। আর কবির নাম অমর হয়ে যুগের পাতায় বিরাজ করছে। আবার নবাগত যুগের বুকে প্রতিধ্বনি তুলবে—তারও সঙ্কেত পাওয়া যাচ্ছে।

প্রস্তাবনা

বাইরে এখনও বোধ হয় গোধূলী। স্বর্ণমৃগের রোমের মত আকাশে এখন বোধহয় চূর্ণ সোনা ছড়িয়ে পড়েছে। হয়তো আকাশের নীলে এখন আগুনের রং। হয়তো তারই ছায়া টলটল করছে গ্র্যাণ্ড ক্যানালের জলে। জ্বলছে জল, ঝলসে উঠছে, সোনালি মাছের ঝাঁকের মত উল্‌সে উঠছে। চিক্‌চিক্ করছে তরঙ্গের অভিঘাতে ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে দাঁড়ের তাড়নায়। হয়তো গোধূলীর মায়া দেখে কবি-মনে লেগেছে দোলা, উচ্ছৃঙ্খল বিলাসীর পানোচ্ছল হাসি ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে।

হয়তো তাই।

কিন্তু এখানে এই অলিন্দে এখন অন্ধকার। এখানে তো কেউ আসে না। বিস্তৃত, পরিত্যক্ত অলিন্দ। প্রাসাদ-দুর্গের সামন্ত আভিজাত্যের স্পর্শ এখানে নেই। এখানে নেই গোধূলীর স্বর্ণ-মহিমা দেখার জন্য সারি সারি গবাক্ষ, নেই ঝাড়লণ্ঠনে মধুবাতির অপূব ঝলমলানি। এখানে দিন আর রাত্রের হিসেব নেই—এখানে শুধু অন্ধকারের রাজত্ব।

কেউ আসেনা এখানে, সমার্জনীর প্রক্ষেপ পড়ে না কিঙ্কর-কিঙ্করীদের। মাকড়সার জাল দেয়ালে দেয়ালে তাদের লুতাতন্তুর আধিপত্য বিস্তার করে মহা সুখে বাস করে। আর হতভাগ্য শীকার পেলে ঊর্ণাজালে তাকে জড়িয়ে ধরে, পাকে পাকে বেঁধে তার মৃত্যু ঘটায়। আর আসে দু-একটি নিশাচর জীব। অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় ছুটোপুটি করে। আবার কোনদিন বা নিশাচর পাখীর ডানা ঝাপটানি শোনা যায়। কিন্তু মানুষ কি আসে না?

আসে দু-একটি ক্রীতদাসী-ক্রীতদাস—তাদের মিলনের কুঞ্জ নেই—তারা গ্র্যাণ্ড ক্যানেলের গণ্ডোলায় ভেসে-ভেসে চাঁদ সাক্ষী করে প্রেম জানাতে পায় না। তাই এখানে আসে—প্রেম জানায়, দেহ নিবেদন করে। আবার সংকট মুহূর্তেও এখানে তারা আসে। কিন্তু সে তো রোজ নয়! অলিন্দ পড়ে থাকে শূন্য, নীরব, নিথর। আজও তেমনি আছে।

গোধূলীর ম্লান আলো হয়তো বাইরে এখন নিবু-নিবু, হয়তো এখন অন্ধকারের বিস্তার। তাই অলিন্দের আধো-আলো ছায়া মিলিয়ে গেল। এখন নিরন্ধ্র অন্ধকার।

এই নিরন্ধ্র অন্ধকারে এসে দাঁড়াল একটি ছায়া। দেয়ালে প্রতিফলিত হ'ল, ছায়ার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে সে এসে দাঁড়াল। তারপর বসে পড়ল। পাথর সরে গেল আলোর একটি ফোকর, সেই ফোকর দিয়ে এসে পড়ল আলোর রেখা, তার ভেসে এল আলাপ।

এবার মূর্তিকে চেনা যায়। একটি তন্বী তরুণী, যৌবনে পদার্পণ করেছে সবেমাত্র। এই আলো-অন্ধকারে এইটুকুই মাত্র তার পরিচয়। তরুণী আনত হল। লেখনীর রেখার মত আলোর রেখা এসে তার মুখখানিকে আলোময় করে দিলে।

তরুণী কে?

আমরা চিনি—তরুণী দুর্গের অধিস্বামীর কন্যা

কি নাম দুর্গেশনন্দিনীর?

নাম তার মধুর, ইতালীর দ্রাক্ষাকুঞ্জের দ্রাক্ষার যত মধু সব সে নামে মাখা

নামটি তার দেসদিমনা।

কেন সে এসেছে এই অন্ধকার অলিন্দে? কেনই বা সে রন্ধ্র দিয়ে নীরবে ঐ প্রশস্ত হলঘরের দিকে তাকিয়ে আছে? কেন সে উৎকর্ণা?

এ হয়তো তরুণীর খেয়াল। যৌবন এখন তার অস্তিপিনদ্ধ বেশে জাগন্ত; মনে তার নারীত্বের প্রথম স্পর্শ—তাই বুঝি সে খেয়ালী। সে বুঝি ঘুরে ঘুরে বেড়ায় প্রাসাদ-দুর্গে, নিজের মন নিয়ে খেলা করে। মনের রঙে জগতকে অজ্ঞাত রহস্যে মুড়ে দেয়। হয়ত এ তার নিজেকে নিয়ে নিজের ছলাকলা, ছললীলা।

কিন্তু দেসদিমনা ঝুঁকে পড়ে কেন দেখছে নীচের প্রশস্ত হলঘরের দিকে? কাদের আলাপ সে শুনছে?

দ্বাররক্ষী তাকে কয়েক প্রহর আগে জানিয়ে গেছে, আজ সন্ধ্যায় আসবেন একজন। তাই তো সে এখানে এসেছে।

এ অলিন্দ তার চেনা। কতদিন সঙ্গীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে এসেছে এখানে। কতদিন এখানে তারা পেতে বসেছে পুতুলের ঘর-সংসার। তখন এমন মাকড়সার জালে ঘেরা তো ছিল না, এমন থমথমে অন্ধকার তো ছিল না এখানে। গৃহস্বামিনী, তার মা তখন জীবিত, তাই গৃহে ছিল শৃঙ্খল। এখন তো অলিন্দ ঊর্ণা-জালে ঘেরা, শুধু এই পরিত্যক্ত নির্জন অলিন্দ কেন, ধূলার ঝড় এখন সর্বত্র বয়ে যায়। শয়ন কক্ষে হানা দিতে পারে না বটে, কিন্তু সে তো হানা দেয় প্রশস্ত হলঘরে।

মা যখন ছিলেন, এমন তো ছিল না!

অথচ ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, অনুচর অনুচরীর তো অভাব নেই। কিন্তু গৃহিণী তো গৃহ। গৃহিণী নেই, তাই গৃহ এখন যেন পান্থশালা। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা।

যাক সেকথা, সে তো বেদনা-মথিত স্মৃতি। বিস্মৃত হবার নয়! শুধু সময়ের প্রলেপ তাতে পড়ে, মানুষকে সাময়িক ভাবে ভুলিয়ে রাখে।

কেউ তো একেবারে ভোলেনা। দেসদিমনাও ভোলেনি! গভীর রাতে তার সুপ্তিতে হঠাৎ হানা দেয় মার সেই মুখখানি। তার খেলার আনন্দে হঠাৎ ঘনিয়ে আসে বিষাদের ছায়া। তবুও

ভোলে দেসদিমনা। এই তো এখন হয়তো ক্ষণিকের দেখা দিয়ে সে-স্মৃতি মিলিয়ে গেছে। এখন সে অধীর আগ্রহে কার কথা যেন শুনছে। সেই একজনের কথা—তিনি এসেছেন—এসে গেছেন।

সে তো সেই বিকেল থেকেই আছে প্রতীক্ষার। দণ্ডে শতবার ঘর-বাহির করছে, নিঃশ্বাস সঘন হয়ে এসেছে, মনও উচাটন। দৃষ্টি রয়েছে সদর ফটকের দিকে। ফটক উন্মুক্ত হলেই গ্র্যাণ্ড ক্যানাল। আর সেই গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপর দিয়ে তর্ তর্ করে ভেসে আসবে একখানি গণ্ডোলা। আর সেই গণ্ডোলা থেকে নামবেন একজন। প্রতীক্ষায় তার কেটেছে কাল। গণ্ডোলার পর গণ্ডোলা চলে গেছে—তরঙ্গ জেগেছে খালের বুকে—আর সে ভেবেছে—ঐ এল সেই একজন—সেইজন! কিন্তু গণ্ডোলা চলে গেছে ভেসে ভেসে সুদূরের উদ্দেশে—সেইজন তো আসেননি। আসেননি প্রতীক্ষিত অতিথি।

তারপর সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, রন্ধনশালার জানলায় কেটে গেছে তার প্রহর। হঠাৎ গণ্ডোলা এসে থামল তাদেরই দরজায়। গণ্ডোলার মাঝির চাপরাস্ দেখেই সে চিনেছে, এবার এসেছেন সেইজন। তাই সে ঘূর্ণা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে এখানে—এখানে আশ্রয় নিয়েছে। সে এখান থেকে দেখবে অতিথিকে—শুনবে তার কথা।

কিন্তু কথা কি শোনা যায়? শুধু দু-একটি শব্দ ভেসে আসছে। তার বাবা তো ধীরে ধীরে কথা বলেন, এতদূর থেকে বোঝা যায় না। শুধু অতিথির গম্ভীর স্বর কানে আসে। অতিথিকে কি দেখা যায়?

তার ভাগ্য ভাল। সে হলঘরের মাঝখানে রেখে দিয়েছিল সবুজ মকমলের গদি-আঁটা চেয়ারখানি। অনুচরকে বলেছিল, সুরা পরিবেশন করতে হবে ওরই পাশের ছোট টেবিলখানায়, অনুচর হুকুম তামিল করেছে।

তাই তো অতিথিকে দেখা যায়।

তবে শুধু তাঁর পেছনটুকু। কুঞ্চিত কেশদাম আর জোব্বার ঝলমলে সবুজ শুধু ঝলসে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু উনি যদি একটু ঘুরে বসেন, তাহলেই দেখা যাবে ওঁর সেই শত শত তসবিরের বীরত্বব্যঞ্জক মুখখানি। দেখা যাবে ঐ ব্যূঢ়োরস্ক, শালপ্রাংশু দেহ। কিন্তু উনি তো ফিরছেন না।

সে যদি একটু শব্দ করে, তা'হলেই হয়ত ফিরবেন।

কিন্তু শব্দ তো নিস্তব্ধ। তাহলে তো আড়াল থেকে দেখা ধরা পড়ে যাবে। দেসদিমনার লজ্জার অবাধ থাকবে না। ছিঃ! তা কি সে পারে?

সে নিঃশব্দে শুনবে। টু শব্দটি করবে না। যদি হাঁচি পায়, যদি কাশি আসে, চেপেই থাকবে। সৈনিকের কান তো অভ্রান্ত, তীক্ষ্ণ তার আবেদন। অমনি উঠে দাঁড়াবেন। তুলবেন ওঁর মুখখানি —চারিদিকে তাকাবেন। গুপ্তচরের কথা উনি জানেন, কেউ হয়ত রাষ্ট্রের গুপ্ত কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—তাকে উনি খুঁজে বার করতে চাইবেন। শুরু হয়ে যাবে তল্লাস। তারপর?

তারপর এই অন্ধকার-ঘন অলিন্দের ঘন অন্ধকারে মশালের আলোক দেখা যাবে। আর ছুটে আসবে রক্ষীর দল। উনি তলোয়ার হাতে এসে দেখা দেবেন। আর কাকে খুঁজে পাবেন?

রাষ্ট্রের শত্রু গুপ্তচর নয়, এক ভয়ত্রস্তা বালিকা, এক তরুণীকে।

ছিঃ ছিঃ! দেসদিমনার কি লজ্জা! এমনি করে ভিনিসের তরুণীদের স্বপ্নের নায়কের সঙ্গে পরিচয় হবে? না, না। তার চেয়ে এখান থেকেই দেখতে হবে তাঁকে।

হঠাৎ মুখ ফেরালেন অতিথি। তবে কি দেখতে পেয়েছেন তাঁকে?

মুখখানি এবার দেখা গেল, স্বর্ণসূত্র খচিত জোব্বা খসে পড়ছে। রক্তবর্ণ পরিধেয় অপসৃত, এখন দেখা যাচ্ছে ঘোর বর্ণ

ত্রীচেস, একখানা পেশিবহুল পা এগিয়ে দিয়েছেন। এই সেই বীর, ভিনিসের শতসহস্র কুমারীর কামনা—আলিফ লায়লা ও লায়লার পাতা থেকে বেরিয়ে আসা নায়ক। কৃষ্ণ মূর—ট্রপিকের সূর্য কবে একদিন তাঁর জন্মকালে তাঁর ত্বকে ঢেলে দিয়েছিল তার খর তাপ—তাই তো তাঁর বর্ণ এমন কৃষ্ণ। কিন্তু কালো মেঘ যে আকাশ ছেয়ে দেয়—এ তো সে-কৃষ্ণতা নয়! এ কৃষ্ণতায় আছে তাম্র আভা। কষিত তাম্রের ঔজ্জ্বল্য। এ যেন এক কৃষ্ণকায় দেবতা। এ ঔজ্জ্বল্য খর রৌদ্র দিয়েছে তাঁকে, দিয়েছে প্রাচ্য। আরবের মরুভূমি আর খর্জুর বীথির ছায়ায় তার লালন-পালন হয়েছে, স্পেনের শীতল আকাশ হয়তো তাতে জুগিয়েছে সৌন্দর্য—সব মিলিয়েই তো তিনি সুন্দর কেউ বলে রাজকুলে তাঁর জন্ম, কিন্তু রাজরক্তে কি বা প্রয়োজন তাঁর! তিনি নিজেই তো রাজা—দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম হলেও, তাঁর আয়ত্তে সব। নামহীন এক বালক বিদেশের উপকূলে নিজের সৌভাগ্যের পথ তৈরী করে নিয়েছেন। তিনি এখন সসাগরা ধরণীর অধিশ্বরী ভিনিসের নৌসেনাপতি। তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি বিজয়ী বীর। কনভেণ্ট স্কুল থেকে সরাইখানা, ডোজের রাজপ্রাসাদ থেকে বাজার পর্যন্ত তাঁরই নামে মুখর। তাঁকে ভালবাসেন ভিনিসের অভিজাতমণ্ডলী, আবার নগন্য মানুষেরও তিনি দরদী বন্ধু। 'ইলমোরো' কালো মূর এই তো তাঁর আদরের নাম। কিন্তু সত্যিই তো কৃষ্ণকায় তিনি নন, এই যে তাম্রাভা এ তো ভিনিসের নাবিকদেরও আছে, সাগর থেকে ফেরা সদাগরেরা তো ঐ তাম্রাভার গর্ব করতে পারেন। কিন্তু এ তাম্রাভা তার চেয়ে একটু ঘন হয়তো। শোণিতের যে আবেগ থাকে ট্রপিকের উষ্ণতায়, যে আবেগ থাকে মরুভূর জ্বালায় সেই আবেগ এই তাম্রাভার নীচে বিরাজমান।

ঐ তো দেখা যায় তাম্রাভ মুখখানি! ফিডিয়াসের গড়া মূর্ত্তি যেন, জুলিয়াস সীজার ঐ উন্নত নাসিকার গর্ব করতে পারতেন—

তাঁর কুঞ্চিত কেশদামে ধরেছে পক্কতা। চাঁদির তাঁরের মতো এক একগাছ চুল কৃষ্ণতার মধ্যে দেখা য'চ্ছে। আর দাড়িতেও তারই আভাস। বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু যৌবন তো এত সুন্দর হয়না। প্রৌঢ়ত্বই বুঝি এনে দিয়েছে এই সৌন্দর্য!

সত্যিই উনি সুন্দর, ভাবলে দেসদিমনা। এ সৌন্দর্য তো ভিনিসে নেই, পৃথিবীর কোথাও নেই! ঐ তামার মতো চকচকে কপাল কি সুন্দর। যদি পারতাম, ওর ঐ মসৃণ কপালে হাত বুলিয়ে দিতাম! ওর চোখে আগুন, কিন্তু কখনও কখনও আগুন নিবে যায়, আসে বিষাদ। কেন—কেন? যদি পারতাম·········
হায় যদি পারতাম······

বাম চক্ষু কি স্পন্দিত হল বালার, হৃদয়ের কন্দর থেকে কি দীর্ঘ নিশ্বাস ঝরে পড়ল? তবে কি মদনের শরাহত দেসদিমনা?

কিন্তু অসম যে ব্যবধান। মূর বীর, কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখায় এসে তিনি পৌঁচেছেন। আর দেসদিমনা তো কিশোরী—কৈশোরের সীমারেখা থেকে সবে পদার্পণ করেছে যৌবনের মালঞ্চে। সে যাকে মালঞ্চের মালাকার করে নেবে তিনি তো তরুণ। প্রৌঢ় তো নন, কিন্তু তাও তো হয়। তাই কবি বলেন—

যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিবে কেমনে?

এমনি ভালবাসার তো উদাহরণ আছে। সেই হিন্দু কবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে। উমা ভালবেসেছিলেন বৃদ্ধ শিবকে। মদন শরসন্ধান করলে, উমার বুকে জাগল স্পন্দন, মহাদেবের তপস্যা ভঙ্গ হল—তিনি ত্রিনেত্র বিস্ফারিত করে তাকালেন তন্বাঙ্গী বালার নয়নে। সুখে সরমে আনন্দিত হল উমার মুখ।

মদন তো এখানেও বিরাজমান—অন্ধ দেবতা কিউপিডের বেশে সে হাজির। তার শরসন্ধান কি করেছে?

বুকের রক্ত ছলছলাৎ করে উঠল, সুখে ছলছল করছে চোখ।

কিন্তু নয়নে নয়ন এখনো মেলেনি। শুধু দুটি তৃষিত নয়ন দেখছে। তবু এই তো প্রেম। প্রথম দর্শনে প্রেমের অনুভূতি।

একি জোব্বাটা গায়ে জড়িয়ে নিচ্ছেন কেন। তিনি কি চলে যাবেন ?

দেসদিমনা ব্যস্ত হয়ে উঠল, ত্রস্তে সে ছুটে চলল অলিন্দ বেয়ে। ঘূর্ণা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাঁকে যে মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে তার দেবতার সুমুখে।

সে এসে দাঁড়াল হলঘরের দরজার সুমুখে।

এইখান দিয়েই যাবেন তিনি, তাঁকে সে চোখভরে দেখবে

দরজা সশব্দে খুলে গেল।

বেরিয়ে এল মূর স্বয়ং! পেছনে মন্ত্রীসভার দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী সিনেটর বারবানসিয়ো—দেসদিমনার পিতা।

ওথেলোর চোখ দুটি জ্বলছে ক্রোধে, তিনি বেরিয়ে এসেছেন। হয়ত নৌবহরের ব্যবস্থা সম্পর্কে হয়েছে বাদানুবাদ, বিতর্ক—তাই তিনি ক্রুদ্ধ। কিন্তু জোব্বার নিচে কোষবদ্ধ তলোয়ার বুঝি বা অস্থির হয়ে উঠেছে।

দেসদিমনার দিকে এবার তার দৃষ্টি পড়ল। আগুন নভে গেল। দাবদাহ এখন শান্ত। তার চোখ দুটির দৃষ্টি কোমল, মরুভূর জ্বালা আর নেই—নেই খর রৌদ্রের তীব্রতা—এখন সেখানে গোধুলীর কোমল আলো, ওয়েশিসের শান্তি। বিস্ফারিত তাঁর দৃষ্টি, একটু বা আশ্চর্য—একটু বা কেমন ভাবাবেগে মেদুর।

এক মুহূর্ত—। তারপর সসম্মানে মাথা নোয়ালেন বীর। হাসি নেই মুখে, কথা নেই—দেসদিমনা বেপথু।

দুজনে দাঁড়িয়ে রইলেন মুখোমুখী—নয়নে নয়ন। সাচিকৃত হল না বালিকার মুখ—সে চেয়ে আছে। নয়ন না তিরপিত ভেল। বৃদ্ধ বারবানসিয়ো এসে দাঁড়ালেন বাইরে। দেখতে পেলেন, কন্যার ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব।

তিনি এগিয়ে এসে কৃষ্ণকায় পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আপনি বোধহয় চেনেন না, এই আমার মেয়ে দেসদিমনা। সবে কনভেণ্ট থেকে ফিরেছে। আর ইনি আমাদের ওথেলো।

ওথেলো শুনতে পেলেন না। ওথেলো তাকিয়ে আছেন। নারী তিনি পথে ও বিপথে বহু দেখেছেন। জীবনে নারীমেদের আস্বাদও পেয়েছেন—দেখেছেন তারই পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে ইরাক ও ইরানের আনারের মত সুন্দরীদের। শ্বেতনারী এসে ধরা দিয়েছে তার কাছে কিন্তু দেখেন নি তুষারশুভ্র নিষ্পাপ এমন কুমারী। সে তো চোখ ধাঁধিয়ে দেয় না। হাস্যে লাস্যে সে তো পুরুষের রক্তধারা নাচিয়ে তোলে না। মেখলা খসিয়ে ফেলার তো প্রবৃত্তি জোগায় না। এ কুমারী আনে দাবদাহনের শান্তি, তার রূপ মুগ্ধ করে কিন্তু মত্ত করে না। তার সোনালী চুল চূড়া করে বাঁধা, যেন জ্যোতির্মণ্ডলের মতই মুখখানাকে ঘিরে আছে, যেন দেববালা বলেই তাকে মনে হয়। বেহেস্ত থেকে কি হুরী এল এই দুনিয়ায়? তাইত তিনি দেখছেন, এ যেন পুরানো কোন রূপকথার পাতায় শুরু হয়ে গেছে জীবন। রূপকথার আশ্চর্য জগতের দুয়ার খুলে গেছে। এখন সবকিছুই ঘটতে পারে।

আর দেসদিমনা, সে তো কাঁপছে, কাঁপছে তার নিচোলা বরণ, কাঁপছে তার যৌবন চূড়ায় চূড়ায়।

ওথেলো সম্বিৎ ফিরে পেলেন। দুনিয়ার হালচাল তিনি জানেন। মৃদু হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল। শুধালেন—

আমাদের তরুণী মহিলার কি নাম?

দেসদিমনা অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলে, দেসদিমনা।

এই তো প্রথম দর্শন, প্রথম পরিচয়।

প্রথম দর্শনে হল প্রেম, আর সেই প্রেম দুটি অসমবয়সী নরনারীকে ঘিরে বেড়ে উঠল। দেসদিমনার কাছে আসেন ওথেলো,

বলেন তাঁর জীবনের গল্প। উপন্যাসকেও হার মানায় সে গল্প। মনে হয়, রূপকথার বীর যেন ওথেলো আর সে যেন রাজকুমারী। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন ওথেলো পাতালপুরী থেকে—তারপর দুজনে ছুটবেন ঘোড়ার পিঠে। কত গিরিপথ-প্রান্তর পার হয়ে যাবে—তারপর ?

ভালবাসা এমনি করেই তার আসন পাতল। অন্ধ দেবতা কিউপিড অন্ধ হয়ে রইলেন বয়সের অসম ব্যবধানে। দুজনকে ঘিরে ফেলল প্রেম। তাঁরা তখন প্রেম নগরের নাগরিক—প্রেমিক—প্রেমিকা। শ্বেত-কৃষ্ণের এ মিলন বর্ণের দিক থেকে প্রচণ্ড কলরব তুলবে—সে সম্পর্কে তাঁরা অচেতন। শুধু প্রেম, শুধু প্রেম—এই তখন তাঁরা জানেন। বর্ণের প্রাচীর, জাতির বাধা পার হয়ে তখন সে প্রেম অভিযাত্রী।

সেই প্রেমের পরিণতি কি ?

কে লিখবে তার কথা।

কে লিখবেন আর, লিখবেন মহাকবি।

এবার মহাকবির কাহিনীর সূত্র আমরা তুলে নিলাম।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

ভিনিস।

তারই একটি পথ।

কাল—রাত্রি।

রাতের পথ, কিন্তু তাই বলে জনহীন তো নয়, জনবিরল তাকে বলা যায়। দুধারে বাড়ির সার, তারই মধ্য দিয়ে চলে গেছে পথ-রেখা। কোথাও বা সে পথরেখা জলময়, কোথাও বা সঙ্কীর্ণ, বঙ্কিম, দুর্গম।

রাত বাড়ছে, জনবিরল পথ জনশূন্য হয়ে এল।

এই জনহীন পথে এসে দাঁড়াল দু'টি মুর্তি।

তাদের স্বল্প আলোকে দেখা যায় না, চেনা যায় না।

তারা কাছে এসে গেল।

একজন রডারিগো—ভিনিসের এক সম্ভ্রান্ত যুবক। আর একটু বা স্ফুর্তিবাজ। কেউ বা তাই বলে ভাঁড়, কিন্তু আসলে ভাঁড় নয় আমুদে মানুষ, আমোদ করে দিন কাটে, আবার প্রেমিকপ্রবরও বটে। আচ্ছা, রডারিগোকে তো চেনা গেল। কিন্তু তার সঙ্গীটিকে তো চিনলাম না!

সঙ্গীটির নাম ইয়াগো। পোশাক দেখলেই বোঝা যায় নৌবাহিনীর মানুষ। নৌবাহিনীর তক্মা দেখা যাচ্ছে। সে নৌবহরের সেনাধ্যক্ষের পতাকাবাহী বা এনসাইন। কাজটা আপনি হয়তো হীন বলেই ভাবছেন, কিন্তু সাগরের অধিশ্বরী ভিনিসের নৌবহরের পতাকাবাহীর পদটি ঠিক আজকের দিনের আর্দালীর পর্যায়ে পড়ে

না। এটি বিশিষ্টই বটে, সহকারী সেনাপতি না হোক, প্রায় সমপর্যায়ে পড়ে। এর পরের পদমর্যাদাই সহকারী সেনাপতির। হীন এ-পদ নয়। কিন্তু হীনতার ঈর্ষা এ-পদে আছে, যেমন আছে আমলাতন্ত্রের সারা দপ্তর জুড়ে। যাক সে কথা। ওরা কি বলাবলি করছে শুনি।

রডারিগো ক্রুদ্ধ। সে দেসদিমনার প্রতি আসক্ত। ইয়াগোর মধ্যস্থতায় সে চেয়েছিল দেসদিমনাকে জয় করতে। ইয়াগো তার টাকা খেয়েছে, অথচ আজ আশাভঙ্গ হল। দেসদিমনা নৌবহরের অধ্যক্ষ কৃষ্ণকায় মূর ওথেলোর সঙ্গে উধাও। এ খবর এখনো ভিনিসবাসী জানে না, জানেন না দেসদিমনার বাবা সিনেটর বারবানসিয়ো। কিন্তু গোপনে এ-খবর এসে গেছে তার কাছে। তাই সে বললে,

দেখ ইয়াগো, অজুহাত দেখিয়ো না। তুমি আমার টাকার থলের সদ্ব্যবহার করেছ, যেন তোমারই থলি এমনিভাবে থলের ফাঁস খুলে হরদম টাকাকড়ি নিয়েছ, অথচ দেসদিমনার উধাও হবার খবরটা তোমার জানা উচিত ছিল—আর যদি আগে জেনে থাক তো হজম করা উচিত হয় নি।

ইয়াগো তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। দালালি করে টাকা খেলেও অন্তরঙ্গতা আছে। সে বললে, কাণ্ড দেখনা—আমার কথাই শুনছ না! আমি যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম, তাহলে তুমি আমাকে ঘৃণা করতে পারতে বটে।

রডারিগো তবু অবুঝ, সে বললে, আমি ভেবেছিলাম তুমি ঐ লোকটাকে ঘৃণা কর।

না করি তো আমাকেই ঘৃণা কোরো। নগরের তিন-তিনজন হোমরা-চোমরা আমাকে সহকারী সেনাপতির পদটা দেবার জন্য তাঁর কাছে সুপারিশ করলেন, আর আমিও জানি, আমার সে এলেম আছে, কিন্তু ওথেলো নিজের দেমাকেই মশগুল; তিনি বড় বড় কথার সঙ্গে জঙ্গী বুলি মিশিয়ে ঘোরফের করে এমন বকুনি ঝাড়লেন

যে, তার ফলে তাঁদের দরবার ভেঙ্গে গেল। তিনি বলে বসলেন, আমার লোক আমি ঠিক করেছি। আর সেই লোকটি কে? মাইকেল ক্যাসিয়ো—ফ্লোরেন্সের অধিবাসী। সুন্দরী এক নাগরীকে বিয়ে করতে চলেছেন। লড়াইয়ে পল্টন চালান নি, ব্যূহ তৈরী করতেও জানেন না। যুদ্ধবিদ্যায় কিছু জ্ঞান থাকে তো সে অধীত-বিদ্যা, সে ব্যাপারে সে মন্ত্রী মশাইদের মতো খুব কষে বক্তৃতা ঝাড়তে পারে। এই তো তার সৈনিকের হিম্মৎ। কিন্তু তিনিই বাছাই হলেন। আর যে সেনাপতির চোখের সামনে রোডস, সাইপ্রাস আর আর লড়াইয়ে ক্রিস্তান আর কাফেরদের বিরুদ্ধে তার বীরত্বের প্রমাণ দিলে—সেই আমি রইলাম এক পাশে পড়ে—আর তিনি হলেন সহকারী সেনাপতি! আর আমি রইলাম মূর মশায়ের পতাকাবাহী হয়ে।

আমি হলে ওর পতাকাবাহী না হয়ে জল্লাদ হতাম, রডারিগো বললে।

কিন্তু উপায়ই বা কি! এ হচ্ছে গোলামির অভিশাপ! আগে পদোন্নতি হত ধাপে ধাপে, প্রথমের ওয়ারিশ হোত দ্বিতীয়—কিন্তু এখন পদোন্নতি হয় সুপারিশ আর নেকনজরে। এখন বুঝতে পারছ, মূরকে ভালবাসার আমার কি ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে।

রডারিগো বলে উঠলো, আমি হলে এমন চাকুরী করতাম না।

ইয়াগো হেসে বললে, ধৈর্য ধর ভাই। আমি গোলামি করছি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আমরা সবাই তো আর মনিব হতে পারিনে, আর মনিবেরও নিমক-হালাল গোলাম সব সময়ে জোটে না। এক জাতের গোলাম আছে তারা মনিবের সুমুখে ভক্তিতে গলে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে, তারা তো দাসত্বকেই পূজা করে। খাদ্যের জন্য মনিবের গাধা হয়ে থাকে। তারপর বুড়ো হলেই বরখাস্ত। অমন সাধু সরল মানুষদের মারো চাবুক! আবার আর এক জাত আছে, কর্তব্যের ভান করে থাকে, নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। যখন

মনিবের দৌলতে বেশ বড়মানুষ হয়ে ওঠে, তখন মনিবকেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়! ওদের তবু খানিকটা মনুষ্যত্ব আছে, আর আমি ওদেরই জাতের। ওঁর গোলামি করতে গিয়ে আমি আমার স্বার্থসিদ্ধির গোলামি করছি। দেবতা সাক্ষী, ভক্তিভরে মনিব-পূজা করছিনে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভান করছি। যদি আমার মনের কথা কখনো বেরিয়ে পড়ে, জানবো সেদিন থেকে আমি বোকা বনে গেছি। আমি যা ভান করি, তা আমি আসলে নই!

রডারিগোর এই বকবকানি ভাল লাগছে না। সে বললে, দেসদিমনাকে যদি এত সহজে ঐ পুরু ঠোঁঠওলা মূর-বেটা পায়—তাহলে কি তার সুখ! দেদার সুখ, অঢেল সুখ!

ইয়াগো বললে, যাতে না পায়, তাই-ই কর। ওর বাবাকে জানাও। তাঁর সঙ্গে ওথেলোকে ধাওয়া কর। তার সুখটুকু নষ্ট করে দাও! বদমাস বলে পথে পথে চীৎকার কর, জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তোলো ওথেলোর বিরুদ্ধে। ওথেলো এখন উর্বর জমির বাসিন্দে, সেখানে পঙ্গপালের মতো গিয়ে পড়। ও এখন মহা-সুখে আছে, সে সুখ নষ্ট করে দাও!

রডারিগো বললে, এই তো বারবানসিয়োর বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। এবার আমি চেঁচিয়ে ডাকব।

ইয়াগো রডারিগোকে সতর্ক করে দিলে, হাঁ ডাকবে বইকি! কিন্তু আমার পরামর্শ শোনো, অবহেলায় যখন জনাকীর্ণ শহরে হঠাৎ আগুন ধরে যায়, তখন যেমন চীৎকারে শহর কাঁপে, তেমনি কম্পন থাকবে তোমার স্বরে—সে হবে ভীতির ভয়ংকর চীৎকার।

ইয়াগোর পরামর্শে রডারিগো এগিয়ে এল। এবার সে একেবারে বারবানসিয়োর, বাড়ির সুমুখে। সে চীৎকার করে উঠল,

সিনর বারবানসিয়ো, সিনর বারবানসিয়ো উঠুন, জাগুন!

ইয়াগো তাঁরই কথায় প্রতিধ্বনি করে উঠল—উঠুন, জাগুন সিনর বারবানসিয়ো।

চোর! চোর! চোর এসেছে! উঠে দেখুন, আপনার কন্যা আর টাকার থলি কোথায়! সামাল—সামাল সিনর!

বারবানসিয়োর নিদ্রা ভেঙে গেছে। জানালা খুলে গেছে, তাঁর মুখখানি দেখা যায়।

কি ব্যাপার? হঠাৎ এ ভয়ংকর চীৎকার কেন? কি ব্যাপার?

তাঁর স্বর ঝরে পড়ল।

রডারিগো বললে, সিনর, আপনার পরিজন সবাই ঘরে আছেন তো?

ইয়াগো শুধালে, আপনার দরজা সব তালা বন্ধ তো?

কেন একথা জিজ্ঞেস করছ?

ইয়াগো বললে, হা ঈশ্বর, আপনার ঘরে চুরি হয়ে গেছে! কলঙ্ক আপনার জোব্বায় দাগ এঁকে দিয়েছে। আপনার হৃদয় ভেঙে গেছে। আপনার আত্মার আধখানা তো হারিয়ে বসে আছেন। আপনার সাদা ভেড়ার ছানাটির উপর চড়াও হয়েছে এক কালো ভেড়া। উঠুন, জাগুন, নগরবাসী এখনো নাক ডাকাচ্ছে, তাদের জাগিয়ে তুলুন ঘণ্টা বাজিয়ে—নইলে তো শয়তান আপনাকে জাদু করে ছাড়বে।

বারবানসিয়ো হতবুদ্ধি। তিনি বললেন, তোমাদের কি বুদ্ধিভ্রংশ হল না কি? কি ব্যাপার?

রডারিগো বললে, মশাই তো আমার স্বর চেনেন?

না—তুমি কে?

আমি রডারিগো।

তোমাকে না বলেছি, আমার দরজা মাড়িও না! আমার কন্যা তোমার জন্যে নয়। এখন মাতাল হয়ে এসেছ আমার ঘুম ভাঙাতে!

মশাই কি একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন? রডারিগো বললে।

বারবানসিয়ো ক্রুদ্ধ, তিনি বলে উঠলেন, আমি বৃদ্ধ হলেও

আমার যথেষ্ট শক্তি আছে—পদমর্যাদা আছে—তোমাকে শাস্তি দিতে পারি জান।

মশাই, একটু ধৈর্য ধরুন।

বল—চুরির কথা কি বলছিলে? এটা ভিনিস, তা জান? আর আমার বাড়িটা গ্রামের নিঃসঙ্গ খামারবাড়ি নয়।

মশাই, আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, কোন বদ মতলব নিয়ে আপনার কাছে আসিনি—রডারিগো বললে।

ইয়াগো এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে বললে—সত্যি, মশাই! এক বর্বর ঘোড়া আপনার কন্যার ধর্ম নষ্ট করে গেছে। এখন আপনি মূর-বংশের নাতি-নাতনী পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হবেন।

বারবানসিয়ো চীৎকার করে উঠলেন—বটে! বদমাস!

ইয়াগো শান্তস্বরে বললে, আমি মশাইকে বলতে এলাম; আপনার মেয়ে আর মূরে এখন লীলাখেলা চলছে।

তুমি বদমাস! গর্জন করে উঠলেন বারবানসিয়ো।

ইয়াগো বললেন—আর আপনি কি তাও বলতে পারি—আপনি একজন সিনেট সভার সদস্য।

বারবানসিয়ো এই রসিকতায় জ্বলে উঠে বললেন, রডারিগো, আমি তোমাকে চিনি—এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহী করতে হবে।

রডারিগো বললে, তা করতে রাজী। কিন্তু মশাই, আপনার সুন্দরী কন্যা যে গণ্ডোলা ভাড়া করে এক উচ্ছৃঙ্খল মূরের আলিঙ্গনে গিয়ে ধরা দিয়েছে—এ যদি আপনার সম্মতি নিয়েই হয়ে থাকে, তাহলে মশাই আমাদের অপরাধ হয়েছে বই কি! আর যদি আপনার অজান্তে হয়ে থাকে, তাহলে একথা বলতেই হবে যে, আপনি আমাদের উপর অবিচার করছেন। আপনাকে আবার বলছি, আপনার কন্যা যদি আপনার অনুমতি নিয়ে না গিয়ে থাকে, তাহালে সে মহা অন্যায় করেছে। এক উড়নচণ্ডী ভবঘুরের সঙ্গে

গিয়ে জুটেছে। আপনি যদি এখন তাকে আপনার বাড়ীতে তার ঘরে পান—আমাকে যত খুশি শাস্তি দেবেন।

বারবানসিয়ো এবার সজাগ হলেন, তিনি তাঁর অনুচরদের ডেকে হুকুম দিলেন, অগ্নিকুণ্ড জ্বালাও, মোমবাতি এনে দাও। সবাইকে জাগিয়ে তোলো। এমন এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, যা আমার স্বপ্নেরও অতীত—যদি স্বপ্ন সত্যি হয়, তা হলে তো সে আমার মৃত্যু—মৃত্যু।

তাঁর মুখখানি জানালা থেকে সরে গেল। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

কাজ ফতে, মনস্কামনা দুজনেরই পূর্ণ। এবার ইয়াগো রডারিগোর কাছে বিদায় চাইলে। সে এবার যাবে মূরের কাছে। তাকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। সে জানে, সাইপ্রাস অভিযানে চলেছে ওথেলো—রাষ্ট্রের সাধ্য নেই তাকে শ্বেতকুমারী হরণের জন্য বরখাস্ত করে। কেননা, ভিনিসে তো তার মত বীর আর নেই। এই জন্যেই ঘৃণা করলেও তাকে তুষ্ট করতে হবে। ইয়াগো বিদায় নিলে। এরই মধ্যে অনুচরসহ নেমে এলেন বারবানসিয়ো। তাদের হাতে মশাল।

বারবানসিয়ো এসেই বললেন, সত্যি সে চলে গেছে, এখন তো আমার দীর্ঘ দুঃখের জীবন শুরু হল।

রডারিগোকে দেখে তার কাছে এগিয়ে এসে বললেন—রডারিগো, কোথায় তাকে দেখলে? মূরের সঙ্গে? কি করে জানলে যে সে আমার কন্যা? হা ঈশ্বর! ও আমাকে প্রতারণা করলে! কি বললে ও?

আরো মোম আনো, আরো আরো মশাল। ডাক আমার আত্মীয়-স্বজনদের। তোমার কি মনে হয়, এর মধ্যে তাদের বিবাহ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়! রডারিগো উত্তর দিলে।

হা ঈশ্বর! কি করে সে পালাল! নিজের রক্তে যার জন্ম, এ বিশ্বাসঘতকতা তো তার পক্ষে মর্মান্তিক! সব পিতাকে ডেকে বলি, আর বাইরের ব্যবহার দেখে তোমাদের কন্যাদের বিচার করো না! রডারিগো, তুমি কি এমন কোন ওষুধের কথা জান, যাতে কুমারীর কৌমার্য বশ করে হরণ করা যায়! এমন ওষুধের কথা কি পুঁথিতে পড়নি?

রডারিগো সম্মতি জানালে।

তাহলে ডাক আমার ভ্রাতাকে! আহা, তোমার সঙ্গে কেন তার বিবাহ দিলাম না! চল—চল—এক-এক দল এক-এক দিকে। বলতো, কোথায় গেলে তাকে আর ঐ মূরকে পাব?

রডারিগো জানালে, মনে হচ্ছে আমি তা বলতে পারব! আমার সঙ্গে চলুন।

বারবানসিয়ো বললেন, বেশ, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। ভিনিসের প্রতি গৃহে আমি খুঁজব। তন্নতন্ন করে খুজব! অন্যথায় কয়েকজন রাজকর্মচারিকেও সঙ্গে নাও! রডারিগো, তোমার এই কাজের জন্য তুমি পুরস্কৃত হবে।

মশালধারী অনুচরগণসহ বৃদ্ধ বারবানসিয়ো ছুটলেন কন্যার সন্ধানে। রডারিগো হল পথ প্রদর্শক।

কোথায় কন্যা দেসদিমনা?

সে কি এখন মূরের অঙ্কশায়িনী?

তারা কি এখন মধুযামিনী যাপন করছে?

আমরাও সঙ্গে সঙ্গে যাই—দেখি!

॥ দুই ॥

ভিনিসেরই আর এক পথ। ওথেলোর ভবনের সম্মুখভাগ।

এখনো রাত, এখনো গণ্ডোলা ভাসছে জলে, গ্রাণ্ড ক্যানেলে জলবিহারী বিলাসী-বিলাসিনীদের পানোন্মত্ত হল্লা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু পথ এখন জনহীন। এই পথে ওথেলো আর ইয়াগোকে দেখা গেল। সঙ্গে মশালধারী অনুচরগণ।

ইয়াগো আর ওথোলোতে চলেছে আলাপ।

ইয়াগো বললে, আমি পেশাদার সৈনিক হিসাবে অনেক খুন করেছি, কিন্তু এখনো আসল বিবেকটুকু হারিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারিনে। ভেবেছিলাম দিই একটা পাঁজরায় খোঁচা।

ওথেলোকে উত্তেজিত করবার জন্যেই এসেছে ইয়াগো, কিন্তু তিনি অনুত্তেজিত। শুধু বললেন, না দিয়ে ভালই করেছ।

কিন্তু হুজুরকে নিয়ে রডারিগো যাচ্ছেতাই করলে। অনেক কষ্টে চেপে রইলাম। আপনি কি সত্যই বিয়ে করে ফেলেছেন? এটা মনে রাখবেন, বারবানসিয়ো মহামান্য, যেমন তাঁর ক্ষমতা, তেমনি সবাই তাঁকে ভালবাসেন। তিনি প্রায় ডিউকেরই সমকক্ষ। তিনি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাবেন, নয়তো আপনাকে বিপদে ফেলবেন।

ওথেলো এবার বললেন, তাঁর যা ক্ষমতা আছে, তিনি করুন! আমি ভিনিস রাষ্ট্রকে যতখানি সেবা করেছি, তার তুলনায় তাঁর অভিযোগ তো অতি তুচ্ছ। আমি এখনো ঘোষণা করিনি যে, রাজরক্তে আমার জন্ম—আর আমার গুণ তো দেসদিমনার পানি-গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কিন্তু জান ইয়াগো, দেসদিমনাকে যদি ভাল না বাসতাম, তাহলে সাগরের সম্পদ পেলেও আমার এই মুক্ত অবাধ যাযাবর জীবনকে আমি গণ্ডীর ভিতরে বেঁধে ফেলতে

দিতাম না! দেখ—দেখ—ওখানে যেন আলো দেখা গেল—তাই না! সজাগ হয়ে উঠলেন ওথেলো। বুঝি বা অভ্যাস বশে কটিতটে ঝোলান অসিতে হাত পড়ল।

ইয়াগো বললে, ঐ আসছেন জাগ্রত ক্রুদ্ধ পিতা, আপনি ভেতরে গেলে ভাল হয়।

ওথেলো মাথা নাড়লেন, না, আমাকে ওরা দেখুন। আমার কাজ, আমার খেতাব, আমার এই নিষ্পাপ হৃদয় আমার প্রকৃত অভিজ্ঞান। ঐ কি ক্ষুব্ধ পিতা আর তার দলবল?

দেখে তো মনে হচ্ছে না।

ক্যাসিয়ো আর কয়েকটি কর্মচারী প্রবেশ করলেন। সঙ্গে মশালধারী অনুচরগণ।

ওথেলো তাদের দেখে বললেন—ও ডিউকের অনুচর আর আমার সহকারী। কি সংবাদ?

ক্যাসিয়ো জানালেন ডিউক আপনাকে সম্ভাষণ জানিয়েছেন। এখনি তাঁর কাছে যেতে হবে।

কি ব্যাপার?

সাইপ্রাস থেকে হয়ত কোন সংবাদ এসেছে। আপনাকে অবিলম্বে যেতে বলেছেন। আপনি বাড়ি ছিলেন না, তাই তিন দল বিভিন্ন দিকে গেছে আপনাকে খুঁজতে।

ওথেলো বললেন, দেখা হয়ে ভালই হল। বাড়ীতে একটা কথা বলে আসি। তারপর তোমার সঙ্গে যাব।

ওথেলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাড়ির ভিতরে মিলিয়ে গেলেন।

ক্যাসিয়ো এবার ইয়াগোকে শুধালেন,—পতাকাবাহী, উনি এখানে কেন?

জানেন না, আজ স্থলেন্দ্র একখানি রত্নবোঝাই জাহাজ উনি দখল করেছেন, এখন লুটের সামগ্রী যদি আইনসঙ্গত হয়, তাহলে ওঁর লক্ষ্মী তো চিরকালের মত অচঞ্চল হয়ে রইলেন।

আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।

জানেন না; উনি বিয়ে করেছেন।

কাকে ?

এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন ওথেলো।

ইয়াগো বললে—বিয়ে করেছেন—কিন্তু ওথেলোর দিকে চোখ পড়ায় থেমে পড়ে বললে, ক্যাপটেন—আপনি তৈরী ?

হ্যাঁ—আমি তৈরী, ওথেলো বলে উঠলেন।

আবার দূরে মশালের আলো দেখা দিলে। ক্যাসিয়ো সেই দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—ঐ আর একদল আসছে !

ইয়াগো বললে—না, এবার আসছেন বারবানসিয়ো। সেনাপতি, আপনি সতর্ক হোন ! ওঁর দুরভিসন্ধি আছে।

বারবানসিয়ো, রডারিগো এবং কয়েকজন রাজকর্মচারী এসে ঢুকলেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ত্র ও মশালধারী অনুচরগণ।

ওথেলো প্রস্তুত, তিনি অকুতোভয়। বলে উঠলেন—কে ? কে আসে ? দাঁড়াও !

রডারিগো দূর থেকেই বলে উঠল—ঐ যে মশাই, আপনার মূর ? চোর, তস্কর—ওকে ধর—মার !

দুপক্ষেই তরবারি নিষ্কাসিত হল। মশালের আলোকে ঝলসে উঠল তীক্ষ্ণধার তরবারি।

ইয়াগো বলে উঠল, মশাই ঐ রডারিগো—চলে আসুন—আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী।

ওথেলো নির্ভীক, দুপক্ষেই তরবারীর আস্ফালন হচ্ছে, কিন্তু তাঁর তরবারী কোষবদ্ধ। তিনি বললেন—থাম। অস্ত্র কোষবদ্ধ কর। এখন রাত—রাত্রের শিশির লেগে মরচে পড়বে ঐ শাণিত উজ্জ্বল ফলকে। মাননীয় মহাশয়, আপনার বৃদ্ধ বয়স আপনাকে আমাদের কাছে সম্মানিত পূজ্য করে রাখবে—অসির সম্মান তো আমরা দেব না।

বারবানসিয়া এই শিষ্টাচার সহ্য করতে পারলেন না, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন—ওরে দুষ্ট চোর—কোথায় রেখেছিস আমার কন্যাকে? তুই তো অভিশপ্ত শয়তান, আমার কন্যাকে তুই বশ করেছিস। যদি জাদুজালে সে বদ্ধ না হোত—তাহলে কেন এমন বিপরীত বিবাহ-বন্ধনে সে আবদ্ধ হল? সে তো বহু ধনী, আমাদের জাতির পূজ্য পাণিপ্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি রাষ্ট্রের কাছে তোর বিরুদ্ধে বিচার চাইব! তুই জাদু করেছিস, কোন ঔষধ পান করিয়েছিস! তাই আমি তোকে জাতির কাছে অপরাধী হিসেবে, বেআইনী ঔষধ দাতা হিসেবে বন্দী করব। সৈন্যগণ, রক্ষিগণ—ওকে বন্দী কর! ও যদি বাধা দেয়, ওকে বলপূর্বক বন্দী কর।

রক্ষিগণ উদ্যত হল। শৃঙ্খল উদ্যত, এইবার মূরের হাতে পড়বে হাতকড়া। কিন্তু মূর শুধু বললেন—

থাম! থাম! যদি যুদ্ধেই আমার সাধ হোত, আমার উত্তেজনার খোরাক যোগাবার মানুষের প্রয়োজন হোত না। অভিযোগের উত্তর আমি দেব—দেব আমার জবানবন্দী—কিন্তু কোথায় আমাকে নিয়ে যাবেন?

বারবানসিয়ো বলে উঠলেন—নিয়ে যাব বন্দীশালায়—তারপরে যথাসময়ে হবে বিচার।

ওথেলো মৃদু হেসে বললেন—ধরুন, আপনার কথায় রাজীই হলাম। কিন্তু ডিউকের কাছে কি জবাবদিহী করব? তাঁর দূত এসেছে রাষ্ট্রের জরুরী তলব নিয়ে।

প্রথম কর্মচারী বললেন, সেনাপতির কথা সত্য। ডিউক বসেছেন মন্ত্রণা সভায়, আপনার নিশ্চয়ই ডাক পড়েছে।

সে কি! বারবানসিয়ো বিস্মিত। ডিউক এত রাতে মন্ত্রণা-পরিষদ আহ্বান করেছেন! কিন্তু ওকে নিয়ে চল! আমার অভিযোগও তো তুচ্ছ নয়। আমার প্রতি এই যে অন্যায়, এতো ডিউক এবং আমার

সহযোগী সভ্যগণ সকলেই নিজের বলে মনে করবেন। যদি এমন অপরাধের শাস্তি না হয়, তাহলে এর পরে আমাদের ক্রীতদাস আর বিধর্মীর দলই হবে রাষ্ট্রের পরিচালক।

ওথেলো বন্দীত্ব গ্রহণ করলেন না, তিনি তাঁর অনুচরবর্গসহ চললেন মন্ত্রণাসভায়। বারবানসিয়োও সেদিকেই প্রস্থান করলেন।

॥ তিন ॥

পরিষদ গৃহ: ডিউক এবং সিনেট-সভ্যরা আসীন। রাজকর্ম-চারিগণকে দেখা যাচ্ছে। এখন মধ্যরাত্রি। দেওয়ালগিরির আলোকে সমুজ্জ্বল কক্ষ। অনুচ্চ স্বরে চলছে মন্ত্রণা।

ডিউক বললেন, এক-এক জনের এক-এক রকম কথা, তাই বিশ্বাস হয় না।

তা বলে—একজন সভ্য বললেন—কোন ঐক্য নাই। আমার চিঠিতে একশো সাতখানা জাহাজের কথা আছে।

আমার চিঠিতে আছে একশো চল্লিশখানার কথা,—আর একজন সভ্য বললেন।

আর একজন দু'শোখানার কথা উল্লেখ করলেন। বিবরণে এমনি অনৈক্যই আছে। কেননা, এসব অনুমান-নির্ভর সংবাদ! কিন্তু সকলেই বলছে—সাইপ্রাসের অভিমুখে আসছে তুর্কী নৌবহর।

ডিউক তাই বললেন, খবরে ঐক্য নাই বটে, কিন্তু তাতে তো নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে আমরা! আসল খবরটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে।

একজন নাবিকের স্বর শোনা গেল—

খবর—খবর!

লস্করকে রক্ষীরা নিয়ে এল ভিতরে।

ডিউক শুধালেন, কি সংবাদ ?

সিনর এঞ্জেলো আমাকে পাঠিয়েছেন। তুর্কি নৌবহর রোডস্ দ্বীপের দিকে চলেছে।

ডিউক ভাবিত, তিনি সভ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে গতি পরিবর্তন—এর সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি ?

একজন সভ্য বললেন—এযে অসম্ভব—হতে পারেনা ! আমাদের হয়তো ভ্রান্তপথে চালিত করতে চায়। রোডস্ তো তারা চায় না, সাইপ্রাস চায় তুর্কিরা—আর সাইপ্রাস সুরক্ষিত নয়—অথচ রোডস্ তো তাই। তুর্কিরা এত অনভিজ্ঞ—একথা তো মনে করা আমাদের পক্ষে সমিচীন নয় !

ডিউক সায় দিলেন, রোডস্ তারা অধিকার করতে চায় না।

এমন সময় একজন রাজকর্মচারী এসে জানালে, আরো সংবাদ আছে।

একজন দূত প্রবেশ করল। দূতমুখে শোনা গেল, রোডস্ দ্বীপের পথে যেতে যেতে তুর্কিবাহিনী আর এক নৌবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এবার সম্মিলিত হয়ে তারা সাইপ্রাস অভিযানে অগ্রসর। সাইপ্রাসের শাসনকর্তা এই সংবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রণা পরিষদকে। তাঁরা যেন এ সংবাদ বিশ্বাস করেন—এই তার অনুরোধ।

ডিউক বললেন, তাহলে সাইপ্রাস অভিযানেই তারা অগ্রসর। শাসনকর্তা মার্কাস লুসিলাস এখন কোথায় ?

দূত নিবেদন করলে, তিনি এখন ফ্লোরেন্স নগরে।

ডিউক সংবাদ দিলেন,তাঁকে অবিলম্বে সংবাদ দাও।

এমন সময় মন্ত্রণাগৃহের ভেজানো দরজা ঠেলে এসে ঢুকলেন বৃদ্ধ বারবানসিয়ো ও সেনাপতি ওথেলো। তাঁদের পিছনে ইয়াগো, রডারিগো এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদেরও দেখা গেল।

ডিউক ওথেলোকে দেখে বলে উঠলেন, তুর্কদের বিরুদ্ধে আপনাকে

আমরা সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। বারবানসিয়ো—এই যে আপনি এসেছেন! আজ রাতে আপনার সুপরামর্শ থেকে তো আমরা বঞ্চিত ছিলাম।

বারবানসিয়ো উত্তেজিত, তিনি কম্পিত স্বরে বললেন—আমিও যে আপনাদের সৎপরামর্শ থেকে বঞ্চিত। রাষ্ট্রের জন্য এই রাতে আমি শয্যা ছেড়ে উঠে আসিনি, আমি এসেছি আমার ব্যক্তিগত দুঃখ নিয়ে, সে তো আর সব দুঃখকে ভুলিয়ে দিয়েছে।

কি ব্যাপার সিনেটর?

বারবানসিয়ো রাগে, দুঃখে চিৎকার করে উঠলেন—আমার কন্যা—আমার কন্যা!

একজন সিনেট সদস্য শুধালেন—সে কি মৃত?

ডিউকও বলে উঠলেন—মৃত!

হাঁ, আমার কাছে সে মৃত, সে প্রতারিত, আমার কাছ থেকে অপহৃত—ঔষধ আর ইন্দ্রজালে সে বিপথগামিনী। নইলে কেন—কেন সে স্বাভাবিক জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হল?

ডিউক বলে উঠলেন, যে আপনার কন্যাকে জাদুমন্ত্র আর ঔষধ দিয়ে বশ করেছে, সেই দুরাত্মার বিরুদ্ধে আপনি রাষ্ট্রের কাছে আপনার অভিযোগ জানান—সে যদি আমার পুত্রও হয়, দণ্ড থেকে সে তো নিষ্কৃতি পাবে না।

ধন্যবাদ, মাথা নত করে অভিবাদন জানালেন বৃদ্ধ বারবানসিয়ো। আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আপনাকে! সে এই মূর—যাকে আপনি রাজকার্যের জন্য তলব করেছেন।

ডিউক আর সিনেটসভা নির্বাক! তারপর ডিউক আর সভ্যরা একযোগে বলে উঠলেন—আমরা দুঃখিত।

ডিউক ওথেলোকে শুধালেন—আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলবার আছে?

কিছু নেই—বারবানসিয়ো বলে উঠলেন। আমি সত্যই বলেছি।

ওথেলো বলে উঠলেন, মহামান্য মহাপরাক্রান্ত সিনেটসভ্যগণ, আপনারা আমার প্রভু, আপনাদের কাছে জানাচ্ছি, আমি এই বৃদ্ধের কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গেছি, তাঁকে বিবাহ করেছি। এই তো আমার অপরাধ—এর চেয়ে বড় বা ছোট অপরাধ আমি করিনি। আমার কথা স্পষ্ট, রুক্ষ—মধুর ভাষা আমি জানি না—জানি না শান্তি—সাত বছর থেকে আমার এই বাহু যুদ্ধে নিয়োজিত—সংসার সম্বন্ধে জানি না—শুধু জানি ভয়ঙ্কর রক্তাপ্লুত রণভূমির কথা, নিজের কথা তাই বলতে তো পারিনে। কিন্তু আপনারা যদি সদয় হয়ে শোনেন আমার এই প্রেমের মামুলি উপাখ্যান আপনাদের বলতে পারি। আমি বলব, কোন্ ওষুধে, কোন্ ইন্দ্রজালে আমি ওঁর কন্যাকে জিনে নিয়েছি।

বারবানসিয়ো একথায় কর্ণপাত করলেন না। তিনি বিজ্ঞ, সংসারের হালচাল তাঁর জানা। তাই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে বললেন,

দেসদিমনা সাহসিকা নয়, সে ভীরু, শান্ত, নিজের গতিভঙ্গিতেই সে লজ্জা পায়। আর আমার সেই কন্যা নিজের প্রকৃতি ভুলে বয়সের অসমতা, দেশের প্রভেদ, সব ভুলে কিনা এমন একজনকে ভালবাসলে—যাকে দেখে সে ভয় পায়—এ তো হতেই পারে না! এ তো জাদুর শক্তি। তাই আমি আবার বলি, ও ঔষধ পান করিয়েছে আমার কন্যাকে—তাকে বশ করেছে।

ডিউক ন্যায়বান, তিনি বললেন, এ তো কথা, এতো প্রমাণ নয়। আমি চাই প্রমাণ!

একজন সভ্য বলে উঠলেন, ওথেলোকে বলতে দেওয়া হোক! ওথেলো, তুমি কি অবৈধ উপায়ে এই তরুণীর ভালবাসা পেয়েছ, না আত্মায়-আত্মায় মিলনের রীতি মেনে চলেছ?

ওথেলো বললেন, আপনারা মহিলাকে এই বিচার সভায় তলব দিন। তিনি এসে নিজের মুখে বলুন আপনাদের আমার

ভালবাসার কথা। যদি আমার প্রতি তাঁর বীতরাগ থাকে, আপনারা আমাকে এই দায়িত্বের পদ থেকে শুধু অপসারিতই করবেন না, আমার মৃত্যু-দণ্ডাদেশই দেবেন।

বেশ! ডিউক বলে উঠলেন, দেসদিমনাকে নিয়ে এস!

ওথেলো আদেশ দিলেন পতাকাবাহী ইয়াগোকে,—যাও, তাঁকে নিয়ে এস। তুমি তো জান, কোথায় তিনি?

ইয়াগো আর অনুচরবর্গ চলে গেল। এবার আবার ওথেলো সভার দিকে তাকিয়ে বললেন,—

তিনি আসুন, তার আগে আমি আপনাদের বলছি আমার পাপের কথা। আমার পাপ—সে তো আমার ভালবাসা। কি করে আমি ধাপে ধাপে এই কন্যার ভালবাসা পেলাম, কি করে তাঁর অনুরাগের সঞ্চার হল।

ওথেলো, তুমি বল। ডিউক দ্রবীভূত হলেন তাঁর কথায়।

ওথেলো বলতে আরম্ভ করলেন, দেসদিমনার পিতা আমাকে ভালবাসতেন, তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন, অনুরোধ করতেন আমাকে জীবনের কথা বলতে। যুদ্ধের কথা আসত। আমার ছেলেবেলা থেকে শুরু করে জীবনের সব কথাই বলতাম। বলতে বলতে বলে যেতাম বিপদের কথা, সমুদ্রে রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা—কি করে মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছি, কি করে বন্দী হয়ে দাসত্ব ভোগ করেছি, কি করে পেয়েছি মুক্তি—আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখের সামনে ফুটে উঠত সেই সব অতলস্পর্শী গিরিগুহা, বন্ধ্যা মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত—কখনও বা নরখাদকের কথাও আসত—আবার অদ্ভুত জীবের কথাও। দেসদিমনা বসে বসে শুনতেন তন্ময় হয়ে। হয়তো গৃহের কাজে তিনি উঠে যেতেন, আবার তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ছুটে আসতেন—তন্ময় হয়ে শুনতেন। আমি তাঁর তন্ময়তা দেখে মনে মনে বলতাম,—ঐ কুমারীকে আদ্যোপান্ত বলব আমার কাহিনী। আর ধীরে ধীরে দিনের পর দিন তা

বলেও ফেললাম—তিনিও শুনলেন। যখন আমি আমার দুঃখের কথা বলতাম, তিনি চোখের জল ফেলতেন। তারপর যেদিন কাহিনী শেষ হল—সেদিন তিনি আমাকে পুরস্কার দিলেন তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস। তিনি বললেন, এর চেয়ে আশ্চর্য কিছু শুনিনি! এ যে দারুণ দুঃখের কাহিনী। কেন এ কাহিনী শুনলাম! তিনি শুধু বললেন—হায়, বিধাতা যদি তাঁকে এমনি ওথেলো করে সৃষ্টি করতেন! আরো বললেন—আমার বন্ধুদের মধ্যে যদি দেসদিমনার অনুরাগী কেউ থাকে, তাঁকে যেন আমি আমার মত কাহিনী বলতে শিখিয়ে দিই—তিনি অনায়াসে তাঁর হৃদয় জয় করে নেবেন। এইতো পেলাম ইঙ্গিত—বুঝলাম, যে-বিপদ আমি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি—তার জন্যে তিনি আমাকে ভালবাসেন। আর তিনি আমার জীবনের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন বলেই আমি তাঁকে ভালবেসে ফেললাম। এই তো আমি একমাত্র জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করেছি। ঐ উনি আসছেন—উনিই সাক্ষ্য দেবেন।

ইয়াগো ও অনুচরবগণের সঙ্গে দেসদিমনা এসে প্রবেশ করলেন।

ডিউক বললেন, এমন কাহিনী আমার কন্যার হৃদয়ও জয় করে নিত। ভদ্র বারবানসিয়ো, আপনি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন! মানুষ শূন্য হাতের চেয়ে ভাঙা অস্ত্রই ব্যবহার করতে চায়।

বারবানসিয়ো বললেন, আমার মিনতি, আমার কন্যার কথা আগে শুনুন! সে যদি স্বীকার করে এই লোককে সে পানি-প্রার্থনায় উৎসাহ দিয়েছে, তাহলে তো আমি কোনো অভিযোগই আর করব না। এস, এস, দেসদিমনা, এই সভাসদদের দেখছ—এবার বল কার প্রতি তোমার বেশি কর্তব্য?

দেসদিমনা সভাসদদের অভিবাদন করে বললেন,—পিতা, কর্তব্য আমার দ্বিধা বিভক্ত। আপনার কাছে আমার জীবন, আর শিক্ষার জন্য আমি ঋণী। আমাকে তারা আপনাকে শ্রদ্ধা করতে

শিখিয়েছে। আর আছেন আমার স্বামী—আমার মা আপনার প্রতি যে কর্তব্য করেছেন, পিতার চেয়ে অধিক সম্মান আপনাকে দিয়েছেন, আমিও সেই কর্তব্য আমার ঐ মূর স্বামীর প্রতি দেখাতে চাই।

বারবানসিয়ো জ্বলে উঠলেন,—তাহলে বিদায়! আর তো আমার কিছু বলবার নেই। আত্মজার চেয়ে দেখছি পোষ্যপুত্রী ভাল। মূর, কাছে এস! আমি আমার কন্যাকে তোমার হাতে সঁপে দিলাম। আর এও আমার আনন্দ যে, আমার আর সন্তান নেই—তাহলে হয়ত তোমাদের এই বিদ্রোহ আমাকে ঘোর অত্যাচারী করে তুলত। আমার কথা শেষ।

ডিউক বললেন,—দুঃখের যখন কোন প্রতিকার নেই, তখন চরম পরিণতির মুখোমুখি হওয়াই ভাল। যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তা নিয়ে দুঃখ তো আবার নতুন ক্ষতি ডেকে আনা।

বারবানসিয়ো ক্রুদ্ধ হয়ে তিক্তকণ্ঠে বললেন, তাহলে তুর্কীরা দখল করে নিক সাইপ্রাস, আর আমরা তাই নিয়ে হানাহানি করি! সান্ত্বনা ছাড়া অন্য কিছুই যাকে ভোগ করতে হয় না, তার পক্ষে এ উপদেশ মানা সহজ; কিন্তু দুঃখকে চেপে রাখার সহিষ্ণুতা যে দেখায়, সে তো ব্যক্তিগত দুঃখ আর উপদেশের তিক্ততা দুই-ই ভোগ করে। যাক্‌গে ওকথা, এখন রাষ্ট্রের কার্য শুরু হোক—এই আমার অনুরোধ।

রাষ্ট্রের কার্যই শুরু হ'ল, ডিউক ওথেলোকে জানালেন যে রাষ্ট্রের বিপদ উপস্থিত। এ বিপদে ওথেলোই উপযুক্ত বীর, তাঁকেই যেতে হবে এই অভিযান প্রতিরোধ করতে।

ওথেলো বললেন,—মহামান্য সিনেট-সভ্যগণ, আমার অভ্যাস বড় পীড়নকারী; এই কঠিন কঠোর বনভূমি আমার অভ্যাসবশে যেন কোমল পালকের শয্যা! আমি তুর্কীর বিরুদ্ধে অভিযানের এই ভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু আমার এক আপত্তি আছে, আমার স্ত্রীর প্রতি সেনানায়কের স্ত্রীর মান-মর্যাদার বিধান দেওয়া হোক।

ডিউক বললেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর পিতৃগৃহে থাকতে পারেন।

বারবানসিয়ো বললেন,—আমি তা চাই না।

ওথেলো বলে উঠলেন,—আমিও না। আমারও কামনা নয়।

দেসদিমনাও বললেন, আমার উপস্থিতি পিতার বিরক্তি বাড়াবে—এ আমি চাই না—আমারও এক আরজি আছে।

ডিউক বললেন। দেসদিমনা, বল, কি চাও?

আমি মূরকে ভালবেসেছি, তাঁর সঙ্গেই আমি থাকব, তাঁকে তো ত্যাগ করব না। আমি তো তাঁর জন্যেই সর্বত্যাগিনী। তাঁর বীরত্বে আমি তাঁর পায়ে আমার ভাগ্য আর হৃদয় সঁপে দিয়েছি। তিনি যখন যুদ্ধে যাবেন, আমি কি করে এখানে থাকব? আমাকে তাঁর সহগামিনী হতে অনুমতি দিন।

ওথেলো বললেন,—আমার পত্নীর প্রার্থনা পূর্ণ করুন—এই আমার প্রার্থনা। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি আমার ক্ষুধা মেটাবার জন্য একথা বলছি না— কামনার আবেগেও আমার একথা নয়! আমার তো যৌবনের কামনা এখন স্তিমিত-প্রায়,—আমি শুধু দেসদিমনার সাধ পূর্ণ করতে চাই আপনারা যেন মনেও না করেন, দেসদিমনা সঙ্গে থাকলে আপনাদের এই মহান কর্তব্যে আমি বিমুখ হব। না, না, তা হব না! যদি প্রণয়-দেবতার ক্রীড়নক হয়ে আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করি, তাহলে আমাব শিরস্ত্রাণ দিয়ে গৃহিণীরা যেন তাদের রন্ধনথালি তৈরী করেন, আমার সুযশ যেন কলঙ্কে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ডিউক বললেন, তোমরা নিজেরা স্থির কোরো,—তোমার স্ত্রী যাবেন, না থাকবেন। কিন্তু ব্যাপারটি জরুরী, শীঘ্রই সেখানে উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়।

একজন সভাসদ বললেন, আজ রাত্রেই যেতে হবে।

ওথেলো বললেন, আপনাদের আদেশ সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলাম।

ডিউক জানালেন, আবার পরদিন সকাল নটায় মন্ত্রণাসভা বসবে। ওথেলোর এক কর্মচারীর মারফত তিনি তাঁর পদের উপযুক্ত মর্যাদা কি দেওয়া হবে তা জানাবেন।

ওথেলো তাঁর পতাকাবাহীকে এইজন্য রেখে যাবেন। ইয়াগোই তাঁর স্ত্রীকে সাইপ্রাসে পৌঁছে দেবে।

ডিউক এবার গাত্রোত্থান করলেন, মন্ত্রণাসভাও ভঙ্গ হ'ল। তিনি বারবানসিয়োকে শুধু বললেন—গুণের যদি কোন সৌন্দর্য থাকে আর সে সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে—তাহলে আপনার এই জামাতা দেহে কৃষ্ণবর্ণ হলেও মনে-প্রাণে তিনি সৌন্দর্যের অধীশ্বর।

বারবানসিয়ো তবু ওথেলোকে ক্ষমা করতে পারলেন না—তিনি বললেন—ওথেলো, যদি প্রেমে অন্ধ না হও, তাহলে সাবধান! ও ওর বাবাকে প্রতারণা করেছে, তোমাকেও ও প্রতারণা করতে পারে।

ক্রোধেই একথা উক্ত হল। কিন্তু অলক্ষ্যে বুঝি বা নিয়তির নির্দেশ এল, ঝরে পড়ল। হয় তো বা কারো কারো মনে কথাটা দাগ কেটে গেল। সেখানে তো তখনো উপস্থিত ওথেলো, দেসদিমনা, ইয়াগো আর রডারিগো। ওথেলো আর দেসদিমনা প্রেমে মশগুল, তাঁদের মনে ওকথা প্রতিধ্বনি তুললো না। ওথেলো বীর, সংসারের হালচাল জানেন না, জানেন না প্রেমের ছলাকলা—তাই তাঁর মনে কথাটা স্থান পেলে না। দেসদিমনা নিষ্পাপ, সেও বুঝলে না। তাঁরা চলে গেলেন। রইল শুধু ইয়াগো আর রডারিগো। তাদের কানেও কথাটা পৌঁচেছে।

রডারিগো ডাকলে, ইয়াগো!

কি?

কি করব এখন?

বাড়ি গিয়ে ঘুমাওগে।

তার চেয়ে ডুবে মরব।

তা যদি কর, তুমি আমার পেয়ারের দোস্ত নও! ইয়াগো মন্তব্য করলে।

এ জীবন রেখে লাভ কি! সখেদে বলে উঠল রডারিগো! তার চেয়ে প্রতিকার তো ভাল—আর সেই প্রতিকার মৃত্যু।

বাজে বোকোনা! এ দুনিয়ায় আমার জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে আজ আটাশ বছর হ'ল কিন্তু এরই মধ্যে এমন মানুষ দেখলাম না, যে নিজেকে ভালবাসে। এমনি বাজে মেয়ের ভালবাসার জন্য ডুবে মরব, একথা বলবার আগে একটা বাঁদরের সঙ্গে নিজেকে বদলাবদলি করতে রাজি আছি।

রডারিগো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—তাছাড়া কি করব? জানি এ আমার দুর্বলতা কিন্তু আমার তো এ-দুর্বলতা রোধ করার সাধ্য নেই। দেসদিমনার প্রেমে আমি পাগল। এই প্রেম আমার ধ্যান-জ্ঞান।

ধর্ম ধর্ম! বাজে কথা। আমাদের ইচ্ছাশক্তির উপরেই সবকিছু নির্ভর করে' আমাদের দেহখানা তো বাগিচা. সেখানে আমাদের ইচ্ছে হচ্ছে—মালীর দল। সেখানে কাঁটা গাছ বা পাপের চারাই লাগাই আর সবজী বা পুণ্যের চারাই লাগাই, আর কাঁটা ঝোপে ভরে যেতে দিই, আর মেহনৎ করে চাষই করি—সবই আমাদের মরজি। যুক্তি যদি দাঁড়িপাল্লার সঙ্গে সমতা না রাখতো—তাহলে আমাদের পাপ প্রবৃত্তি সর্বনাশ করে বসত। কিন্তু যুক্তি আমাদের প্রবৃত্তিকে দমিয়ে রাখে; আমাদের ইন্দ্রিয়ের কামনাকে, আমাদের অসংযত লালসাকে—যার একটা ফেঁকড়া হল এই ভালবাসা—তাকে দাবিয়ে রাখে।

না, না, রডারিগো বলে উঠল, এ ভালবাসা তো তা নয়!

ইয়াগো অভিজ্ঞ মানুষ, সে জোর দিয়ে বললে, ভালবাসা হচ্ছে রক্তের কামনা, আর তার মঞ্জুরি দেয় ইচ্ছাশক্তি। এস—মানুষের মত কাজ কর! থলেয় টাকা ভরে নাও, যুদ্ধে নেমে পড়, নিজের

মুখখানাকে ঢেকে নাও মুখোশে। দেসদিমনা তো বেশিদিন ঐ মূরকে ভালবাসতে পারেনা, আর মূরও তা পারে না। যার শুরু হল প্রচণ্ডতায়, তার শেষও হবে প্রচণ্ডতায়। ওথেলো এখন মধুময়, কিন্তু বিষাক্ত হতেই বা দেরি কি? দেসদিমনাও শীগ্গীরই ছোকরা-প্রেমিকের খোঁজ করবে। দেহখানার সাধ মিটে গেলে, তখন ভুল পছন্দ টের পাবে। তাকে তখন ওকে ছাড়তেই হবে। তাই মোটা কিছু রেস্ত নাও। যদি জাহান্নামেই যেতে চাও, ডুবে মরার চেয়ে একটু বেশ ভালভাবেই যাও। বেশ মোটা কিছু টাকা থলেতে নাও। আমার বুদ্ধি আর পাপ কৌশলে দেসদিমনার ঐ সতীত্বের ভণ্ডামি ভেঙে দিতে পারি কিনা দেখা যাক! এক ভবঘুরে অসভ্য আর এক ছলাকলাময়ী নাগরিকা ভিনিসবাসিনীতে বিবাহ—এতো অসম্ভব! তুমি ঠিক ওকে পাবে। ডুবে মরবে একথা এখন তোলা থাক। সুখ পেতে গিয়ে ফাঁস গলায় পরা বরং না পেয়ে ডুবে মরার চেয়ে ঢের ভাল।

রডারিগো বললে, মরতে কার সাধ যায় বন্ধু! কিন্তু তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?

আলবৎ করব—আমার উপরে নির্ভর করতে পার। যাও—রেস্ত নিয়ে এস! তোমাকে তো আগেই বলেছি, আবার বলি—মূরটাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে। ও আমার দু'চোখের বিষ, আমার চোখের বালি। ঘৃণা আছে আমার মনে দৃঢ় হয়ে, তুমিও ওকে বুঝি এতখানি ঘৃণা করনা। এস আমরা দুজনে প্রতিশোধ নেবার জন্যে মিতালি পাতাই। তুমি যদি ওকে প্রতারণা করতে পার, আনন্দ পাবে, আর আমাকেও পরম আনন্দ দেবে। ভবিষ্যতের গহ্বরে এমন অনেক ঘটনা আছে, যা ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে। এখন ঠাণ্ডা হও বন্ধু, টাকা আগে ঢাল! কাল আবার কথা হবে। আজ আসি।

সকালে কোথায় দেখা হবে?

আমার বাড়িতে। কিন্তু ডুবে মরার কথা আর মনেও এনো না!

রডারিগো বললে, আমার মত বদলে গেছে। যাই—জায়গাজমি বিক্রি করে টাকা যোগাড় করিগে।

এই বলে সে চলে গেল।

ইয়াগো চক্রান্তকারী—চক্রান্তই তার ব্যসন। সে ওর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—এমনি করেই আমার শিকারের কাছ থেকে আমি টাকা শুষে নেই। স্বার্থ ছাড়া এমন বোকারামের জন্যে সময় নষ্ট করা তো আমার অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির অপব্যয় মাত্র। আর এতেই আমার আনন্দ। ঐ মূরকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে সে বন্ধু মনে করে, তাই তো আমার সুযোগ। ক্যাসিয়ো সুপুরুষ, দেখি বুদ্ধির জোরে তার পদে গিয়ে বসতে পারি কিনা! যাক—সময় আসুক—তখন ওথেলোর মনে তার স্ত্রী আর ক্যাসিয়োকে নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক করাতে পারি কিনা দেখি! ক্যাসিয়ো সুন্দর, সুন্দর তার মুখখানি, সে তো নারীর সতীত্ব নষ্ট করতে পারেই। আর ঐ মূর উদার, হৃদয় তার সন্দেহ কি জানে না—মানুষের বাইরের রূপ দেখে তাকে সৎ বলে ভাবে। ওকে তো গাধার মত সহজেই চালানো যাবে। মনে মনে ফন্দির একটা আদ্রা ছকেছি। এরই মধ্যে তার ভ্রূণ জন্ম নিয়েছে। এবার পাপ আর রাত্রির এই গোপনতা এই সর্বনাশা সম্ভবকে দুনিয়ায় এনে ছেড়ে দেবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

ঘটনা তো অচল হয়ে থাকে না, ঘটনা চলে বিসর্পিল গতিতে—এঁকেবেঁকে। সাইপ্রাস তুর্ক অভিযানের আসন্নতায় উদগ্রীব—সে ইখানেই যেতে হবে আমাদের। সেই বন্দরে ভিড়বে ওথেলোর জাহাজ, তারই আগে মনের রথে কল্পনার পাখায় ভর করে আমরা চলে যাব সেখানে।

সাইপ্রাস—সাগর-বেষ্টিত দ্বীপ—ভিনিস রাষ্ট্রেরই একটা উপনিবেশ। তবে ভিনিস নগরীর তুল্য ঐশ্বর্য তার নেই, সে অদ্বিতীয়া নয়, কিন্তু সে দ্বিতীয়া। শোষকের চারণভূমি। তার ঐশ্বর্য তার নয় ভিনিসের। কিন্তু এই উপনিবেশের উপরে নজর পড়েছে লুব্ধ তুর্কীদের। তাই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের চোখের ঘুম ছুটে গেছে।

দ্বিতীয় সেলিমান আসছেন অভিযানে। সেই আসন্ন আক্রমণের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত নগরীতে আমরা এলাম।

নগরীর বন্দর। মাস্তুলের অরণ্যে সাগর আর দেখা যায় না। নৌ-বাহিনী সজাগ।

মন্তানো আর দুজন নাগরিককে আমরা দেখতে পেলাম। মন্তানো সাইপ্রাসের বর্তমান শাসনকর্তা, তাঁর কার্যকাল শেষ। ওথেলো এলেই তিনি তাঁর হাতে শাসনভার সঁপে দেবেন।

মন্তানো প্রতীক্ষায় আছেন। তাই সঙ্গীদের বললেন, সমুদ্রে কি কিছু নজরে পড়ছে?

একজন সঙ্গী বললেন,—না কিছু না। সমুদ্র উত্তাল। জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

ঝড় বইছে, আমাদের প্রাকার এমন টলমল কখনো হয়নি, আর একজন সঙ্গী বলে উঠলেন—সমুদ্রে যদি এমনি ঝড় ওঠে, তখন তো উঠবে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ—কোন জাহাজ সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না।

প্রথম সঙ্গী বললেন, এই ঝড়ে তুর্কীর নৌবহর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। এক মুহূর্ত সাগরের তীরে এসে দাঁড়াও, দেখবে উত্তাল তরঙ্গ আকাশে গিয়ে আছড়ে পড়ছে, বিধূনিত সমুদ্রের ফেনশীর্ষ ফণা পৌঁচেছে কালপুরুষের কাছে, ধ্রুবতারার প্রহরীকে সে তো নিবিয়ে দিতে চায়, হার মানাতে চায়। সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের এমন তাণ্ডব তো আগে কখনও দেখিনি!

মন্তানো বললেন, যদি কোন উপসাগরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় না নিয়ে থাকে, তাহলে তুর্কীরা বোধহয় ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন ঝড়কে প্রতিরোধ করবে সে সাধ্য তো তার নেই।

তৃতীয় একজন নাগরিক এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন। তিনি এসেই জানালেন, সংবাদ শুভ। সাইপ্রাসের জয়লাভ হয়েছে। তুর্কী নৌবহর বোধহয় বিধ্বস্ত।

একি সত্য! মন্তানো বলে উঠলেন।

ভেরোনা থেকে এক জাহাজ এসে ভিড়েছে বন্দরে, সেই জাহাজ এনেছে এই সমাচার। ওথেলোর সহকারী ক্যাসিয়ো এসেও পৌঁচেছেন।

মূর এখনো সমুদ্রে—তিনি শাসনকর্তা হয়ে আসছেন। মন্তানো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঈশ্বর করুন, উনি নিরাপদে পৌঁছান! তিনি তো প্রকৃত যোদ্ধা। চলুন, সাগরের তীরে চলুন! বীর ওথেলোর প্রতীক্ষায় আমরা পথ চেয়ে বসে থাকি।

চলুন—তাই যাই—তৃতীয় নাগরিক বললেন—প্রতিমুহূর্ত তো এখন প্রতীক্ষার।

তাঁরা বন্দরের দিকে চলেছেন, এমন সময় সেনাপতি ক্যাসিয়োর

সঙ্গে দেখা। ক্যাসিয়ো তাদের স্বাগত জানালো। মূরের আসার আশায় সাইপ্রাসবাসী উদগ্রীব—এতো আনন্দের বিষয়। কিন্তু উত্তাল সাগরে মূরকে তিনি ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, এখন ঈশ্বরের কৃপায় তিনি নির্বিঘ্নে ফিরে আসুন—এই তার কামনা।

তৃতীয় নাগরিক শুধালেন, জাহাজখানা বেশ পোক্ত তো ?

হাঁ, সুদৃঢ় তার কাঠ, আর ক্যাপ্টেনটিও পাকা লোক। তাই আমার ভরসা, মর মর হলেও শেষ অবধি রক্ষা পাবেন।

দূরে শোনা গেল—ঐ পাল দেখা যাচ্ছে—পাল !

চতুর্থ নাগরিক এসে ঢুকলেন।

ক্যাসিয়ো শুধালেন—কি খবর ?

চতুর্থ নাগরিক জানালেন,—

নগর শূন্য—সবাই এখন সমুদ্রতীরে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁরা দূরে পাল দেখে চিৎকার করছে। তাদের আশার প্রতীক ঐ শুভ পাল এগিয়ে আসছে। তারা জানাচ্ছে তাকে সাদর সম্ভাষণ।

ক্যাসিয়ো বললে, ভদ্র, আপনি গিয়ে দেখুন, সত্যই কি তিনি এলেন !

দ্বিতীয় নাগরিক চলে গেলেন।

মন্তানো ওথেলোর অধীনে কাজ করছেন, কিন্তু তার বিষয়ে কিছুই জানেন না ! তিনি শুধালেন—সেনাপতি কি বিবাহিত ?

হাঁ এক চমৎকার বিবাহ হয়েছে। তিনি এক অনুপমাসুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করেছেন, কবিকুলের বর্ণনার অতীত তিনি, শিল্পীর লেখনী তো তাঁর সে সৌন্দর্যকে রূপ দিতে অক্ষম।

দ্বিতীয় নাগরিক এমন সময় এসে প্রবেশ করলেন। তিনি খবর নিয়ে এসেছেন। কে এক ইয়াগো সেনাপতির পতাকাবাহী হিসেবে এসে বন্দর পৌঁচেছেন।

ক্যাসিয়ো বলে উঠলেন,—ঝড়-উত্তাল সমুদ্র, উচ্চনাদী বাত্যা,

দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, সাগরে নিমজ্জমান শৈল ঐ লোকললামভূতা দেবকন্যার পোতের গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না, তাদের সংহার মূর্তি ত্যাগ করে তারা তো নিরাপদে দেসদিমনাকে পৌঁছে দিয়েছে।

এই দেসদিমনা কে ?

ক্যাসিয়ো উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, আমাদের মহান সেনাপতির সেনাপতি তিনি—ইয়াগো তাকে নিয়ে এসেছেন। হে মহান জেহোভা, তুমি ওথেলোকে রক্ষা কর, তাঁর পালে দাও বায়ুর তরঙ্গ তোমার নিশ্বাসে, যাতে তিনি তাঁর পোতখানি নিয়ে আমাদের উপসাগরে এসে দেসদিমনার আলিঙ্গনে আশ্রয় নিতে পারেন আর আমাদের স্তিমিত উৎসাহে নব প্রাণের সঞ্চার করে সাইপ্রাসের মঙ্গল আনতে পারেন !

ক্যাশিয়োর কথা শেষ না হতেই দেসদিমনা, ইয়াগো, রডারিগো আর ইয়াগো-পত্নী এমিলিয়াকে অনুচর পরিবৃত হয়ে আসতে দেখা গেল।

ক্যাসিয়ো বললেন—দেখ, দেখ, জাহাজের সম্পদ এল তীরে !

সাইপ্রাসবাসী, তোমরা নত জানু হয়ে সম্বর্ধনা কর ঐ মহিলাকে—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন !

দেসদিমনা এই কথা শুনে এগিয়ে এসে বললেন, বীর ক্যাসিয়ো, আমার স্বামীর খবর কিছু পেয়েছেন ?

তিনি তো এখনো এসে পৌঁছাননি। আমি তার কোন খবর জানিনা, শুধু জানি তিনি সুস্থ, শীঘ্রই এখানে আসবেন।

কিন্তু আমি যে উদ্বিগ্ন। কখন তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল ?

আকাশ আর সাগরের তাণ্ডবে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

ঐ দেখুন—পাল—পাল !

নেপথ্যে শোনা গেল জনতার হর্ষধ্বনি—পাল, পাল দেখা যাচ্ছে !

তোপধ্বনি শোনা গেল।

দ্বিতীয় নাগরিক বললেন, ঐ তোপধ্বনি তো হর্ষধ্বনিকে স্বাগত জানাচ্ছে। তাহলে আমাদের কোন বন্ধুই এলেন।

যান—দেখুন গে! ক্যাসিয়ো বললেন। এবার ইয়াগোর দিকে তাকিয়ে বললেন, স্বাগত পতাকাবাহী—স্বাগত পতাকাবাহী-পত্নী। ভদ্র ইয়াগো ও তাঁর পত্নীকেও শিষ্টাচার দেখাচ্ছে ক্যাসিয়ো।

এই বলে নাগরালী করে ক্যাসিয়ো এমিলিয়াকে সশব্দে চুম্বন করলেন।

ইয়াগো এমন শিষ্টাচারে ক্ষুব্ধ। তখনো চুম্বন সহজ হয়ে আসেনি ইউরোপে। তখনো মধ্যযুগের সতীত্বের কড়া অনুশাসন বহাল, তাই ইয়াগো তো ক্ষুব্ধ হবেই। এ নাগরালি সে হজম করতে পারেনি। হয়তো তার সৃষ্টিকর্তা মহাকবিও পারেননি। তাই ইয়াগোর ব্যঙ্গ কবিরই নাগরালির প্রতি ব্যঙ্গ। ইয়াগো বললে, মশায়, উনি আমাকে জিভের যতখানি স্বাদ দেন, আপনাকে ঠোঁটের ততখানি স্বাদ দিলেই তাতে আপনি হাঁফিয়ে উঠবেন।

দেসদিমনা বললেন, উনি বড়ই চুপচাপ।

ইয়াগো ব্যঙ্গে ধুম হয়ে উঠল। সে বললে,—হাঁ, বড়ই চুপচাপ। আমার যখনি ঘুম পায়, তখনি তা টের পাই। ঠাকরুন, আপনাকে জানাই, উনি নীরবেই আমাকে বকাবকি করেন, প্রকাশ্যে নয়!

এমিলিয়া আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বললে, তোমার তো অমন নালিশ করার কিছু নেই।

ইয়াগো রঙ্গচ্ছলে ভর্ৎসনা করে বললে, থাম্ থাম্, বাইরে তোমার ছবিখানি যেন বসবার ঘরে ঘণ্টার মতো মিঠে বুলিদার আর রান্নাঘরে যেন বুনো বেড়াল। যখন ক্ষতি করতে চাও, তখন তো সন্ন্যাসিনী সাজ, আর রাগ হলে তোমাতে আর শয়তানে ফারাক নেই। ঘর-সংসারের কাজে তো কুড়ের বেহদ্দ, কিন্তু বিছানায় গিন্নিপনায় দড়ো।

দেসদিমনা নারীজাতির এ অপমানে একটু বা ক্ষুব্ধা; বললেন, ছিঃ ছিঃ—আপনি নিন্দুক!

ইয়াগো উত্তর দিলে, আমি সত্যি বলছি, নইলে আমাকে তুর্কী

অপবাদ দেবেন। আপনারা বিছানা ছেড়ে উঠে খেয়ালের খেল দেখান, আর বিছানায় শুয়ে আপনাদের যত কাজ।

এমিলিয়া বলে, আমার মরার পরে তোমার উপরে যেন না গুণগান করার ভার পড়ে।

আমি তা চাইও না।

দেসদিমনা শুধালেন, আচ্ছা, আমার গুণগান করতে হলে কি করবেন?

ইয়াগো হাতজোড় করে বললে, ঠাকরুন—ও-ভার আমাকে দেবেন না। খুঁত ধরাই আমার স্বভাব।

বেশ তো সেই চেষ্টাই করে দেখুন—মধুর হাসলেন দেসদিমনা। বন্দরে লোক পাঠান হয়েছে?

হ্যাঁ।

আমার মন ভাল নয়! আমার উদ্বেগ আড়াল করে রাখি আমোদে। দেখি—আপনি আমার কেমন গুণগান করেন। দেসদিমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন। তাঁর স্বামী এখনো ঝটিকা-সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে তাই তাঁর এই বিষণ্ণতা।

ইয়াগো তো চায়—দেসদিমনাকে আঘাত করতে। সে সুযোগ পেলে। বললে, বেশ তাহলে শুরু করলাম। কিন্তু আমার যত সৃষ্টি আটার মত মগজে সেঁটে যাচ্ছে, যদি ছাড়িয়ে আনতে হয়, সে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু আমার সৃষ্টিশক্তি সে মেহন্নৎটুকু করলেন বলেই প্রসব হ'ল। এই সেই প্রসূত জিনিসটি।

নারী যদি হয় সুন্দরী
আর যদি হয় বুদ্ধিমতী
সুন্দর বুদ্ধিতে মিলে
তবে তো সদগতি।

সৌন্দর্য তো উপভোগ্য হবে তখন, যখন সকলের বুদ্ধি দিয়ে সেই ভোগে লাগাবে তাদের।

দেসদিমনা সরলা নন, তিনি সুরসিকা। মন তাঁর নিষ্পাপ, কিন্তু তিনি নারীর ছলাকলা জানেন—অন্তত পুঁথিতে পড়েছেন। এ কিন্তু তাঁর প্রতি কটাক্ষ নয়। এই তো বয়সের ধর্ম। ভিনিসের নাগরিকা না হয়ে তিনি যদি হতেন গ্রাম্য সরলা বালা, আমরা কি তাঁকে গ্রহণ করতে পারতাম নায়িকা বলে? তাছাড়া কাব্য পারঙ্গনা তিনি। তাই রঙ্গ হিসেবেই নারীর প্রতি এই কটাক্ষ তিনি গ্রহণ করে বললেন, —

সাধু, সাধু, কিন্তু যদি নারী হয় কালো আর বুদ্ধিমতী—তখন কি হবে?

ইয়াগোর উত্তর তার জিভের ডগায়, সে অমনি বললে,

যদি হয় কালো
আর বুদ্ধিতে আলো
খুঁজে পেতে আনবে ধলো
কালায় ধলায় জুটি মিলবে ভালো।

দেসদিমনা হেসে বললেন, নিন্দে তো বেড়েই চলল।

এমিলিয়া শুধালে, যদি রূপসী: নির্বোধ হয় তখন কি হবে?

ইয়াগো আড়চোখে দেসদিমনার দিকে তাকিয়ে বললে,

সুন্দরী তো হয় না নির্বোধ
যদি বা হয় হলো
সেটুকু পুরিয়ে নেয়
দেখে বংশধরের মুখখানি ভাল।

দেসদিমনা এতক্ষণ রঙ্গরসে মসগুল ছিলেন, এবার বুঝলেন—রঙ্গের নীচে আছে বিদ্রূপের হুল। তাই তিনি বললেন, এগুলো শুঁড়িখানার নির্বোধদের হাসাবার পুরোনো হেঁয়ালি। আচ্ছা, মশাইতো অনেক বললেন, এবার বলুন তো কুশ্রী আর বুদ্ধিহীনা হলে তার কি দশা?

ইয়াগো ছড়া কাটলেন,—

রূপ আর বুদ্ধিহীনা কেউ কি এমন হয়।

যার কুকীর্তি শ্রীময়ী আর ধী-ময়ীর সমান নয়?

দেসদিমনা এবার বলে উঠলেন—ভদ্র, আপনার এই প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতার জন্য আমার দুঃখ হয়। আপনি হীনতম প্রশস্তি গাইছেন! কিন্তু যিনি প্রকৃতই গুণী, স্বয়ং হিংসাও যার কুৎসাকীর্তন করতে পারে না, এমন নারী সম্বন্ধে আপনার কি কোন প্রশস্তি আছে?

ইয়াগো এতেও টলে না, বরং এ তার এক খেলা।

সে বললে—,

যিনি রূপসী, গর্ব নাই,
করতে পারেন, তবু করেন না বড়াই
ধন আছে, তবু সাদাসিধে সাজ করে
উপায় আছে, তবু প্রতিশোধ স্পৃহা চেপে রাখে
যদিও প্রতিশোধের উপায় হাতের কাছেই থাকে।
সেই তো রূপসী, বুদ্ধিতে দড়ো
প্রভেদ বোঝেন—কোথায় ল্যাজা, কোথায় মুড়ো।
মনের কথা মনে রাখে
কখনো বলে না কা'কে
ভক্তরা পিছে ধাওয়া করে
কারো দিকে তাকান না ফিরে।
এমন যদি থাকেন কোন সুন্দরী
তিনি হলেন সত্যিকার ওজনেতে ভারী।

দেসদিমনা এহেন সুন্দরীর পরিচয় পেয়ে শুধালেন, এই সুন্দরী কি করতে পারেন?

পারেন শিশু পালতে আর ঘর-সাংসারের খুঁটিনাটি হিসেব রাখতে

দেসদিমনা বললেন, এমন তো দেখিনি—এ যে বিশ্রী উপসংহার!

এমিলিয়া, .উনি তোমার স্বামী হলেও ওঁর কথা শুনো না। আপনি কি বলেন সিনর ক্যাসিয়ো? উনি কি একজন বাজে উপদেষ্টা নন?

ক্যাসিয়ো বললেন, ভদ্রে! উনি এমনি বলেন! উনি যতখানি সৈনিক, ততখানি পুঁথি-পড়ুয়া নন।

ইয়াগো ক্যাসিয়োর সঙ্গে দেসদিমনাকে আলাপ করতে দেখে ভাবলে, এইবার ঐ ক্যাসিয়ো ওর হাত ধরল বলে। কানে কানে গুজগুজ ফুস ফুস শুরু হয়েছে। কর, যত খুশী কর! এই ছোট্ট জালেই ক্যাসিয়োর মতো বড় মাছ ধরা পড়বে। হাসো, হাসো! তোমাকে তোমার নিজের এই নাগরালিতেই বেঁধে ফেলব। জানতে যদি—ঐ তিন আঙুলে চুমু খাওয়ায় তোমার সেনাপতিত্ব ঘুচবে, তাহলে তো অমনটি করতে না, আর এমন কায়দা-দুরস্ত ভদ্রলোকও হতে না! বেশ—বেশ—চুমু তো ভালই খেলে! চমৎকার ভদ্রতা হ'ল। ঠোঁট তো নয়, যেন পিচকারী!

দামামা বেজে উঠল।

ইয়াগো বলে উঠল—ঐ সেনাপতি আসছেন। আমি ঐ দামামা নির্ঘোষ চিনি।

ক্যাসিয়ো বললে—হাঁ, তিনিই!

চলুন আমরা তাকে গিয়ে সম্বর্ধনা জানাই! দেসদিমনা উতলা।

ওঁরা অগ্রসর হবেন, এমন সময় ওথেলো অনুচর পরিবৃত হয়ে প্রবেশ করলেন।

ওথেলোর কাছে ছুটে গেলেন দেসদিমনা! ওথেলো তাঁর হাত দু'টি ধরে বললেন,

আমার বীরাঙ্গনা, আমার প্রিয়া—আমার সুন্দরী প্রিয়া!

দেসদিমনা হাসলেন, বললেন—এই কি আমার প্রিয়তম ওথেলো!

ওথেলো বললেন,—আমার আগে তুমি এসেছ, সেই তো আমার পরম বিস্ময় আর আনন্দ! তুমি আমার আত্মার আনন্দ! যদি প্রতি ঝটিকার পরেই এমনি শান্তি আসে, তাহলে বয়ে যাক না ঝটিকা, মৃত্যুর তাণ্ডব তুলুক না—অর্ণবপোত হেলুক—দুলুক পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গে, এমন ক্ষণে মরণেও সুখ। মরণ যদি আসে এই আনন্দ স্বপ্নে আসুক না! আমার হৃদয় তো আনন্দে পূর্ণ, অজানা ভবিষ্যৎ তো পারবে না সে আনন্দ নির্বাপিত করে দিতে!

দেসদিমনা মিলনের এই লগ্নে ঐ আশংকার কথা শুনতে চান না। তিনি বলে উঠলেন—না, না—দেবতা না করুন স্বামী, অমন যেন না হয়! আমাদের ভালবাসা আর সুখ যেন দিন দিন বাড়ে।

দেবতারা তাই করুন! ওথেলো বলে উঠলেন। আমার তো পরিপূর্ণ সুখ, এ সুখে রুদ্ধশ্বাস আমি—সইতে তো পারছি না। আমার এই চুম্বন—শুধু এই চুম্বন সেখানে কলহের সৃষ্টি করুক! তিনি দেসদিমনাকে চুমু খেলেন। শুধু আমাদের আত্মা বিচ্ছিন্ন করে দিক ঐ চুম্বনে!

ইয়াগো প্রেমের এই মাধুর্য বোঝে না। কখনো আস্বাদ পায়নি। ক'জনেই বা পেয়েছে এই গভীর প্রেমের স্বাদ—হৃদয়কে ক'জনেই বা উৎসারিত করে দিতে পেরেছে এমনি করে। তার উপরে সে চক্রী—চক্রান্তই তার বাসনা, নিজের জীবনও এই চক্রান্তজালেই আবদ্ধ। সে শিকারী, আবার শীকারও! তাই এই পবিত্র চুম্বনে তার ঈর্ষা। সে আপন মনে ভাবলে,

এখন তো তারে-তারে ঝংকার উঠেছে, তাল মিলেছে, কিন্তু আমি আলগা করে দেব ঐ তার। ঠিক তাই করব।

ওথেলোর সম্ভাষণের পালা শেষ, এবার বললেন, চল, দুর্গের দিকে যাই। আমাদের লড়াই ফতে! তুর্কীরা বিধ্বস্ত। আমার দ্বীপের পূর্বপরিচিতরা কেমন আছেন? ওগো আমার মধু প্রিয়া, সাইপ্রাস তোমাকে কামনা করছে। আমি তো এখানে তাদের

ভালবাসা পেয়েছি। ওগো প্রিয়া, আমি সুখী বলেই বাজে বকছি, বোকা বনছি। ইয়াগো, বন্দরে যাও, তোমরা লট-বহর নামাও! জাহাজের অধ্যক্ষকে নিয়ে এস গিয়ে। দেসদিমনা, চল যাই। সকলের দিকে চেয়ে বললেন, আবার আপনাদের সম্ভাষণ জানাই—আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হল!

ওথেলো দেসদিমনাকে নিয়ে অনুচরবর্গসহ চলে গেলেন। রইল রডারিগো আর ইয়াগো।

ইয়াগো রডারিগোকে বললে, আমার সঙ্গে বন্দরে দেখা ক'রো। আর শোনো, তোমার প্রেমিকা দেসদিমনা তো ঐ ক্যাসিয়োর প্রেমে পড়েছেন।

না, না, তা অসম্ভব!

ইয়াগো তর্জনী ঠোঁটের উপর রেখে বললে, এমনি করে কানে আঙুল দিয়ে থাক, শুধু আমার কথা শুনে যাও। প্রথমেই দেখ কত প্রচণ্ডভাবেই না ঐ মূরকে তিনি ভালবেসেছিলেন, আর সে তো মূরের গর্ব আর আষাঢ়ে সব গল্প শুনে—এখনো কি ঐ গল্প শুনেই ভালবাসা টিকবে নাকি? তোমার একটু বুদ্ধি থাকলে বুঝতে, তা সম্ভব নয়! ঐ শয়তানের দিকে তাকিয়ে তিনি কি আনন্দটা পাবেন বল তো? কামনা যখন বাড়াবাড়িতে উপে যায়, তাকে আবার জ্বালাতে গেলে বা নতুন খিদেয় চাঙা করতে গেলে সুন্দর চেহারা চাই, বয়সের সমতা চাই--ভাবের সমতা চাই—মূরের তো সেইগুলিরই অভাব। এসবের অভাবে সুন্দরী তো তখন তার যৌবন আর কামনা নিঃশেষ হয়ে গেল বলেই ভাববেন। মূরকে ঘৃণা করবেন! আর তাঁর স্বভাবই হবে তাঁর চালক—দোসরা প্রেমিক পছন্দ করতে হবে। এখন দোসরা প্রেমিকটি কে হবেন—ক্যাসিয়ো ছাড়া আর কে? লোকটা উচ্ছৃঙ্খল, ধূর্ত অথচ ভদ্রতায় আর ব্যবহারে চৌকোস। ও ছাড়া আর কে সুযোগ পাবে? সুযোগ না থাকলেও

সে করে নেবে। ও তো শয়তান। তার উপরে সুপুরুষ, তরুণ—অনভিজ্ঞ, নির্বোধ মেয়েকে ভোলাবার যতগুলো উপকরণ দরকার, সব তার আছে।

রডারিগো বললে—না, আমি তা বিশ্বাস করিনা। উনি, অপাপবিদ্ধা, উনি সতী!

সতীত্ব রেখে দাও—অন্যের সঙ্গে তার তফাতটা কি! অন্যেও মদ খায়, তিনিও খান, যদি সতীপনাই থাকত, ঐ মূরটাকে ভালবাসতেন না। দেখনি, ক্যাসিয়োর হাতখানা নিয়ে কেমন করছিল!

হাঁ, দেখেছি। কিন্তু সে তো ভদ্রতা।

ভদ্রতা না কামুকতা। ঐটেই ভবিষ্যতের কামের ইতিহাসের সূচীপত্র আর অস্পষ্ট প্রস্তাবনা! অতো কাছে ছিল ওরা, ওদের ঠোঁট না মিশুক, নিঃশ্বাস তো মিশে গেছে। এইতো পাপের শুরু। এই সৌজন্যের পারস্পরিক বিনিময়ই তো ব্যাভিচারের পথে নিয়ে যায়। বন্ধু, আমার কথা শুনে চল। ভিনিস থেকে তোমাকে নিয়ে এলাম, আজ রাতে সজাগ থেকে পাহারা দেবে। ক্যাসিয়ো তোমাকে চেনে না। আমি কাছেই থাকব। ক্যাসিয়োকে জুটিয়ে দিও—দেখবে সুযোগ আসবে।

বেশ, আমি তাই করব—রডারিগো রাজী হলো।

আচ্ছা, তাহলে এসো!

রডারিগো চলে গেল।

ইয়াগো পায়চারী করতে লাগল। বীজ সে পুঁতেছে, ষড়যন্ত্রের জাল সে পেতেছে। কিন্তু পাপ মনে তবু জাগে বিবেকবোধ। সে খুঁজতে চায় কারণ। কেন—কেন এই চক্রান্ত? চক্রান্তের কারণ সে খুঁজে বার করলে; ক্যাসিয়ো নিশ্চয়ই ভালবাসে দেসদিমনাকে—দেসদিমনাও ভালবাসে। মূরকে আমি সইতে পারি

না—কিন্তু তবু সে বিশ্বস্ত প্রেমিক, উদার তার হৃদয়। সে হবে দেসদিমনার যোগ্য স্বামী। আমিও দেসদিমনাকে ভালবাসি—কামনা যে নেই তা নয়, তবু পুরোপুরি সে তো কামনা নয়! আমি চাই প্রতিশোধ—আমার সন্দেহ—ঐ কামুক মূর আমার শয্যা কলঙ্কিত করেছে। বিষাক্ত ধাতুর মতো সে কুরে কুরে খাবে আমার মন—আমি যে পর্যন্ত না শোধ তুলতে পারি—স্ত্রীর বদলে স্ত্রী না নিতে পারি—ততদিন পর্যন্ত তো আত্মা শান্তি পাবে না। আর তা না পারলে মূরকে ঈর্ষান্বিত করে তুলতে হবে, তীব্র ঈর্ষা সৃষ্টি করতে হবে—যুক্তিও তাকে আরাম করতে পারবে না। তাই তো আছে ঐ রডারিগো।—আমাদের মাইকেল ক্যাসিয়োকে জড়িয়ে ফেলতে হবে—মূরের কাছে যাচ্ছেতাই ওর নামে বলতে হবে। আমার স্ত্রীর প্রেমিক হিসেবে ওকেও আমার সন্দেহ। আর মূর তাঁর জন্যে আমাকে ভালবাসবে, ধন্যবাদ দেবে। তার শান্তি নষ্ট হবে, সে হবে উন্মাদ। ছক আমার মগজে আছে, এখনো বিস্তারিত ছক হয়নি। কিভাবে ছক তৈরী হবে—কাজে না নামলে বোঝা যাবে না।

ইয়াগো ভাবতে ভাবতে চলে গেল।

ইয়াগোর মগজে এখনো ছক—এখনো জাল পাতা হয় নি! কিন্তু সে বুঝেছে এই জালে পড়বে ওথেলো, দেসদিমনা, ক্যাসিয়ো। রডারিগো হবে টোপ। কিন্তু ওর কেন এই অভিসন্ধি? সে মূরকে সন্দেহ করে—তার স্ত্রীর প্রেমিক ঐ মূর। স্ত্রীর বদলে সে চায় স্ত্রীকে—এমিলিয়ার বদলে দেসদিমনাকে। কামনা তাঁর আছে, কিন্তু সে কামনা তো পূর্ণ হবে না। তাই সে এমনি করেই প্রতিশোধ নেবে। ক্যাসিয়োও তার স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত—এই তার সন্দেহ। সে তাকেও জালে ফেলবে। এমনি করে সে প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু এই যে অভিসন্ধির সন্ধান—চক্রী ইয়াগো—একি

তোমার উচিত? এই যুক্তিগুলি কি খোপে টেঁকে? না, তা তো টেঁকে না। তবে কেন করছ?

কেন? ইয়াগো কেন?

এই চক্রান্তের জালে তুমিও তো জড়িয়ে পড়তে পার, তোমারও তো সর্বনাশ হতে পারে?

ইয়াগো—তবে একি তোমার দেসদিমনার প্রতি অবদমিত কামনার কুৎসিত প্রকাশ—এই যুক্তিহীন অভিসন্ধি কি তারই ফল?

আমরা জানি ইয়াগো—আমরা মোহবিচ্যুত যুগে জন্মগ্রহণ করেছি। আমরা মনের গহনকে বিজ্ঞানের রঞ্জনরশ্মি দিয়ে আবিষ্কার করেছি।

আমরা জানি—তুমি দেসদিমনাকে ভালবাস।

কিন্তু সে ভালবাসা অচরিতার্থ হবে জেনেই তোমার কামনা অবদমিত হয়ে আছে। তুমি সেই কামনাকে রূপ দিচ্ছ চক্রান্তের জালে। সেই তো তার নির্গমের পথ। কিন্তু এই নির্গমের পথ কেন বেছে নিলে?

তুমি না দেসদিমনাকে ভালবাস, মূরের মহত্ত্ব না তোমাকে মুগ্ধ করে?

তবে কি কৃষ্ণকায় আর শ্বেতাঙ্গিনীর মিলন এতে জাতিগত ঘৃণার অনুপান জুগিয়েছে?

কি জানি ইয়াগো!

দেখি—তোমার ষড়যন্ত্র জালের বিস্তার—দেখি!

॥ দুই ॥

সাইপ্রাসের বন্দর থেকে আমরা এলাম নগরে। নগরের পথে চলেছে ঘোষক, হাতে তার ঘোষণাপত্র, সঙ্গে দামামাবাদক। জনতা তার পিছনে।

নগরীর শাসনকর্তা বীর ওথেলো জানাচ্ছেন পুরবাসীকে—তুর্ক নৌবহর বিধ্বস্ত, আজ তাই উৎসবের দিন। যে যেমন খুশী আনন্দ করুক। এছাড়াও এ তাঁর বিবাহের উৎসব। প্রাসাদদুর্গের দ্বার অবারিত—পাঁচটা থেকে এগারোটা অবধি সেখানে চলবে ভোজনপর্ব।

ঘোষণা শেষ। দামামা বেজে উঠল। ঘোষক আবার পথে চলল। সঙ্গে সঙ্গে জনতাও মিলিয়ে গেল।

॥ তিন ॥

দামামার রেশ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল। সাইপ্রাসের পথে পথে বাজছে দামামা। আমরা তো শুনতে পাচ্ছি না। আমরা তাই এলাম প্রাসাদদুর্গের হলঘরে। দেখি উৎসবমুখর পুরীতে কি করছেন নব-বিবাহিত দম্পতি—ওথেলো আর দেসদিমনা।

হলঘরে ওথেলো, দেসদিমনা আর ক্যাসিয়ো আছেন। আর আছে অনুচরেরা। ওথেলো ক্যাসিয়োকে সাবধান করে দিলেন, দেখো ক্যাসিয়ো, সজাগ থেকো। এই আনন্দ উৎসবের বিহ্বলতায় আমরা যেন আমাদের বুদ্ধি না হারিয়ে ফেলি।

ইয়াগোর উপর নির্দেশ দিয়েছি, ক্যাসিয়ো বললেন। আমি নিজেও সজাগ থাকব।

ঠিক আছে। আচ্ছা এসো। কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে। চল প্রিয়া—দেসদিমনার দিকে তাকিয়ে ওথেলো বললেন, চল, তোমাকে জিনে নিয়েছি, এখনো তো ফল বাকি—এখনোতো বাকি ভালোবাসার অনুষ্ঠান।

ওথেলো আর দেসদিমনা চলে গেলেন, ক্যাসিয়ো একা, এমন সময় ইয়াগো এসে ঢুকল।

ক্যাসিয়ো তাকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আজ রাতে সজাগ পাহারা দিতে হবে।

এখনো সময় হয়নি, ইয়াগো হেসে উত্তর দিলে। এখনো দশটা বাজেনি। আমাদের সেনাপতি সাহেব আমাদের বিদায় দিয়ে এখন দেসদিমনার প্রেমে মশগুল হয়ে থাকতে চান। তাই তাকে দোষী করবেন। এখনো প্রেমের আসল আচার শেষ হয়নি—আহা দেসদিমনা তো দেবভোগ্যা!

হাঁ, তিনি অনুপমা—ক্যাসিয়ো মন্তব্য করল।

ইয়াগো মন্তব্য করলে, আর নিশ্চয়ই প্রেমের খেলায়ও দড়ো।

আহা, কি দুটি চোখ! আমার তো মনে হয় কামনাময়ী দুটি চোখ। শুধু আহ্বানই জানায়—ইয়াগো বললে।

—ক্যাসিয়ো উত্তর দিলে,

হাঁ, আহ্বান জানায় বটে, কিন্তু বড় বিনত, বড় নিষ্পাপ।

ইয়াগো চায় উত্তেজিত করে তুলতে, তাই বললে—যখন কথা বলেন, ভালবাসার সে কি আহ্বান নয়?

হাঁ, তিনি অতুলনীয়া।

ইয়াগো এবার ভাবলে, ওষুধ ধরেছে তাই সে বললে, আসুন সহকারী—আমি এক বোতল মদ পেয়েছি। আর আছেন সাইপ্রাসের বীর তরুণেরা, আসুন আমরা ঐ কৃষ্ণকায় ওথেলোর স্বাস্থ্য পান করি।

না, ইয়াগো আজ নয়। মদ আমার সয় না। তার চেয়ে অন্য আমোদ করব।

কিন্তু বন্ধুরা বসে আছেন। এক পাত্র পান করবেন। আমি আপনার পানের প্রতিনিধি হব। আপনাকে পান করতে তেমন হবেনা।

এক পাত্র পান হয়ে গেছে, তাও জল মিশিয়ে। দেখ—তার ফল। আমার এ দুর্বলতা আছে, আর তো আমি পান করতে ভরসা পাইনে।

এটা যে উৎসবের রাত, তা কি ভুলে গেলেন? ওঁরা অপেক্ষায় আছেন।

কোথায় তাঁরা?

দরজায়।

তাঁদের ডেকে আনুন।

বেশ! আনছি। ক্যাসিয়ো চলে গেল।

ইয়াগো বললে, আর এক পাত্র খাওয়াতে পারলেই কাম ফতে। ও তখন বেলেল্লা হয়ে উঠবে। ঐ সাইপ্রাসের মাতালদের ভিতরে নিয়ে গিয়ে ওকে আমি ছেড়ে দেব। এমন কাজ করাব ওকে দিয়ে, যাতে সারা সাইপ্রাসের মানুষ স্তব্ধ হয়। ঐ ওরা আসছে। আমার কামনা যদি সফল হয়, তাহলে পাল তুলে চলবে কামনার নাও।

মন্তানো এবং অন্যান্য নাগরিকসহ ক্যাসিয়ো প্রবেশ করলেন। সঙ্গে অনুচরগণ সুরাপাত্র নিয়ে এল।

ক্যাসিয়ো বললে—উঃ বড় বেশি হয়ে গেল!

মন্তানো উত্তর দিলেন, কি বাজে বকছেন, তেমন বেশি কিছু তো নয়!

ইয়াগো বলে উঠল, আন্—সুরা আন্। তারপরে খেয়ে বুঁদ হই, গান জুড়ে দিই।

গান জুড়ে দিলে ইয়াগো—

টুং টুং টুং
পেয়ালা ভরে লও।
সৈনিক তো মানুষ
জীবন তো ক্ষণিক
তাই সৈনিক—পীও—পীও
আরো আনো—আরো আনো!

বাহবা চমৎকার গান! ক্যাসিয়ো বলে উঠল।

ইংলণ্ডে শিখেছি, সেখানো সবাই পাঁড় মাতাল, তোমাদের দিনেমারই বল, আর জার্মানই বল, আর ডাচ্ ই বল, নাদাপেটা হলেও ওরা ইংরেজদের মত টানতে পারে না।

ক্যাসিয়ো শুধালেন, তোমার ইংরেজরা কি সুরাপানে এমনি ওস্তাদ ?

ইয়াগো জবাব দিলে, তোমার দিনেমারের সে আক্কেল গুড়ুম করে দিতে পারে।

জার্মানকে তো এক তুড়ি মেরে হারিয়ে দেবে, আর ওলন্দাজ তো হু'নম্বর পাণ্ডর তার সঙ্গে পান করতে করতে বমি করে ফেলবে।

ক্যাসিয়ো বললেন, ওকথা থাক! এস আমরা জেনারেলের স্বাস্থ্যপান করি!

স্বাস্থ্যপান চললো। পাত্রের পর পাত্র পান করছে সবাই। শূন্য পাত্র গড়াগড়ি যাচ্ছে।

আবার গান ধরল ইয়াগো,

ইংলণ্ড, মধুর ইংলণ্ড
আহা সেখানকার জমিদার
ষ্টিফেন নাম আর রাজা খেতাব তার।
দরজিকে ধমকান রাজামশাই
হু' হু পেন্স নিয়েছে বেশি
আহা হু'টি পেন্স!
তিনি মহামানী রাজা
আর তুমি তো নীচস্য নীচ
এই দেমাকেই তো গেল রাজ্য ছারখার।
কিন্তু তুমি নীচ, নীচুতলায় তোমার বাস
পুরানো জোব্বাই তো তোমার ভাল
আহা—ইংলণ্ড—আহা মরি মরি
ঢালো, সরাব ঢালো, ঝাড়ি ঝাড়ি।

বহুৎ আচ্ছা—আচ্ছা গান! ক্যাসিয়ো মদের ঝোঁকে বলে উঠলেন।

আবার শুনবেন না কি?

ক্যাসিয়ো শুনতে রাজি নন। তিনি মনে করেন, দুবার যে একই গান শুনতে চায়, সে একেবারে নালায়েক। আর ঈশ্বর তো সবার উপরে। তাঁর মরজিতে কেউ তরে যায়, কেউ তরে না।

ঠিক বাত্—ইয়াগো বলে উঠল।

আমি তরে যেতে চাই।

আমিও।

কিন্তু আমার আগে নয়, আগে সহকারী সেনাপতি, তবে তো পতাকাবাহী। থাক ও কথা—এখন আসুন, আমাদের কাজ আমরা করি। মশাইরা, আমাকে মাতাল ভাববেন না—আমি অনেক খেতে পারি, কিন্তু বুলি আমার বেঠিক হয় না।

বেশ, বেশ! ক্যাসিয়োর কথা শুনে সবাই বলে উঠলেন।

বেশ, বেশ! আমাকে মাতাল ভাববেন না!

ক্যাসিয়ো টলতে-টলতে চলে গেলেন।

ইয়াগো এবার তাঁর দিকে তাকিয়ে সবাইকে বললে, ঐ মাতালটিকে দেখে রাখুন! উনি সীজারের সমান বীর, আবার যে কোন সৈনিকের মতো হুকুমদারও বটেন! কিন্তু যত ওঁর গুণ তত দোষ—এই যা আপশোস। ঐ ক্ষণিকের দুর্বলতায় উনি হয়ত সেনাপতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে বসবেন।

উনি কি সব সময়েই এমনি? মন্তানো শুধালেন।

ঘুমোবার এইটিই প্রস্তাবনা—মদ দিয়ে ঘুম না পাড়ালে উনি চব্বিশটি ঘণ্টা সজাগ থাকবেন।

মন্তানো বললেন, তাহলে তো সেনাপতির কাছে কথাটা বলতে হয়। উনি হয়ত জানেন না, নয়তো ওঁর গুণে দোষ ভুলে গেছেন। তাই কি?

রডারিগো এসে ঢুকতেই ইয়াগো তাকে ফিসফিসিয়ে বললে, তুমি যাও, ক্যাসিয়োর পেছু পেছু ছোট!

রডারিগো ছুটে চলে গেল।

মন্তানো বললেন, সেনাপতি ওথেলোর ওঁকে এই সহকারীর দায়িত্ব দেওয়া উচিত হয়নি—যার দুর্বলতা এমন বদ্ধমূল—তাকে তো একাজ দেওয়া চলে না। মূরকে একথা বলাই ঠিক।

কে একথা বলতে যাবে? ইয়াগো জিব কেটে বললে। আমি তো সারা দ্বীপটি পেলেও তা করব না। আমি ওঁকে ভালবাসি, ওঁর এই দোষ শুধরে দিতে চাই।

এমস সময় তার কথায় ছেদ টেনে দিয়ে চীৎকার উঠল—বাঁচাও—বাঁচাও!

ক্যাসিয়ো রডারিগোকে তাড়িয়ে নিয়ে এসে ঢুকলেন। ওরে পাজী! ওরে পাজী!

কি ব্যাপার? মন্তানো শুধালেন।

ও আমাকে কর্তব্য শেখাতে চায়। ঐ পাজীকে আমি বোতল বানিয়ে ছাড়ব।

পার তো কর!

কি বললি! তাকে আঘাত করলো ক্যাসিয়ো। মন্তানো তাঁকে বাধা দিলেন।

আমাকে ছেড়ে দিন মশাই! হাত ছাড়াতে চেষ্টা করলেন ক্যাসিয়ো।

মন্তানো বললেন, আপনি মাতাল হয়েছেন!

কি—আমি মাতাল!

দু'জনে শুরু হল লড়াই।

ইয়াগো এই সুযোগে রডারিগোকে পালাতে বললে। সে ছুটে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলুক—বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে। রডারিগো চলে গেল।

লড়াই তখনো চলছে।

এদিকে ঢং ঢং করে বেজে উঠল নগরের ঘণ্টা। চারিদিকে বিপদের আহ্বান।

ইয়াগো আনন্দে অধীর। সে দেখছে লড়াই—উত্তেজিত করছে ক্যাসিয়াকে। এমন সময় ওথেলো এসে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে অনুচরবর্গ।

যুদ্ধ দেখে বিস্মিত ওথেলো। চিৎকার করে উঠলেন—এ কি ব্যাপার?

মন্তানো যুদ্ধে পরাজিত, রক্তাক্ত তাঁর দেহ, তিনি ধুঁকতে ধুঁকতে বললেন, উঃ রক্ত ঝরছে, সাংঘাতিক আঘাত—বলতে বলতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

ওথেলো চিৎকার করে উঠলেন— ক্ষান্ত হও!

ইয়াগো এবার সুযোগ পেয়ে বললে, আরে থামুন, থামুন! ক্ষান্ত হন! কি লজ্জা!

ওথেলো মর্মাহত। তিনি জানতে চাইলেন, কি করে এই বিবাদ সৃষ্টি হ'ল, কি করে সুসভ্য দুই মানুষ বর্বর তুর্কে পরিণত হল। ছিঃ ছিঃ!

দূর থেকে ভেসে এলো ঘণ্টার শব্দ। ওথেলো ঘণ্টাধ্বনি শুনে ইয়াগোকে বললেন—এখুনি জেগে উঠবে সাইপ্রাসবাসী। কি ব্যাপার বল তো ইয়াগো!

ইয়াগো জানালে—সে এক আশ্চয ব্যাপার। দু'জনের হলাহলি গলাগলি ভাব, আব চোখের নিমেষে একেবারে তলোয়াব খুলে যুদ্ধ।

ওথেলো ক্যাসিয়োকে ভর্ৎসনা কবলেন। ক্যাসিয়ো মার্জনা চাইলেন, মন্তানোকে তিরস্কার করলেন। কিন্তু মন্তানো জানালেন, তিনি আত্মরক্ষা করছেন মাত্র। এই তাঁর অপরাধ।

ওথেলো উত্তেজিত। তিনি বললেন, আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে, শোণিত আমার উত্তপ্ত, বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন। আমাকে জবাব দাও, কি করে শুরু হল এই বিবাদ, কার প্ররোচনায় হল, কে দোষী?— সে যদি আমার যমজ ভাইও হয়, তাহলেও শাস্তি পাবে। একি অসম্ভব কথা- এখনো নগরীতে যুদ্ধের বিভীষিকা—আর এখানে এই ব্যক্তিগত বিবাদ! ইয়াগো, বল, বল—কে দোষী?

ইয়াগো চক্রী, সে তো এই-ই চায়। সে আদ্যোপান্ত ঘটনা বলে গেল। দুপক্ষের উপরেই দোষ চাপালে। ক্যাসিয়ো মন্তানোকে চটিয়ে দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মন্তানোর অপমানটা একটু মাত্রায় বেশি হয়ে গেল। সেটা হজম করা শক্ত। ক্যাসিয়োর উপরই সে পক্ষপাত দেখালে, কিন্তু খুশী হলেন না ওথেলো। তিনি বললেন—ইয়াগো, ক্যাসিয়োকে তুমি ভালবাস—তাই ব্যাপারটা এমন হালকা করে বললে। ক্যাসিয়ো, তোমার প্রতি আমার ভালবাসা আছে, কিন্তু আজ থেকে তুমি আর আমার সহকারী নও।

দেসদিমনা এমন সময় অনুচরী পরিবৃতা হয়ে প্রবেশ করলেন :

ওথেলো সবাইকে বললেন, দেখুন আপনাদের গণ্ডগোলে দেসদিমনা জেগে উঠেছেন!

দেসদিমনা সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছেন, তিনি শুধালেন, কি ব্যাপার?

ও কিছু না। চল, চল, শুতে চল! পত্নীর হাত ধরলেন ওথেলো। তারপর মন্তানোর দিকে তাকিয়ে বললেন, বৈদ্যের মতোই আপনার ক্ষতস্থান আমি পরীক্ষা করব। ইয়াগো, সজাগ রাখবে দৃষ্টি! চল দেসদিমনা? এই তো সৈনিকের জীবন। সুখের নিদ্রা তার সংঘাতের ঝন্‌ঝনায় ভেঙ্গে যায়, বারে বারে ভেঙ্গে যায়।

ওথেলো দেসদিমনাকে নিয়ে চলে গেলেন। আর সবাইও আর রইলেন না। শুধু এখন ক্যাসিয়ো আর ইয়াগো।

ইয়াগো জিজ্ঞেস করলে, কিগো, সহকারী মশাই কি আহত?

হাঁ, এ ক্ষত আর আরাম হবে না, ক্যাসিয়ো গম্ভীর স্বরে জানালেন।

আহা—ঈশ্বর না করুন!

সুনাম গেছে—আমার দেবত্ব গেছে, রয়ে গেল শুধু পশুত্ব। ইয়াগো, ইয়াগো, আমার সুনাম গেছে!

ইয়াগো একটু বক্র হেসে বললে, আমার মনে হয়েছিল চরম আঘাত বুঝি পেয়েছেন। সুনামের চেয়ে দেহের জখমটা বেশি কিনা! সুনাম হচ্ছে একটা বাজে ধারণা মাত্র—গুণ না থাকলেও সুনাম মেলে, আবার বিনে দোষে খোয়াও যায়। কি মানুষ আপনি! সেনাপতির আবার প্রিয়পাত্র হতে পারবেন। এখন রাগে আপনাকে বরখাস্ত করেছেন, এটা নীতিগত চালও, রাগ তত নয়। সিংহকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্যে মানুষ তো নিজের নির্দোষ কুকুরটাকে পেটায়। আবার ধরাধরি করুন, তিনি আপনার হবেন।

ক্যাসিয়ো সৈনিক, সাংসারিক জ্ঞানে কাণা, তিনি বললেন—আমি বরং তাঁকে সব কথা বলব—আমার অমন সেনাপতিকে আমি প্রতারণা করেছি। হায় সুরা, তোমার কি অদৃশ্য শক্তি! তোমাকে আমি শয়তানই বলব—তোমার তো অন্য যোগ্য নাম নেই।

ইয়াগো বললে, তলোয়ার নিয়ে কাকে তাড়া করেছিলেন। সে কি করেছিল?

জানি না।

সে কি?

অনেক কিছু মনে পড়েছে, কিন্তু সবই অস্পষ্ট, সব কিছু মিলে আমাদের তো তরুণ পশু করে তুলেছিল।

এখন তো অসুস্থ আছেন, কি করে নেশা কাটল?

সুরা শয়তান গেছে, তার ঠাঁই জুড়ে বসেছে ক্রোধ শয়তান।

আপনি বড় গোড়া নীতিবাদী, আসুন, নিজের ভালাই তো দেখতে হবে।

ক্যাসিয়ো বললেন, নিজের পদ ফিরে চাইলে তিনি আমাকে মাতাল বলে গাল দেবেন। হাইড্রার মত যদি আমার বহু মুখ থাকে, তাহলেও সব নীরব হয়ে যাবে।

ইয়াগো বললে, এমন করে বলবেন না! মাত্রা মতো পান করলে সুরা তো আমাদের বন্ধু। এখন শুনুন বলি, কি করবেন—

আমাদের সেনাপতির স্ত্রীই এখন সেনাপতি। সেনাপতি এখন তাঁর কাছে মন-প্রাণ সঁপে বসে আছেন, তাঁকে গিয়ে ধরুন। সব কথা তাঁকে বলুন? উনি খুব দয়াবতী, অনুরোধ যেটুকু তার চেয়ে উনি বেশিই করবেন। যান, অনুরোধ করুন গে—এতে ওথেলোর ভালবাসা আরো বেশি পাবেন।

পরামর্শটা ভালই মনে হচ্ছে।

আমি হলফ করে বলতে পারি, এই আমার খাঁটি কথা।

আমিও বিশ্বাস করি। সকালে গিয়েই ধরব দেসদিমনাকে, আমার হয়ে সুপারিশ করতে।

বেশ, তাহলে আসুন! আমাকে পাহারা দিতে হবে।

ক্যাসিয়ো চলে গেলেন। ইয়াগো পাদচারণা করতে লাগল। তারপর বলে উঠল—আমি শয়তান একথা কে বলবে? সৎপরামর্শই তো দিলাম। এইভাবেই তো আবার মূরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পারবো। দেসদিমনা তো পঞ্চভূতের মতোই উদার! মূরকে প্রভাবিত করা তো তাঁর পক্ষে সহজ। ওথেলো তো তাঁর ভালবাসার দান। যা-খুশি তাই তিনি করতে পারেন! আমি তাহলে ক্যাসিয়োকে এই পরামর্শ দিয়ে দুর্জন হব কেন? অবশ্য আমার মনস্কামনা সিদ্ধিরও সেই-ই উপায়—কিন্তু তাতে তার ভালই হবে। নরকের দেবতাকে ডাকছি। সবচেয়ে হীনতম পাপও তো দেবত্বের বেশে এসে দেখা দেয়। ঐ মূর্খ দেসদিমনাকে গিয়ে ধরবে, আর তিনি মূরের কাছে ওর হয়ে সুপারিশ করবেন। এর মধ্যে আমি তাকে বিষাক্ত করে তুলব। বোঝাব—দেহের লালসায় দেসদিমনা তাঁকে বাতিল করে দিয়েছেন। আমি দেসদিমনার সতীধর্মকে জঘন্যতম পাপে পরিণত করব। তাঁর সততা দিয়ে আমি গড়ব আমার ফাঁদ। আমার ফাঁদে সবাই পড়বে।

এমন সময় রডারিগো এসে ঢুকলো। সে বুঝতে পারছে, সে বাহুল্য মাত্র। তার টাকাও গেছে। আবার আজ জুটলো বেদম

প্রহার। এখন কিছুটা শিক্ষা পেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা। এই কথা ইয়াগোকে বলতে—ইয়াগো বললে,

ধৈর্য যাদের নেই তারাই নিঃস্ব। ক্ষত যদি শুকোয় তো আস্তে আস্তেই শুকোয়। তুমি তো জান, এসব বুদ্ধির কাজ, ভোজবাজী নয়! বুদ্ধি একটু সময় নেয়। ক্যাসিয়ো তোমাকে পিটিয়েছে, আর ঐ সামান্য মার খেয়ে তুমি ক্যাসিয়োকে বরখাস্ত করালে। রোদে যে গাছ বাড়ুক, যার ফুল ধরবে, তারই ফল পহেলা পাকবে। তাই একটু সবুর। ঐ তো ভোর হয়ে এল। যাও এখন, পরে সব জানবে।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

জাল বোনা হয়ে গেছে, ঊর্ণনাভ বুনছে জাল। সে জালে চারিদিক আচ্ছন্ন। এখন শিকারের আশায় বসে আছে ঊর্ণনাভ। শীকার পড়বেই ধরা। সে জানে—এই তাদের নিয়তি। নিয়তির পুতুলেরা এইবার চলেছে জালের দিকে। প্রথমেই দেখা গেল হতভাগ্য ক্যাসিয়োকে। সে আবেদন জানাতে এসেছে দেসদিমনাকে। প্রাসাদ-দুর্গের সম্মুখে সে বাদকদের নিয়ে এসে হাজির। আবেদন জানাতে হলে চাই সমারোহ, তাই কয়েকজন বাদক তার সঙ্গে। গত রজনীর বিবাহ উৎসবের অঙ্গ-হিসাবেই তারা এসেছে। গত রজনীতে উৎসব শেষ হয়েছিল উচ্ছৃঙ্খল পানোন্মত্ততায়, হানাহানিতে—তাই আজ শান্ত সকালে ক্যাসিয়ো সে উৎসব পূর্ণ করতে চায়। যে শ্বাসরোধী ঘটনার ধারা বেয়ে চলেছে, এ যেন তার মধ্যে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস।

বাদকদল বাজাতে লাগল। সেনাপতির জয়গান শুরু হ'ল। এমন সময় হুকুম-বরদার ভাঁড়মশাই এসে ঢুকলেন। ইনি রাজসভার বিদূষক নন! একে টাচ্‌স্টোনের অভিধা দিলে ভুল হবে। এ একেবারে ভাঁড়—যেমন সার্কাসে আমরা দেখে থাকি। এদের ভাঁড়ামি পেশা, নেশা দুই-ই। এরা একটু স্থূল হয়।

সে এসেই বললে, এ বাজনা কোত্থেকে আমদানী করলে বাপু? এ কি নাপলী মাল? এমন নাকি সুরে বোল ছাড়ছে!

বাদকের দলের সর্দার বললে, কেন মশাই—কি হ'ল?

এগুলো কি ফুঁ দেবার ভেঁপু?

হ্যাঁ, গো হ্যাঁ।

তাহলে এই নাও টাকা, জেনারেল সাহেবের ভারি আনন্দ হয়েছে। না বাজালেই তিনি খুশী।

তাহলে বাজনা ক্ষান্ত দিই।

এবার বাগবিতণ্ডা শুরু হলো। ক্যাসিয়ো থামিয়ে দিলে।

সে ভাঁড়কে বললে, সেনাপতির-পত্নীর সখীটি যদি উঠে থাকেন, তাহলে তাকে গিয়ে বল, ক্যাসিয়ো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

ভাঁড় খবর নিয়ে চলে গেল, এমন সময় দুর্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ইয়াগো।

ক্যাসিয়ো বললে, তোমার স্ত্রীকে খবর দিতে বলেছি বন্ধু! তিনি দেসদিমনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন।

বেশ তো, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুরকে আমি সরিয়ে নেব! তোমরা স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে।

ইয়াগো চলে গেলে, সঙ্গে সঙ্গেই এল এমিলিয়া।

শুভদিন! সহকারী সেনাপতি, এমিলিয়া বললে, আপনার জন্যে আমার দুঃখ হয়। তবে আমি জানি, সেনাপতি মশাই আর তাঁর স্ত্রীতে আলাপ হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী আপনার হয়ে খুব বললেন। সেনাপতি মশায়ের কথা—আপনি সাইপ্রাসের একজন গণ্য-মান্য মানুষকে জখম করেছেন। তাই আপনাকে ভালবাসলেও বরখাস্ত না করে তাঁর উপায় নেই। সুযোগ পেলেই তিনি আবার আপনাকে আপনার পদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ওথেলোকে তো অনুনয়ের প্রয়োজন নেই।

ক্যাসিয়ো বললে, তবু যদি দেসদিমনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন, তাঁকে একটু অনুরোধ করব।

আসুন তাহলে ভিতরে! আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের কথা বলতে পারবেন।

দুজনে দুর্গের তোরণের দিকে চলতে লাগল।

॥ দুই ॥

প্রাসাদ-দুর্গের কক্ষে ওথেলো, ইয়াগো ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ। ওথেলো রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত। তিনি পত্র পাঠাচ্ছেন সিনেটে! তারপর যাবেন দুর্গপ্রাকার দেখতে। তিনি কাজ শেষ করে চললেন।

ইয়াগো আর সম্ভ্রান্ত নাগরিকগণ চললেন তাঁর সঙ্গে।

॥ তিন ॥

ওথেলো চলে গেছেন, এদিকে দুর্গের সংলগ্ন উদ্যানে দেসদিমনার কাছে এমিলিয়া নিয়ে এসেছে ক্যাসিয়োকে। ক্যাসিয়ো তাঁর আবেদন জানিয়েছেন। দেসদিমনা তাকে অভয় দিলেন, আবার স্বামীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটিয়ে দেবেন।

ক্যাসিয়ো বীর। ক্যাসিয়ো ভদ্রতা জানেন। তিনি বললেন, আপনার অসীম দয়া, মাইকেল ক্যাসিয়োর ভাগ্যে যাই থাকুক, সে চিরদিন আপনার চির অনুগত দাস হয়ে থাকবে।

দেসদিমনা বললেন, আমি জানি, আপনি আমার স্বামীকে ভালবাসেন। তিনি তো আপনাকে ত্যাগ করতে পারবেন না। এ শুধু কূট রাজনীতির চাল।

কিন্তু এ চাল যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে আমার পদচ্যুতিও তাই হবে। আমার জায়গায় এসে আর একজন বসবেন। আমার প্রতি ভালবাসাও তিনি ভুলে যাবেন।

না, না সে সন্দেহই করবেন না। আজই আপনাকে নিজপদে প্রতিষ্ঠিত করে দেব। যদি কারো বন্ধু হবার প্রতিশ্রুতি দিই, তা তো ভাঙিনে। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া অবধি তাঁকে

তো সুস্থির থাকতে দেব না। তাঁকে আমি অতিষ্ঠ করে তুলব, তাঁর শয্যা হবে শিক্ষাগার, আর খানার টেবিল হবে স্বীকৃতির বেদী। সবকিছুতেই থাকবে ক্যাসিয়োর আবেদন মিশে—আমি মিশিয়ে নেব। ক্যাসিয়ো, আপনি আশ্বস্ত হোন।

এমিলিয়া বললে, ঐ তো উনি আসছেন!

ক্যাশিয়ো বললেন, আমি যাই।

না, না, দেসদিমনা বললেন, আপনি থাকুন। শুনুন আমি কেমন করে বলি, কেমন করে জানাই আমার আবেদন।

না, না, আমি যাই।

ক্যাসিয়ো চলে গেলেন, তার পরমুহূর্তেই এসে ঢুকলেন ওথেলো আর ইয়াগো।

ওথেলো দূর থেকে ক্যাশিয়োকে চলে যেতে দেখেছেন। বললেন, ক্যাসিয়ো না?

হ্যাঁ, ইয়াগো উত্তর দিলে, কিন্তু অমন করে অপরাধীর মত ক্যাসিয়ো পালিয়ে গেল কেন আপনাকে দেখে?

হ্যাঁ ক্যাসিয়োই তো গেল!

দেসদিমনা এবার এগিয়ে এসে বললেন, এক আবেদনকারী আবেদন নিয়ে এসেছিল। লোকটি তোমার বিরাগভাজন।

কে সে? ওথেলো শুধালেন।

তোমার সহকারী ক্যাসিয়ো। স্বামী, তোমাকে বশ করার মতো আমার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে রদ কর এ হুকুম। উনি তো শুধু তোমাকে ভালই বাসেন না, শ্রদ্ধাও করেন। মদের নেশায় উনি একাজ করেছেন। ওঁকে আবার নিজের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দাও!

ও কি এইমাত্র বিদায় নিয়ে চলে গেল?

হ্যাঁ! প্রিয়তম, ওকে ডেকে আন!

না, না, মধুপ্রিয়া এখন নয়! অন্য সময় হবে।

কখন—শীঘ্রই হবে তো?

শীঘ্রই হবে।

আজ রাতে ভোজের সময়ে ?

না।

তবে কাল মধ্যাহ্ন ভোজে ?

আমি তো মধ্যাহ্ন ভোজে থাকব না।

তাহলে কাল রাতে—নয়ত মঙ্গলবার।

দেসদিমনা কাকুতি মিনতি করে বললেন, দুপুরে নয় ত' রাতে; নয়তো বুধবার। সময়টা বল—কিন্তু দোহাই তোমার তিনদিনের বেশি দেরি কোরোনা! ও অনুতপ্ত, এ যদি সমর-পরিস্থিতি না হোত, তাহলে তো ওর অপরাধ অতি লঘু। বল—কখন ও আসবে? আমি ভাবছি, তোমার অনুরোধ কি আমি এমন করে প্রত্যাখান করতে পারতাম। বল, বল ওথেলো!

আর নয়, ক্ষান্ত হও। ওথেলো বলে উঠলেন,—ওর যখন খুশি আসুক। তোমাকে তো কিছুই আমার অদেয় নেই!

কিন্তু এ-তো কোন বড় ব্যাপার নয়! এতো সামান্য ব্যাপার।

কিন্তু যেদিন তোমাকে আমার প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা দিতে বলব, সেই তো হবে আমার সবচেয়ে বড় অনুরোধ—সেদিন তো সবদিক বিবেচনা না করে তোমার পক্ষে আমার আবেদন মঞ্জুর করা শক্তই হবে।

আমি তো বলেছি, কিছুই আমার অদেয় নেই। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ—আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

বেশ, আমি যাই! দেসদিমনা বুঝি বা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন।

এসো—আমিও আসছি।

দেসদিমনা এমিলিয়াকে নিয়ে চলে গেলেন। ওথেলো তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আহা অভাগিনী আমার! ওকে যদি ভাল না বাসি—আমি যেন জাহান্নামে যাই! যেদিন ওর প্রতি ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যাবে, সেদিন তো আসবে অন্ধকার—আসবে বিশৃঙ্খলা

ইয়াগো প্রেমের এই অভিব্যক্তির মুহূর্তে ডাকলে, প্রভু,—

কি—ইয়াগো?

আপনার যখন পূর্বরাগ চলছিল, ক্যাসিয়ো কি জানতেন?

হ্যাঁ—প্রথম থেকে শেষ অবধি। কেন—ওকথা কেন?

ইয়াগো বললে, আমার মনে হয়েছিল, ক্যাসিয়ো ওঁকে চেনেন না।

না, না, ও তো আমাদের দূতের কাজ করেছে।

তাই নাকি।

তুমি কি কিছু সন্দেহ কর? ক্যাসিয়ো কি সৎ নয়?

আপনি কি কে সৎ—কে অসৎ তাই জিজ্ঞেস করছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু বা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন ওথেলো।

সৎ বলেই তো জানি।

তবে?

ইয়াগো যেন ভাবিত; একটু থেমে বললে, আমি কি মনে করি তাই জিজ্ঞেস করছেন?

হাঁ, তুমি কি ভাবছ? হা ঈশ্বর! আমি যা বলছি, তাই ও আওড়াচ্ছে—ওর মনে নিশ্চয়ই এক ভয়ানক কথা আছে, যা আমার কাছে বলতে পারছে না। যখন ক্যাসিয়ো চলে যায়, তুমি বলেছিলে—তুমি এসব পছন্দ কর না। কি পছন্দ কর না বল? ও আমাদের দূত ছিল—একথাও তোমার পছন্দ হয়নি—তোমার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল! যদি তোমার মগজে কোন সাংঘাতিক চিন্তা থেকে থাকে—আমাকে যদি ভালবাস তো—বল—বল!

আপনি ত' জানেন প্রভু, আমি আপনাকে ভালবাসি।

জানি, জানি। তুমি ভালবাস, ওজন করে কথা বল—তাইতো তোমার এই নীরবতায় আমায় ভয়। অসৎ যে, ছলনাময় যে, তার তো এ-রীতি– কিন্তু যে সৎ—তার তো এ-হৃদয়ের ক্রোধের আভাস।

কিন্তু আমি হলফ করে বলি, ক্যাসিয়ো সৎ।

আমিও তাই বলি।

ইয়াগো এবার বললে, সৎ যে তার বাহিরের ব্যবহার মনেরই প্রকাশ। যদি তাই হয়—ক্যাসিয়ো তো সজ্জন ব্যক্তি।

ওথেলো অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, তোমার কথার যেন আরো অর্থ আছে। বল—তোমার যা মনে আছে বল! সে চিন্তা যদি হীনতমও হয়, আর হীনতম শব্দে ঝরে পড়ে তাও আমি শুনব!

ইয়াগো এবার চাল চাললে, সে বললে, আমি কর্তব্যের দাস, কিন্তু আমার ভাবনা তো ক্রীতদাস নয়—এমন কি ক্রীতদাসেরও তো ভাবনা তার নিজের। আমি বলব আমার কথা?—ধরুন, সেগুলি যদি জঘন্য আর মিথ্যা হয়—কারও বুকে পাপচিন্তা না এসে দেখা দেয়, সৎচিন্তার পাশাপাশি ঠাঁই না নেয়?

তুমি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছ—তুমি জান বন্ধুর প্রতি অন্যায় হয়েছে—আর তাকে তুমি জানতে দিতে চাও না।

ইয়াগো তবু বলবে না. সে তার মিথ্যাকে দিতে চায় সত্যের প্রলেপ, তাই সে সময় নিচ্ছে, হেঁয়ালি সৃষ্টি করছে। সে বললে,

আমার স্বভাব খুঁত খুঁজে বার করা—সন্দেহপ্রবণ আমার মন। যেখানে খুঁত নেই সেখানেও খুঁত ধরা। আপনি জ্ঞানী—আমার মত লোকের কথায় কান দেবেন না। আমার মন্তব্য থেকে নিজের বিপদ সৃষ্টি করবেন না। আপনাকে আমার মনের কথা জানালে আপনার শান্তি ভঙ্গ হবে, মঙ্গল অমঙ্গল হবে—

তার অর্থ?

সুনাম নর-নারীর মূল্যবান সম্পদ। টাকার থলে যে চুরি করল, সে নিল ক'টা টাকা। ওটা কাজে লাগতে পারে, নাও পারে। ও টাকা তো কারো একার নয়! আমার, তার, হাজারো মানুষের দান। কিন্তু যে সুনাম কেড়ে নিলে, সে তো নিজে লাভবান হলই না, মাঝখান থেকে আমাকেও নিঃস্ব করে দিয়ে গেল।

এখন বুঝতে পারছি, তুমি কি বলতে চাও!

না, না!. আমার মনের দেবতা হলেও তা জানতে পারবেন না! যতক্ষণ আমার কাছে আছে আমার ভাবনা—ততক্ষণ সে তো আমারই হেফাজতে। কিন্তু দোহাই আপনার ঈর্ষা থেকে হুঁশিয়ার! সে তো সবুজ চোখো শয়তান, সে তো শীকারের মন নিয়ে খেলা করে। যে স্বামী ব্যাভিচারের হতভাগ্য শীকার—সে তো অসতী-স্ত্রীকে ভাল না বেসে নিয়তি মেনে নিয়ে সুখে থাকে। কিন্তু যে স্ত্রীকে ভালবাসে, আবার সন্দেহ করে, তার মুহূর্তগুলি কি বিষময়!

ওথেলো বলে উঠলেন—ওঃ! কি দুঃখ!

ইয়াগো বললে, গরীবের যদি সন্তোষ থাকে, সে ধনীর থেকে ধনী। আর ধনীর দারিদ্র্যের ভয় তো তাকে গরীবের চেয়েও গরীব করে তোলে। যে ভয় পায়, সেই তো দরিদ্র। পুরুষ জাতকে দেবতারা যেন ঈর্ষা থেকে রক্ষা করেন!

ওথেলো গর্জে উঠলেন, কি বলছ তুমি? তুমি কি ভাব আমি ঈর্ষায় জীবন কাটাব? দিনের পরিবর্তন আসবে নতুন ঈর্ষা নিয়ে। না, না, একবার সন্দেহ দেখা দিলে—আমি তার নিরসন করব। সন্দেহ নিয়ে ঘর বাঁধা তো আমার হবে না! আমার স্ত্রী সুন্দরী, ভোজন-বিলাসিনী সাহচর্যকামা—মুক্ত তিনি, গান করেন, নাচেন ভাল—এতে তো আমি ঈর্ষান্বিত হব না। আমার নিজের অক্ষমতা আছে বলে ভয় করব না, কেননা তিনি তো খোলা চোখেই আমাকে পছন্দ করেছিলেন। না, না, ইয়াগো, সন্দেহের আগে প্রমাণ চাই! প্রমাণ চাই! প্রমাণ পেলে হয় প্রেমকে বিদায় দেব, নয়তো ঈর্ষাকে!

ভাল কথা প্রভু! এবার আমার কর্তব্য করি। এখনো প্রমাণের কথা আসেনি! শুধু আপনার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, ক্যাসিয়োর সঙ্গে তার ব্যবহার লক্ষ্য করুন! আমি আমার জাতির

নারীদের চিনি। ঈশ্বর সাক্ষী থাকলেও তারা কেয়ার করে না,—ব্যাভিচার স্বামীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে। তাদের নীতি আর বিবেক হল—কোন কাজ বাকি রাখবে না, স্বামীরা না জানলেই হল।

এ কি কথা বলছ ?

ইয়াগো বললে, উনি তো আপনাকে বিয়ে করে বাপকে প্রতারণা করেছেন। আপনাকে দেখে যখন ভয় পেতেন তখনি বেশি ভালবাসতেন।

ঠিক কথা।

বাপকে যিনি এমন ভোলাতে পারেন,—বাপ তো যাদুই ভেবে-ছিলেন—কিন্তু না থাক—আমারই দোষ। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনাকে খুব ভালবাসি—তাইতো ক্ষমা চাইছি। ভালবাসা থেকেই এল এই কথা। আপনি আবার অন্যরকম ভাববেন না।

না না!

ভাবলে খারাপ হবে। ক্যাসিয়ো আমার বন্ধু। আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন।

না, না, দেসদিমনা একনিষ্ঠা, এই তো আমার একমাত্র ধারণা।

আহা, তিনি দীর্ঘজীবি হোন! আপনি তাঁকে একনিষ্ঠা পতিব্রতাই ভাবুন—

আহা—তাই যেন হয়!

ওথেলোর মনে উপ্ত হয়েছে সন্দেহের বীজ। তিনি বললেন,—তবু স্বভাব তো অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ভুল করে—

ঠিক কথা!—সমানে সমানে মিল এই তো স্বাভাবিক ধর্ম—তাই তো একটু কেমন ঠেকে। কিন্তু দোহাই আপনার—দেসদিমনার সম্পর্কে জোর করে একথা বলছি নে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া তো আসতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় যখন ভাববেন, তখন তো আপনার

পাশে এনে বসাবেন তাঁর স্বদেশীয়কে—আর আনুতাপ ভোগ করবেন। ·

যাও, এখন যাও ; নজর রাখো। তোমার স্ত্রীকেও নজর রাখতে বল। যাও।

ইয়াগো যেতে যেতে বললে, আচ্ছা আসি তবে।

ওথেলো সন্দেহে আকুল; তিনি বলে উঠলেন—কেন বিবাহ করলাম ? ও তো সৎ মানুষ—ও সব জানে।

ইয়াগো ফিরে এসে বললে, সময়ে সব জানা যাবে। ক্যাসিয়োকে হুজুর এখন বহাল করলেই ভাল—তবু কিছুদিন টাল-বাহানা করে রাখাও মন্দ নয়—ওতে তার স্বভাবটা বোঝা যাবে। কিন্তু ওঁকে নিষ্পাপ বলেই মনে করবেন।

তোমার ভয় নেই, ওথেলো বলে উঠলেন, আমার আত্মসংযম আছে।

আসি।

ইয়াগো চলে গেল। ওথেলো উন্মাদের মত পায়চারী করতে লাগলেন।

অতি সাধু, সরল মানুষ, অথচ বিচক্ষণ—মানুষ চেনে। দেসদিমনা দ্বিচারিণী বলে যদি প্রমাণ পাই, তাকে আমি ত্যাগ করব—আমার প্রিয় হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন করে ঐ বন্য বাজকে উড়ে যেতে দেব—নির্মম হব। আমি কালো, জানি না মিঠে সদালাপের বুলি, যা ঐ বিলাসীদের সম্বল, নয়তো আমি বৃদ্ধ—কিন্তু আমি তো স্থবির নই। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আমি ওকে হারিয়েছি। আমার সম্মান গেছে—এখন শুধু ঘৃণা—ওকে ঘৃণা করেই স্বস্তি পাব। বিবাহ তো অভিশাপ, শুধুমাত্র আপন বলতে পারি সুন্দরীকে—কিন্তু তার কামনাকে তো শাসন করতে পারিনে। আমি বরং ভেক হব, অন্ধকূপে বাস করব, তবু প্রেমের এ রাজ্যে কাউকে অধিকার দেব না। কিন্তু বিখ্যাত মানুষের এই তো অভিশাপ, হীনজনের চেয়ে তাদের পরিবারে ব্যভিচার দেখা দেয় বেশি। আমরা যখন

জননীর গর্ভের আঁধারে থাকি, তখন থেকেই এই প্রতারণা আমাদের নিয়তি। ঐ—ঐ আসে দেসদিমনা!

দেসদিমনা এমিলিয়া সহ এসে প্রবেশ করলেন।

ওথেলো দেসদিমনাকে ভালবাসেন, তাঁকে দেখে তাঁর ঈর্ষা অন্তর্হিত। তিনি শুধু ভাবলেন—ঐ—ঐ নারী দ্বিচারিণী—তা যদি হয়—তাহলে যে স্বর্গ মিথ্যা। না, না, আমি তা বিশ্বাস করিনে!

দেসদিমনা বললেন, ওগো প্রিয়তম, বসে বসে কি ভাবছ? এদিকে যে ভোজে অতিথিরা সমাগত।

ওথেলো বললেন, অপরাধ হয়েছে।

অমন ক্ষীণ স্বরে কথা বলছ কেন? শরীর কি অসুস্থ?

মাথা ধরেছে।

অতক্ষণ জেগেছিলে তাই। ও সেরে যাবে। এস শক্ত করে বেঁধে দিই—ঘণ্টাখানের মধ্যে সেরে যাবে।

ওথেলো বললেন, তোমার রুমালখানা বড় ছোট।

রুমালখানা বেঁধে দিতে ওথেলো খুলে ফেললেন। সেখানা পড়ে গেল!

রেখে দাও! চল, ভিতরে যাই—ওথেলো বললেন।

দু'জনে চলে গেলেন!

এমিলিয়া এবার রুমালখানা তুলে নিলে। সে বললে, মূরের কাছ থেকে এই ওর প্রথম উপহার। আমার খেয়ালী কর্তাটি কতবার ঐ রুমালখানি চুরি করে নিতে বলেছেন, কিন্তু উনি ওটা এমনভাবে নিজের কাছে রাখেন, চুমু খান, আর ঐ রুমালের সঙ্গে বকবক্ করেন যে, ছোঁবে কার সাধ্য! তিনি কি করবেন কে জানে? এ তাঁর এক খেয়াল।

ইয়াগো এমন সময় এসে ঢুকল। সে ভ্রূ কুঁচকে বললে,

একা যে?

গাল দিও না গো, এমিলিয়া বললে, তোমার জন্যে একট জিনিষ এনেছি।

আমার জন্যে জিনিষ! সে আর এমন কি হবে!

কি, বল দেখি?

তোমার মত একটি বোকা বৌ।

ওঃ, তাই নাকি! ঐ রুমালের বদলে কি দেবে বল!

কোন্ রুমাল?

কোন্ রুমাল! ঐ যে মূরের দেসদিমনাকে প্রথম প্রণয় উপহার! কতবার তো চুরি করতে বলেছ।

চুরি করেছ?

না, না, ফেলে গেছে অসাবধানে। এই দেখ!

লক্ষ্মীটি, আমাকে দাও!

কি করবে? অত আগ্রহ কেন?

ইয়াগো হাত থেকে রুমাল কেড়ে নিয়ে বললে, তুমিই বা কি করবে?

ঠাকরুণকে ফেরৎ দেব। রুমাল হারালে তিনি পাগল হয়ে যাবেন।

না, না, কিছু বোলো না। কাজ আছে, তুমি যাও।

এমিলিয়া চলে গেল। ইয়াগো রুমালখানা সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখে আপন মনে বললে, আমি ক্যাসিয়োর ওখানে ফেলে দিয়ে আসি রুমালখানা। তারপর আগুন জ্বলবে ঈর্ষার। হয়তো এতে কাজ হবে। আমার বিষে মূর বিষাক্ত। সর্বনাশা তার সন্দেহ, প্রথমে তো তার স্বাদ পাওয়া যায় না, বরং সুস্বাদুই লাগে—কিন্তু রক্তকণিকায় তার ক্রিয়া শুরু হলে সে তো গন্ধকের জ্বালা এনে দেয়! ঐ তো আসছে ওথেলো!

ওথেলো এসে ঢুকলেন। চুল আলুথালু, মুখে ঈর্ষার ছাপ।

পপি আর ম্যাণ্ড্রাগোরা—ঘুমের যত ওষুধ আছে ছুনিয়ায়—ওথেলোকে তো তারা ঘুম পাড়াতে পারবে না। ওথেলো কালও ঘুমোতে পারতো—আজ পারবে না—ওথেলো পারবে না।

ওথেলো বলে উঠলেন—কি আমাকে প্রতারণা!

ইয়াগো বলে উঠল, সেনাপতি—থাক ওসব কথা!

দূর হও! আমাকে পথে এনে ছেড়ে দিয়েছ। এমন অস্পষ্টতার থেকে সত্যের কলঙ্ক ভাল!

কি বলছেন?

আমি কি জানতাম ওর গোপন প্রেমের কাহিনী! বেশ ছিলাম, রাত কেটে যেত সুনিদ্রায়—আমি ছিলাম মুক্ত, ছিলাম সুখী—ক্যাসিয়োর চুম্বন তো খুঁজে পেতাম না ওর অধরে। সতীত্ব চুরি গেছে, অথচ তা তো জানতাম না, তাই তো বেশ ছিলাম। ওর সুন্দর দেহ যদি সমগ্র সৈন্য বাহিনী ভোগ করত, আর আমি যদি না জানতাম—সে তো ছিল ভাল। কিন্তু আজ সে শান্তি গেল, গেল সুখ, সৈন্যবাহিনীর শিরস্ত্রাণের সমারোহ দেখে আর তো আমি আনন্দিত হব না, আর তো সংগ্রাম আমার জন্যে নয়! বিদায়—হ্রেষারবকারী অশ্বদল, বিদায় দামামা নির্ঘোষ—বিজয় পতাকা—বিদায়। বিদায়—মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র—তোমাদের বাজনা তো জেহোবার হুঙ্কারের অনুকরণ। বিদায়! ওথেলোর সবই তো ফুরাল—ওথেলোর সবই তো ফুরালো।

একি আপনি এত বিচলিত কেন প্রভু! ইয়াগো বলে উঠলো।

ওরে নরাধম, তোকে প্রমাণ দিতে হবে—আমার স্ত্রী কুলটা—দে—প্রমাণ দে—আমাকে দেখা! অনিশ্চয়তায় রাখিস নে—নইলে তোর জীবন তো অভিশপ্ত হবে।

হুজুর! হুজুর—ইয়াগো বলে উঠল।

ওথেলো গর্জন করে উঠলেন—যদি আমাকে নির্যাতনের জন্যই এই মিথ্যা কুৎসা রচনা করে থাকিস্, তবে মর্—

তাকে তিনি নিক্ষেপ করলেন দূরে।

কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। সে শুধু বললে, ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন! তাহলে বিদায়। আপনি কি পুরুষ? আমার কাজ রইল। আমার সততা হল মিথ্যাকথা—একি দুনিয়া!

একি হারামি দুনিয়া! দুনিয়া দেখুক—সরল হলে এই হয়। মশাই, বিলক্ষণ হয়েছে। শিক্ষার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন থেকে কাউকে আর ভালবাসব না, ভালবাসা যখন মহা অপরাধ—তখন দুত্তোরি তোর ভালবাসায়।

না, না, যেয়ো না! তুমি হয়তো সজ্জন—আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন ওথেলো।

ইয়াগো বললে, না, না, সততা তো মূর্খতা—আমি এখন থেকে বুদ্ধিমান হব।

ওথেলো আবার নিজের ভাবনায় তন্ময় হয়ে গেলেন।

এই ভাবি—সে পবিত্র, আবার মনে হয়—সে দ্বিচারিণী। তোমাকেও এই ভাবি সৎ—আবার ভাবি অসৎ—প্রমাণ চাই! চন্দ্রের দেবী ডায়ানা—তাঁরই মতো ওর নাম—আর সে নামে অসার কৃষ্ণতার মতোই কলঙ্ক। কিন্তু কলঙ্ক অপনোদনের উপায় তো আছে—আছে রজ্জু, আছে শাণিত ছুরিকা, আছে হলাহল, আছে অগ্নি, আছে শ্বাসরোধি তরঙ্গ—আমি তো সইব না—সইব না!

হুজুর দেখছি ক্রোধে অধীর—আপনাকে উত্তেজিত করে আমি দুঃখিত। প্রমাণ চান?

হাঁ—প্রমাণ—প্রমাণ!

কি প্রমাণ—দেখতে চান কি তাদের প্রেমলীলা?

না, না, সে তো মৃত্যু—সে তো নরক—নরক!

না, না, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। এক শয্যায় শয়ন করতে দেখা—সে তো অসম্ভব। তাহলে কি উপায়? তবে এমন প্রমাণ দিতে পারি—যাতে আপনি খুশি হবেন।

আমাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে হবে।

একাজ আমার ভাল লাগে না। কিন্তু যখন এগিয়েছি, ভালবাসা আর সততায় যখন এতটা করেছি—তখন করতেই হবে। এর জন্যে একদিন ক্যাসিয়োর সঙ্গে একত্রে শুয়েছিলাম—দাঁতের ব্যথায় ঘুম হ'ল না। ঘুমে অনেকে গোপন কথা বলে—সেও বলে ফেললে—বললে, ওগো মধুপ্রিয়া দেসদিমনা—এস আমরা একটু সাবধান হই। তারপরেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে কি চুমু! আর বললে—যে ভাগ্য মূর আর তোমাতে মিলন ঘটিয়েছে, সে ভাগ্যের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক!

উঃ! কি ভয়ংকর। আর্তনাদ ঝরে পড়ল।

এ তো স্বপ্ন মাত্র। ইয়াগো মৃদুস্বরে বললে।

স্বপ্ন থেকেই তো স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়। আমি দেসদিমনাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব।

না, না, আপনাকে বিবেচক হতে হবে। তিনি হয়তো নিষ্পাপ।

আচ্ছা, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে একখানা কাজকরা রুমাল দেখেন নি?

হ্যাঁ, অমনি একখানা রুমাল আমি তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম। সেই তো আমার প্রথম উপহার।

তাতো জানিনে! অমনি একখানা রুমাল দিয়ে ক্যাসিয়োকে আজ দাড়ি মুছতে দেখলাম।

যদি সেই রুমালখানি হয়—

যদি সেইখানি আপনার প্রথম উপহার হয়—সে তো তাঁর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

ঐ ক্রীতদাসী—ঐ কুলটা—ওর যদি চল্লিশ হাজার বছর জীবন হয়—সে জীবনও আমার প্রতিশোধের কাছে কিছু নয়! এখন তো মনে হয়—সব সত্য। ইয়াগো, ইয়াগো, আর তো আমার ভালবাসা নেই—তাকে তো ছড়িয়ে দিলাম, ঝেড়ে ফেলে দিলাম। বিদায়

প্রেম—এস প্রতিহিংসা—আয়—আয়—উঠে আয় অন্ধকার গুহা থেকে! প্রেম ছেড়ে দে তোর সিংহাসন—আমি সেখানে বসাব ঐ ঘৃণাকে। বক্ষ তুমি প্রসারিত হও, সেখানে এখন বিষাক্ত চিন্তা এসে জুড়ে বসবে।

শান্ত হোন প্রভু!

রক্ত—রক্ত বিনা তো শান্তি নেই ইয়াগো!

ধৈর্য ধরুন প্রভু—হয়ত আপনার মন বদ্‌লে যাবে।

না, না, ইয়াগো! কৃষ্ণসাগর যেমন তার উত্তাল তরঙ্গমালা নিয়ে উজান বয়ে যেতে জানে না, যেমন তার গতিতে আসে না মন্থরতা—সে ছুটে গিয়ে মারমোয়ার উপসাগরে মিলিত হয়, আমার চিন্তাধারা তেমন পশ্চাৎমুখী হবে না, কোমল প্রেমে এবার ডুবে যাবে না, সে চলবে অধীর উন্মত্ত গতিতে—তারপরে একদিন বিরাট এক প্রতিহিংসায় তার উপসংহার হবে। ঐ দেবতারা আমার সাক্ষী। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তাই হবে—তাই হবে!

নতজানু হয়ে বসলেন ওথেলো। আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি।

ইয়াগো নতজানু হয়ে বললে—আমিও শপথ করছি, প্রতারিত ওথেলোর সেবায় আমি সঁপে দিলাম আমার প্রাণ-মন! উনি যা বলবেন, আমি তাই-ই করব। যাই-ই হোক, আমি তো পশ্চাৎপদ হব না!

ত্বজনে উঠে পড়লেন। ওথেলো গম্ভীর স্বরে বললেন, বৃথা ধন্যবাদ দেব না, তোমার ভালবাসা আমি গ্রহণ করলাম। কাজ শুরু হবে। আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে ক্যাসিয়োর মৃত্যু চাই।

ধরে রাখুন সে মৃত—আপনার অনুরোধ রক্ষা হল। কিন্তু দেসদিমনাকে বাঁচিয়ে রাখুন!

ঐ দুষ্টা নারী—সে নিপাত যাক্! অনন্ত নরকে তার স্থান হোক! এবার বিদায়! ঐ অভিশপ্তা নারীর দ্রুত মৃত্যুর উপায় আমাকে ভাবতে হবে। এখন থেকে তুমিই আমার সহকারী।

ইয়াগো আভূমি নত হয়ে বললে,—প্রভু—আমি আপনার গোলাম।

দুজনে দুদিকে চলে গেলেন।

জাল পাতা ছিল, এবার শিকার এসে ধরা দিয়েছে। নিয়তি অলক্ষ্যে টানছে জাল। আর দুর্নিবার গতিতে ছুটেছে সেই মৃত্যুর দিকে সবাই।

চার

ট্রাজেডীর আবহাওয়া ঘন হয়ে উঠছে, এখানে শ্বাসরোধের উপক্রম। এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ায় চাই, একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। আবার তাই দুর্গের কাছে দেখা গেল ভাঁড়, দেসদিমনা আর এমিলিয়াকে।

দেসদিমনা ভাঁড়ের কাছে সহকারী সেনাপতির ঠিকানা চাইলেন। ভাঁড় ঠিকানা দিতে নারাজ।

সে বলে, তাঁর পাত্তা করতে গেলে তিনি তো আমাকে শেষ পাত্তায় পৌঁছে দেবেন।

দেসদিমনা হাসেন আর বলেন, তিনি থাকেন কোথায় ?

ভাঁড় বলে, যেখানে, ঠিক সেইখানে।

তার মানে, তুমি জান না!

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই—ঠিকানা জানিনে, তাই ঠিকানা করতে পারব না।

দেসদিমনা বললেন, তুমি ঠিকানা খুঁজে দেখা করে বলবে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

যে আজ্ঞে, বলে ভাঁড় চলে গেল।

হঠাৎ রুমালখানার কথা দেসদিমনার মনে পড়ল। তিনি বললে, কোথায় রুমালখানা ফেললাম ভাই এমিলিয়া ?

এমিলিয়া বললে, আমি তো জানি না ?

দেসদিমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, থলে ভর্তি মোহর হারালেও এমন দুঃখ হোত না। আমার স্বামী যদি উদার না হয়ে ঈর্ষান্ধ হতেন, তাহলে এই নিয়ে সন্দেহের অবধি থাকত না।

উনি কি ঈর্ষা করেন না ?

কে ওথেলো ? আমাকে ? আমার মনে হয়, যে দেশে তাঁর জন্ম—সূর্য সেখানে ঈর্ষা হরণ করে নেয়।

ঐ উনি আসছেন !

ক্যাসিয়োকে না ফিরিয়ে আনা অবধি আমি ওঁকে ছাড়ব না।

সন্দেহ-সংশয়াকুল ওথেলো প্রবেশ করলেন।

কেমন আছ স্বামী ? দেসদিমনা তার কাছে গিয়ে শুধালেন।

ভাল, ভাল আছি—মনে মনে ভাবলেন ওথেলো—হায় প্রতারণা কি কঠিন ! প্রকাশ্যে বললেন—কেমন আছ দেসদিমনা ?

ভাল আছি।

এ হাত যে কোমল, জীবন্ত হাত—হাতে হাত তুলে নিয়ে বললেন ওথেলো।

এখনো বার্ধক্য আসেনি, দুঃখের তাপ লাগেনি, হেসে বললেন দেসদিমনা।

ওথেলো বললেন, তোমার কোমল হাত তোমার উদারতারই পরিচয়। উষ্ণতা আছে সেখানে। একে কঠোর রাখতে হবে, উপবাসে, প্রার্থনায়, ধর্ম আচরণে শাসন করতে হবে। এখানে আছে পাপ, এ হাত দরাজ।

তা বলতে পার—এই হাত দিয়েই তো তোমাকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছি, সরল উত্তর ঝরে পড়ল।

ওথেলো হাতখানি দেখতে লাগলেন, হাঁ, দরাজ বটে—সেকালে হৃদয় ছিল দাতা দান করত হাত। একালে তো সে রীতি নেই—এখন হাত হাতই দেয়, মন তো দেয় না !

দেসদিমনা বললেন, আমি ওসব জানিনে। তোমাকে শপথ রাখতে হবে।

কি শপথ?

ক্যাসিয়ো তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।

ওথেলো হঠাৎ বলে উঠলেন, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, দেখি—তোমার রুমালখানা।

একখানা রুমাল এগিয়ে দিলেন দেসদিমনা

না, এখানা নয়! তোমাকে যেখানা দিয়েছিলাম।

আমার কাছে তো নেই।

নেই?

না।

এ অন্যায়! ঐ রুমাল এক মিশরী দিয়েছিল আমার মাকে। সে ছিল যাদুকরী। রুমাল দিয়ে বলেছিল, এখানি কাছে থাকলে বাবা মায়ের বশ হবেন, কিন্তু হারালে বা কাউকে দিলে বাবার চোখে তিনি হবেন ঘৃণার্হ। তিনি মৃত্যুকালে এখানি আমাকে দেন। বলেছিলেন, যাঁকে বিবাহ করব, তাঁকে দিতে। আমি দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, সাবধান—তোমার চোখের মত প্রিয় রুমালখানি—চোখে চোখে রাখবে। হারালে ঘোর অমঙ্গল হবে।

এ কি সম্ভব?

সত্য, সত্য! ওর সূত্রে সূত্রে আছে যাদু—দুশো বছরের বেশি যার পরমায়ু এমনি এক যাদুকরী বুনেছিলেন এ রুমাল দেবতার ভয়ে। যে গুটিপোকার রেশম দিয়ে তৈরী—সে পোকাগুলি ছিল মন্ত্রপুত—আর এক মৃতা কুমারীর কলিজার রসে ছুপিয়ে নেওয়া হয়েছিল ওখানি।

এ কি সত্য?

হাঁ, সত্য!

ওখানা না পেলেই ভাল ছিল!

কেন ?

অমন উত্তেজিত কেন তুমি ?

হারিয়েছ না কি ? একেবারে গেছে ?

ঈশ্বর না করুন !

সত্যি হারিয়েছ !

হারায়নি—আর হারালেই বা কি ?

তার মানে ?

হারায় নি।

নিয়ে এস !

দেসদিমনা বললেন, এনে দিতে পারি, কিন্তু আনব না। আমার কথা না শোনার এ ফন্দি ! বল—ক্যাসিয়োকে ডেকে আনবে !

ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠলেন ওথেলো, বললেন, রুমাল নিয়ে এস। আমার মন আশংকায় অধীর।

ওসব রাখ, ক্যাসিয়োর মত যোগ্য মানুষ তুমি পাবে না !

রুমাল চাই !

ক্যাসিয়োর কথা বল।

রুমাল দাও !

তুমিই তার উপর অবিচার করেছ।

ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেন ওথেলো—আমি চলি ! ওথেলো চলে গেলেন।

এমিলিয়া বলে উঠল, মানুষটা কি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে গেছে ?

কি জানি—দেসদিমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন। এমনটি তো কখনো দেখিনি। হয়তো রুমালে যাদু আছে। রুমাল হারিয়ে বড়ই দুঃখ পাচ্ছি সখী।

এমিলিয়া বললে, কি জানি সই, এক-দু'বছরে পুরুষকে চেনা যায় না ! ওরা সবাই হচ্ছেন এক-একটি উদর—আর আমরা হচ্ছি ওদের খাদ্য বই তো নয়। গোগ্রাসে আমাদের গেলেন, যখন পেট

টৈটুম্বুর হয়ে ওঠে—উগ্‌রে দেন। ঐ যে ক্যাসিয়ো আর স্বামী এদিকেই আসছেন।

ক্যাসিয়ো আর ইয়াগো এসে ঢুকলেন।

দেসদিমনা তাদের দেখে বলে উঠলেন, আসুন, আসুন, কি সংবাদ ?

ক্যাসিয়ো অভিবাদন করে জানালেন, তিনি তাঁর আগেকার আর্জি নিয়েই এসেছেন। যদি দুর্গস্বামিনীর দয়া হয়, তাহলে আবার তাঁর অস্তিত্ব থাকবে। আবার তিনি ওথেলোর স্নেহ পাবেন, প্রিয় হবেন। কিন্তু যদি অপরাধ গুরুতর হয়, তাহলে তো আর ফিরে পাবেন না তিনি ওথেলোর ভালবাসা। তখন তিনি যা হয় করবেন।

দেসদিমনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হায় ভদ্র! আমার স্বামী আর আমার নন! তাঁকে তো চেনাই শক্ত। একটু সবুর করুন! আমার যতদূর ক্ষমতা করব!

ইয়াগো মনে মনে উৎফুল্ল, ওষুধ ধরেছে। সে শুধালে, কেন—তিনি কি চটে আছেন ?

অদ্ভুত তাঁর পরিবর্তন। দেসদিমনা জানালেন। বোধ হয় ভিনিসের কোন খবর, নয় তো কোন ষড়যন্ত্র তাঁকে বিচলিত করেছে। তখন তো মানুষ তুচ্ছ ব্যাপারেও চটে ওঠে, মানুষ তো আর দেবতা নয়!

আহা ঈশ্বর করুন, এমিলিয়া বললে—যেন রাজকার্যই হয়—যেন তোমাকে নিয়ে কোন ঈর্ষার কাণ্ডকারখানা না হয়!

আমি তো কোন অপরাধ করি নি—দেসদিমনা বলে উঠলেন।

যারা ঈর্ষান্ধ, তারা তো যুক্তি দেখে না সই, যুক্তি আছে বলে ঈর্ষা দেখা দেয় না, ওটা ওদের অভ্যেস। ঈর্ষা তো এক শয়তান, —তাকে মানুষ নিজে থেকে সৃষ্টি করে, লালন-পালন করে।

দেসদিমনা সভয়ে বলে উঠলেন—ওথেলোকে যেন দেবতারা ঐ শয়তানের হাত থেকে বাঁচান!

তাই-ই করুন!

যাই—আমি তাঁকে দেখিগে! যদি তিনি ভাল থাকেন, আমি আপনার আর্জি পেশ করব।

ধন্যবাদ! ক্যাসিয়ো বলে উঠল।

দেসদিমনা চলে গেলেন।

বিয়াঙ্কা এসে ঢুকল। বিয়াঙ্কা ক্যাসিয়োর প্রণয়িণী। সে এসেই শুধালে, ক্যাসিয়ো—ভাল তো বন্ধু?

ক্যাসিয়ো অবাক হয়ে বললেন, সে কি, তুমি এখানে?

তোমার দেখা নেই—তাই তো ছুটে এলাম।

ক্যাসিয়ো বললে, রাগ কোরোনা লক্ষ্মীটি! দুর্ভাবনায় দিন কাটছে। সুদিন পেলে বিরহ সুদসুদ্ধ শোধ করে দেব। (একখানা রুমাল দিয়ে) এই খানার মতো একখানা রুমাল বুনে দাও দিকি!

বিয়াঙ্কার চোখ জ্বলে উঠল ঈর্ষায়—সে বললে, কোথায় পেলে এ রুমাল? নতুন ভাব হয়েছে বুঝি—এ তারই উপহার! ওঃ—তাইত ভাবি—দেখা নেই কেন? বেশ, বেশ!

যাও, যাও! ক্যাসিয়ো বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার ঐ নীচ সন্দেহ নিপাত যাক! ভাবছ—অন্য কোন প্রণয়িণীর উপহার—না—তা নয়!

তবে এটি কার? বিয়াঙ্কা শুধালে।

জানিনা। আমার ঘরে পেয়েছি। কাজটি বড় পছন্দসই। কে দাবি করে বসে, তার আগে এটি নকল করে রাখতে চাই। নাও, বুনে দাও! এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও!

তোমাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো?

এখানে সেনাপতির কাছে এসেছি। সঙ্গে নারী আছে দেখাতে চাইনে।

ওঃ! অভিমান ভরে বললে বিয়াঙ্কা, ওঃ ওঃ আমাকে তুমি

ভালবাস না! আমার সঙ্গে যেতে চাও না। আজ রাতে দেখা হবে?

হবে—হবে। এখন চল তো।

বেশ চল! আর উপায় কি!

বিয়াঙ্কা আর ক্যাসিয়ো চলে গেল।

ইয়াগো এই ঘটনা দেখে হাসলে মনে মনে। জাল আর এক পাক জড়ালে শীকারকে—আর এক পাক! এবার কি হয় দেখা যাক!

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

প্রাসাদ-দুর্গের সম্মুখভাগে উঠলো যবনিকা। সাইপ্রাস দ্বীপই আমাদের সংযোগস্থল। বন্দর কাছে। চারিদিকে ধীবরের জাল শুকোচ্ছে। ওথেলো আর ইয়াগো চলছেন আলাপ করতে করতে।

এ জাল বুঝি ইয়াগোর পাপ অভিসন্ধিরই উর্ণজাল। এই জালে শীকার আবদ্ধ হবে। শিকারী—শিকারীর কি হবে? শিকারী তো তা ভাবে না?

ওথেলোকে ইয়াগো হঠাৎ বললে, আপনি কি তাই মনে করেন?

কি মনে করি?

গোপনে চুম্বন কি নির্দোষ?

সে তো নিষিদ্ধ চুম্বন ইয়াগো, ওথেলো বললেন।

ইয়াগো রসান দিলে, বিছানায় বন্ধুর সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে শোবে, অথচ কোন পাপ হবে না!

সে কি—উলঙ্গ হয়ে শয়ান—আর পাপ হবে না! এ তো শয়তানের উপর শয়তানি! যারা এই পাপ করেও ধার্মিক সেজে থাকে, তাদের তো শয়তানে ভুলিয়ে নিয়ে যায়। দেবতারা তাদের উপর ক্রুদ্ধ হন।

ইয়াগো বললে, ওঁরা তো তেমন কিছু করেন নি? এতো তুচ্ছ পাপ। ধরুন, আমার স্ত্রীকে একখানা রুমাল উপহার দিলাম।

তারপরে?

সেখানা তো তাঁর একেবারে নিজের জিনিস। আর যখন তাঁরই জিনিস, তিনি সেখানা যাকে-তাকে দিয়ে দিতে পারেন।

ওথেলো বললেন, কিন্তু সে তো তার নিজের সতীধর্মের রক্ষয়িত্রী, সে কি তাও বিলিয়ে দিতে পারে?

সতীধর্ম তো আর চোখে দেখা বাস্তব নয় হুজুর, যাদের ও বস্তুটি নেই, তারাই অনেক সময় অনেক জাঁক দেখায়। তবে রুমালের ব্যাপার—

ওথেলো গর্জে উঠলেন—আবার রুমালের কথা! উঃ—ওকথা যদি মন থেকে মুছে ফেলা যেত—মৃত্যু ছায়াময় গৃহে যেমন বায়স এসে হানা দেয়, তেমনি ঐ রুমাল আমার স্মৃতিতে হানা দিচ্ছে—সকলের মৃত্যুর ইঙ্গিত সে দিচ্ছে—ঐ ক্যাসিয়ো নিয়েছে আমার রুমালখানা—

তাতে আর কি হয়েছে? ইয়াগো ফোড়ন কাটলে।

না, না, এ তো ভাল কথা নয়!

ইয়াগো বললে, যদি বলে থাকি আমি ক্যাসিয়োকে আপনার সর্বনাশ করতে দেখেছি, যদি শুনেই থাকি, সে প্রণয়িনীকে নিয়ে জাঁক করে বেড়ায়—তা এইটেই তো স্বাভাবিক—ওর মতো লোকরা তো তাই-ই রটায়।

ও কিছু বলে?

বলে—এক বিছানায়—

কি? গর্জে উঠলেন ওথেলো। একসঙ্গে?

হাঁ—একসঙ্গে বা জড়াজড়ি করে—যাই-ই বলুন না কেন—

ওথেলো বললেন, একসঙ্গে—জড়াজড়ি করে? তার মানে ওর সঙ্গে একই শয্যায়—দৃঢ় আলিঙ্গনে—হা ঈশ্বর—এ তো রীতিমতো কুৎসিত! রুমাল—স্বীকৃতি—এই তো ওর দুষ্কৃতির সাক্ষ্য। শুধু ছায়া তো এ উন্মত্ততা আমার ভিতরে আনতে পারেনি, এনেছে বাস্তবের ভিত্তি। এই তো অশুভের সূচনা: ওদের নাকে নাক, কানে কান, অধরে অধর মিলেছে—এও কি সম্ভব? স্বীকৃতি—ঐ রুমাল—আমি তো পাগল হয়ে যাব!

ওথেলো ডুবে গেলেন ভাবনায়। কারো অস্তিত্ব আর তার কাছে নেই। তিনি ভূপতিত। যেন মৃগীরোগগ্রস্থ।

ইয়াগো তাকিয়ে দেখে ভাবলে, বিষের ক্রিয়া শুরু। এমনি করেই এই নির্বোধদের আমি জালে ফেলেছি, বহু সতী, বহু গুণসম্পন্না নারীও ধরা পড়েছে।

প্রভু, প্রভু! উঠুন, জাগুন! সে বলে উঠল।

এমন সময় ক্যাসিয়ো এসে প্রবেশ করলেন।

কি খবর ক্যাসিয়ো? ইয়াগো শুধালে।

একি? ক্যাসিয়ো ওথেলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

মৃগীর ব্যারাম হয়েছে হুজুরের। এইটে দোসরা ধাক্কা, কালও একবার হয়েছিল।

ওঁর কপালটা ঘসে দাও!

না না, মূর্চ্ছা আস্তে আস্তে ভাঙাই ভাল। জোর করে ভাঙালে মুখে গেঁজলা উঠবে। আর তখন ক্ষেপেও যাবেন খুব! ঐ দেখুন, নড়ছেন! আপনি বরং একটু আড়ালে যান—এখনি উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। উনি চলে গেলে, আপনার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

ক্যাসিয়ো চলে গেলেন, ওথেলো এবার সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন।

ইয়াগো বললে, এখন ভাল তো? মাথায় চোট লাগেনি তো?

কি—ঠাট্টা করছ? ওথেলো বলে উঠলেন।

হা ঈশ্বর—আপনাকে ঠাট্টা! কিন্তু দুর্ভাগ্যকে পুরুষের মত ধারণ করুন—এই আমি চাই।

ওথেলো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন—কি বললে? পুরুষ? প্রতারিত পতি তো পুরুষ নয়, জন্তু!

ইয়াগো মন্তব্য করলে—তাহলে জনবহুল নগরে অমন বহু জন্তু আছে।

বল ইয়াগো—ও স্বীকার করেছে?

হুজুর—পুরুষের মতো হোন! একথা ভাবুন না কেন, প্রতিটি

পুরুষেরই আপনার দশা হতে পারে। এমন লাখো লাখো মানুষ আছে, যারা রাতে যে বিছানায় শোয়, সেটিকে নিজের বলে ভাবে বটে—কিন্তু সেটি যে অন্যের তা জানে না! আপনার দশা তো একটু ভাল—আপনি আপনার বরাতের কথা জানেন। এতো শয়তানের এক অপরূপ খেল মানুষ তার ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে সোহাগে চুমু খায়—একবার সন্দেহও করে না, তাকে সতী বলেই মনে করে। আমার তো অমনটি সইবে না, আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারটা জানতে চাই।

ওথেলো বললেন—তুমি বুদ্ধিমান।

ইয়াগো এবার বললে, আপনি একটু আড়ালে থাকুন। ক্যাসিয়ো এসেছিল। সে আবার আসছে। সে এবার এসে আলাপ করবে। আপনি আড়াল থেকে ওর হাবভাব লক্ষ্য করুন, কথা শুনুন!

শোন, শোন ইয়াগো! আমি ধৈর্যে হব চতুর, আর শোনো—প্রতিশোধে হব ভয়ংকর। ওথেলো গম্ভীর স্বরে বললেন।

তা তো আর অন্যায় নয়! কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনি এবার আসুন!

ওথেলো অন্তরালে চলে গেলেন, ক্যাসিয়ো এসে ঢুকলেন।

ইয়াগো হাসলে, এবার ক্যাসিয়োর প্রণয়িনী বিয়াঙ্কার কথায় তাকে খুশী করতে হবে। আর অন্তরাল থেকে সেই কথা শুনে গর্জে উঠবেন ওথেলো। ক্যাসিয়োর হাসি, তার আনন্দের ভুল ব্যাখ্যা করবেন আজ ওথেলো! তাহলেই তো কার্যসিদ্ধি। ঐ জাল পাকে পাকে জড়াবে। পৃথিবীর সেরা শিকারীও পারবে না, এমনি করে তার শিকারকে জালে জড়াতে।

ক্যাসিয়োকে দেখে বলে উঠল ইয়াগো—আসুন—আসুন সহকারী।

আর সহকারী!—ক্যাসিয়ো বললে, একে তো মরে আছি, তার উপরে ঠাট্টা করছ বন্ধু!

দেসদিমনা ঠাকরুণকে ধরুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর নিম্নস্বরে বললে—ধরুন, এই যদি বিয়াঙ্কা ঠাকরুণ হতেন, তাহলে তো তখনি কাজ ফতে।

ওথেলো অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করছেন, তিনি বলে উঠলেন—ঐ দেখ, ও হাসছে।

ইয়াগো বললে, মেয়েদের এমন ভালবাসা দেখা যায় না।

হাঁ, ও আমাকে ভালবাসে বটে। ক্যাসিয়ো বললে।

ওথেলো শুনছেন কান পেতে।

ইয়াগো বললে—ঠাককুণ বলছিলেন, আপনি নাকি তাকে বিয়ে করছেন?

ক্যাসিয়ো উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন।

ওথেলো ভাবলেন, ইয়াগো দেসদিমনার কথা বলছে। তাই তিনি ভাবলেন—ওরে লম্পট—লম্পট—নারীকে জিনে নিয়ে হাসছিস।

ক্যাসিয়ো হেসে বললে—বিয়ে করব! কি—একটা বেশ্যাকে করব বিয়ে! আমার বুদ্ধির একটু তারিফ করো বন্ধু—বুদ্ধিটা একেবারে নিরেট নয়। না হেসে পারছিনে।

ওথেলোর সরল মন, দেসদিমাকে তিনি ভালবাসেন। অসম বিবাহের কথাও জানেন। যদি দেসদিমনার প্রতি ক্যাসিয়োর প্রকৃত ভালবাসা থাকত, তিনি হয়তো তাকে ক্ষমা করতেন। এতে আরো তিনি আহত হলেন। লম্পট নাগরের প্রতি কুলটার এ প্রেম—এ যে অসহ্য!

ওথেলো বলে উঠলেন, বটে, বটে। যার জয়, সেই হাসে।

কিন্তু জোর গুজব, আপনি নাকি ওকে বিয়ে করছেন। ইয়াগো বললে।

কি বাজে বকছ। ক্যাসিয়ো বললেন—আসল কথাটি বল।

আসল কথাই তো বলছি, তা যদি না বলি—আমি পাজী।

ক্যাসিয়ো বললেন, এটা সেই বানরীর কাজ—রটিয়ে বেড়াচ্ছে। ও তো প্রেমে মশগুল, তাই ভাবে আমি ওকে বিয়ে করব।

ওথেলো বলে উঠলেন, এইবার শুরু হবে কাহিনী।

ওখানেও এসে গলা জড়িয়ে ধরলে—ক্যাসিয়ো বলতে লাগল। এমন কান্নাকাটি, এমন টানাটানি। হাঃ হাঃ হাঃ। এক কাণ্ড বটে!

ওথেলো ভাবভঙ্গী দেখছেন ক্যাসিয়োর, কথা শুনছেন—ভাবলেন, —এবার সে বলবে—কি করে আমার শয়ন মন্দিরে দেসদিমনা ওকে টেনে নিয়ে গেল। ক্যাসিয়ো হুঁসিয়ার।

এমন সময় বিয়াঙ্কা এসে ঢুকল।

বিয়াঙ্কা এসেই সোরগোল তুলে দিলে। সে বললে, কি মতলবে রুমালখানা দিয়েছ বল তো? এক চমৎকার গল্প শোনালে। রুমাল পেয়েছ, অমনি কাজ করে দিতে হবে আর একখানা রুমালে। এ নিশ্চয়ই তোমার কোনো প্রেমিকার উপহার। যেখানেই পেয়ে থাক, আমি এর কাজ নকল করতে পারব না। এই নাও।

কেন, কি হ'ল গো? ক্যাসিয়ো শুধালেন।

ওথেলো অন্তরাল থেকে দেখলেন। এ নিশ্চয়ই তাঁর রুমাল।

আজ রাতে যদি আসবে তো এসো, নইলে আর এসোনা—এই বলে বিয়াঙ্কা রেগে চলে গেল।

বিয়াঙ্কা দাবার ঘুঁটি, ইয়াগোকে চালতে হয়নি। তার চালের মধ্যে এসে গেছে। কিন্তু অজ্ঞান্তে বাজিমাৎ-এর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেল। এতে ইয়াগো আরো খুশী। নিয়তি কে খণ্ডন করবে!

ইয়াগো বললে, এবার সহকারী মশাই ছুটুন ওর পেছনে।

ক্যাসিয়ো প্রণয়িনীর মান ভাঙাতে ছুটলেন। ওথেলো কাছেই ছিলেন, দেয়ালের আড়ালে ছিলেন—এবার বেরিয়ে এলেন। এসেই বললেন, ইয়াগো—বল—বল—কি ভাবে আমি ওকে হত্যা করব?

ইয়াগো উত্তেজনায় আরো ইন্ধন জুগিয়ে বললে—পাপ করেছে, অথচ তার জন্যে কি হাসি!

ইয়াগো! গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন ওথেলো।

ঐ রুমালখানা দেখেছেন হুজুর?

ও কি আমার?

হাঁ—আপনার—আপনার। ঠাকরুণ দিয়েছেন ওঁকে—উনি আবার দিয়েছেন বেশ্যাটাকে।

আমি ওকে হত্যা করব ইয়াগো— তিলে তিলে ন'টি বছর ধরে হত্যা কবব। গুণশালিনী নারী—সুন্দরী নারী—মধুভাষিণী নারী।

না. না, ও কথা ভুলে যান!

অভিশপ্ত হোক ঐ নারী, নিপাত যাক। আমি ওকে হত্যা কবব ইয়াগো। আমার হৃদয় তো পাষাণ—আমার হৃদয়ে আঘাত করে দেখলাম—সে আঘাত তো ঘৃণা হয়ে বাজছে।

প্রভু, ইয়াগো বললে, এতো আপনার মতো মানুষের কথা নয়।

নিপাত যাক ঐ কুলটা! ওকি তাই বলল? সূচীশিল্পে সে নিপুণা, সঙ্গীতে পারঙ্গমা—সঙ্গীতে পশুর পাশবতা শান্ত করে দিতে পারে, বুদ্ধিতে দীপ্তমানা—কল্পনায় প্রখরা……

কিন্তু তবু হীন, অতি হীন, ইয়াগো বললে।

হাঁ—হাজার বার হীন— কিন্তু কি নম্র স্বভাব—কি বিনতি।

ওথেলো প্রেমিক, এত ক্রোধ সত্ত্বেও তিনি দেসদিমনার গুণে মুগ্ধ। তাই বললেন, ইয়াগো, কি আপশোস ইয়াগো।

ইয়াগো দেখলে তার অভিসন্ধি জাল ছিন্ন হয়ে যায় বুঝি, তাই সে বললে, এতো যদি ভালবাসেন, তাকে অবাধে ব্যভিচার করতে দিন।

না, না, আমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব! কি, আমাকে প্রতারণা! ইয়াগো আমাকে বিষ এনে দাও—হাঁ আজ রাতেই। আমি ওকে বিষ দিয়ে হত্যা করব। আমি ওর সঙ্গে কথাটি বলব না, কি জানি ওর সৌন্দর্য যদি আমাকে দুর্বল করে দেয়!

ইয়াগো বললে, না, না, বিষ নয়! ওকে শয্যায় শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করুন।

বেশ, বেশ। ঠিক বলেছ!

ক্যাসিয়োর ভার আমি নিলাম। ইয়াগো বললে।

চমৎকার।

দামামা বেজে উঠল।

কিসের ও দামামা? ওথেলো শুধালেন।

হয়তো ভিনিস থেকে কোন খবর এল। ঐ তো লুদোভিসো আসছেন, সঙ্গে আপনার মন্ত্রী।

ভিনিসের দূত লুদোভিসোর সঙ্গে এসে ঢুকলেন দেসদিমনা ও অনুচরগণ। লুদোভিসো কুশল সম্ভাষণ জানিয়ে ওথেলোর হাতে দিলেন ডোজের পত্র। পত্র খুলে পড়তে লাগলেন ওথেলো। এদিকে লুদোভিসোকে অনুরোধ করলেন দেসদিমনা, তিনি যেন সহকারীর সঙ্গে সেনাপতির মনান্তর মিটিয়ে দেন। ক্যাসিয়ো নির্দোষী; তার উপর তিনি ক্যাসিয়োকে ভালবাসেন। এই উক্তি শুনে ওথেলো পত্র পাঠ করতে করতে চমকে উঠলেন। তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—

উঃ। এ-যে নরকের আগুন।

দেসদিমনা বলে উঠলেন—কি হল স্বামী?

লুদোভিসো জানালেন, না—না—এ পত্রের ব্যাপার। ওঁকে ভিনিসে ডেকে পাঠিয়েছেন, ক্যাসিয়ো এখানে ওঁর বদলে ভার নেবেন।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দেসদিমনা—তাই যদি হয় আমার কি আনন্দ।

ওথেলো গর্জে উঠলেন—সত্য, সত্য। তোমার এ উন্মত্ততায় আমিও খুশী।

সে কি, কি বলছ তুমি ওথেলো? দেসদিমনা তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।

ওথেলো তাঁকে আঘাত করলেন।

আমি তো এ-ব্যবহার আশা করিনি স্বামী।

লুদোভিচো শিক্ষিত, মার্জিত-রুচির মানুষ, তিনি বললেন—একি ব্যবহার!

ওথেলো বলে উঠলেন, শয়তানি—শয়তানি! দুনিয়া যদি নারীর চোখের জলে জন্ম দিতে পারত, তাহলে প্রতি অশ্রু বিন্দুতে সে জন্ম দিতো কুম্ভীরের। কুম্ভীরাশ্রুই মেয়েদের ধর্ম। যা—দূর হয়ে যা!

না, না, আমি যাই—অশ্রুমুখী, অবনমিতা, অপমানিতা, দেসদিমনা বলে উঠলেন। তিনি চলে যাচ্ছেন।

লুদোভিচো বললেন, আপনি ওকে ফেরান, দেখুন তো কেমন মহিলা!

মহিলা ও নয়, ও প্রণয়িনী—ও রক্ষিতা!

স্বামী! দেসদিমনা আর্তনাদ করে উঠলেন।

ওথেলো জ্ঞানহীন, তিনি বললেন, ওকে ফেরাতে বলছেন? ও তো বারে বারে ফিরবে, তবু অমনি করবে। ও কাঁদতে জানে, ও জানে বশ হতে। এ তো ওর ছলনা। আমাকে ওঁরা ডেকেছেন। আমি যাব—ভিনিসে ফিরে যাব!

দেসদিমনা চলে গেলেন।

ক্যাসিয়ো বসবে আমার স্থানে। ক্যাসিয়ো! আমি চলে যাব!

চলে গেলেন ওথেলো।

লুদোভিচো তাকিয়ে রইলেন। তিনি ইয়াগোর দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্ঞান-বুদ্ধি কি কিছু আছে? উনি কি পাগল হননি?

হ্যাঁ পাগলই হয়েছেন।

স্ত্রীকে মারলেন!

খুব খারাপ!

না পত্র পড়ে এমনি হ'ল!

ইয়াগো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, হায়—আমি যা জানি তাতো বলা ঠিক হবে না। আপনি ভাল করে লক্ষ্য রাখুন, সবই বুঝবেন।

দু'জনে এই আলোচনা করতে করতে চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

উত্তুঙ্গে উঠেছে ট্রাজেডী—পরিবেশ আরো শ্বাসবোধী। প্রকাশিত সন্দেহের উন্মত্ততা। ওথেলো এবার প্রাসাদ-দুর্গের কক্ষে কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সন্দিগ্ধ চোখে দেখেছেন সন্দেহের চিহ্ন। যা দেখছেন তাতেই তাঁর সন্দেহ। এমিলিয়াকে জিজ্ঞেস করছেন—সন্দেহজনক অবস্থায় দেখেছে কিনা ক্যাসিয়ো আর দেসদিমনাকে! আর তো আড়াল-আবডাল নেই। এখন তো কলঙ্ক প্রকাশিত। এমিলিয়া ইয়াগোর পত্নী বটে, কিন্তু তার মতো কুচক্রী সে নয়! সে বলে, সে কখনো দেখেনি তাদের অবৈধ আচরণ। কিন্তু ওথেলোর মন অনুমোদন করে না। তিনি তবুও—সন্দিগ্ধ। শুধু ভাবেন—ও নিজের মনিবাণীর দোষ ঢেকে রাখতে চায়। আর ঐ নারী—ও নিশ্চয়ই ছলনা জানে—নিজেরে অবৈধ-প্রেম ঢেকে রাখতে জানে!

তিনি দেসদিমনাকে ডেকে পাঠালেন এমিলিয়াকে দিয়ে। এমিলিয়া তাঁকে নিজে ডেকে নিয়ে এল। তিনি তাঁকে বসিয়ে দিলেন।

মনিবাণী আপনি ঠিক হয়ে বসুন! এমিলিয়া বললে।

প্রেমিকদের একা রেখে দোর বন্ধ করে দিয়ে চলে যাও? যদি কেউ আসে চীৎকার করে, কি কেশে জানিয়ে দিও। ওথেলো হুকুম দিলেন।

এমিলিয়া চলে গেল।

দেসদিমনা বললেন, এ কথার মানে কি বলো তো? তোমার

কথার আড়ালে আছে বিক্ষুব্ধ মনের ক্রোধ—কিন্তু এর মানে কি বলবে ?

কেন বলব—তুমি আমার কে ?

আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী—আমি তোমার প্রকৃত অর্ধাঙ্গিনী, তোমার সহধর্মিনী।

হ্যাঁ, শপথ কর, শপথ কর! ঐ শপথে আরো অধঃপতনের পথে তলিয়ে যাও! ওথেলো বিকৃত মুখে বলে উঠলেন।

কিন্তু ঈশ্বর তো জানেন, আমি কি!

তিনি জানেন, তুমি বিশ্বাসঘাতিনী।

কার কাছে? কার কাছে? কার সঙ্গে? কি করে আমি বিশ্বাসঘাতিনী হলাম স্বামী?

যাও—যাও—নিজেকে আর সমর্থন কোরো না!

ওথেলো কাঁদতে লাগলেন।

হায়! কি দুর্দিন? আর্তকণ্ঠে বলে উঠলেন দেসদিমনা। কেন কাঁদছো? স্বামী, আমি কি ঐ অশ্রুপাতের কারণ? যদি কাকাকে এই ভিনিসে আহ্বানের কারণ ভেবে থাক—আমার দোষ কি? তুমি তাঁর অনুরাগ হারিয়েছ, আমিও তো হারিয়েছি।

ওথেলো বলে উঠলেন, যদি ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করতেন, যদি অপমান লাঞ্ছনা আমার উপর জলধারার মত বর্ষিত হোত, যদি দারিদ্র্যে ডুবে যেতাম—সব সহ্য হোত, একটু থাকত ধৈর্য—কিন্তু যে সম্পদের উপর আমার জীবন, আমার অস্তিত্ব,—আমার জীবনের উৎস—সেই উৎস শুকিয়ে গেল—এতো আমার ধৈর্যেরও ধৈর্যচ্যুতি!

দেসদিমনা বললেন, আমার স্বামী নিশ্চয়ই আমাকে সাধ্বী বলে জানেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি! মাছি যেমন কষাই-এর মাংসে উড়ে উড়ে বেড়ায়, প্রসব করে—তুমি তো তেমনি! তুমি আগাছা—বাইরে

সুশোভা তোমার—গন্ধে মাতাল করে দাও—হায়, তোমার যদি না জন্ম হোত!

কি পাপ করেছি নিজের অজ্ঞাতে, বল!

ওথেলো বলে চললেন, সুন্দর পুথি, এই প্রকৃতির কারুকর্ম—এই সুন্দর পুথি!—অথচ ওখানে লেখা আছে—পতিতা এই কথাটি। জানতে চাও—কি করেছ? ওরে বেশ্যা, আমি কি বলব তোর দুষ্কার্যের কথা—তাহলে তো আগুন জ্বলে উঠবে—আমার নিয়তি তো ছারখার হয়ে যাবে।

দেসদিমনা বললেন, এ তোমার অন্যায় অবিচার!

তুমি বেশ্যা নও?

না, না, আমি খৃষ্টান—সেই দোহাই পেড়েই বলছি—যদি এই কমনীয় দেহকে পাপ-স্পর্শ থেকে রক্ষা করাই বেশ্যা না হওয়া হয়, তাহলে আমি তো তা নই!

কি, বেশ্যা নও?

না, নিজের মুক্তির আশা তো রাখি।

একি সম্ভব! একি সম্ভব!

দ্বিধাগ্রস্থ মন, তাই ওথেলো বললেন, ক্ষমা কর! আমি তো ভেবেছিলাম, ভিনিসের সেরা পতিতাকে বিয়ে করেছে ওথেলো। উচ্চ-কণ্ঠে বলে উঠলেন—ওরে, উপপত্নী—ওরে রক্ষিতা—তুই তো নরকের প্রহরিণী—যেমন স্বর্গের প্রহরী ঐ সন্ত পীটার।

এমিলিয়া এসে ঢুকল। তিনি তাকে দেখে বললেন,

ওই বক্‌শিস নাও এমিলিয়া—আমি তোমাদের গোপন কথা গোপন রাখতে বলেছিলাম—তুমি তা করেছ!—ওথেলো ছুটে চলে গেলেন।

এমিলিয়া বললে, কর্তার আজ হলো কি?

কে কর্তা? দেসদিমনা বলে উঠলেন, কে আমার প্রভু? আমার তো কেউ নেই! এমিলিয়া কথা বোলো না! আমি

তো কাঁদতেও পারছিনে, আমার তো কোন জবাব নেই। কিন্তু কেন কাঁদব? আজ আমাকে পেতে দিয়ো বিবাহ-বাসরের শয্যা—ভুলো না! যাও—তোমার স্বামীকে ডেকে আনো!

এমিলিয়া চলে গেল।

দেসদিমনা আপন মনে বলে উঠলেন—হ্যাঁ এই তো যোগ্য ব্যবহার পেলাম!

এবার ইয়াগোর সঙ্গে এমিলিয়া এসে ঢুকল।

ঠাকুরুণ কেন ডেকেছেন? ইয়াগো শুধালো!

জানি না তো! শিশুর মতোই উনি আমাকে বললেন, শিশুর মতোই আমি শুনলাম।

ইয়াগো যেন কিছুই জানেনা, এমনি ভাব দেখালে।

এমিলিয়া জানালে, উনি ঠাকরুণকে বেশ্যা বলে গাল দিয়েছেন।

দেসদিমনা বলে উঠলেন, ইয়াগো, আমার কি ঐ নাম? আমার স্বামী যা বললেন—আমার কি ঐ নাম?

এমিলিয়া বললে, উনি যা বলেছেন, একটা ভিক্ষুকও তার প্রণয়িনীকে অমন গাল দেয় না!

কেন—এর কারণ কি? ইয়াগো শুধালো।

দেসদিমনা বললেন, জানি না। তিনি কেঁদে ফেললেন।

ইয়াগো বললে, কাঁদবেন না ঠাক্রুণ!

এমিলিয়া বললে, এরই জন্য কি উনি কত প্রস্তাব আর প্রার্থনা ফিরিয়ে দিয়েছেন, এরই জন্য কি উনি নিজের দেশ, নিজের বন্ধুদের ত্যাগ করেছেন! বেশ্যা—বেশ্যা! এই নামের জন্য কি?

কেন এমন মতিগতি হল? ইয়াগো বললে।

ঈশ্বর জানেন—দেসদিমনা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন!

এ যদি কোন পাজির কাজ না হয়, আমাকে ফাঁসি লটকে দিয়ো। এমিলিয়া বললে।

না, না, এমন পাজি কে আছে? ইয়াগো তাড়াতাড়ি বললে, এ যে অসম্ভব!

যদি এমন মানুষ থাকে, ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করুন! দেসদিমনা বলে উঠলেন!

অমন মানুষের গলায় দড়ি! বেশ্যা! বেশ্যার মত কি দেখেছে? কোন লোকটাকে ওঁর সঙ্গে দেখেছে?

এ নিশ্চয়ই কোন পাজি সেনাপতিকে বুঝিয়েছে। ঈশ্বর করুন, তাদের মুখোস খসে পড়ুক, আর তাদের ন্যাংটো করে দুনিয়ার এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান।

ইয়াগো স্বয়ং সেই পাজী, তাই সে এমিলিয়াকে একটু সংযত হয়ে কথা বলতে বললে।

এমিলিয়া বললে, ওরা জাহান্নামে যাক! এমনি এক ভদ্রলোক তো আমার নামে বলে তোমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে দিয়েছিল। তুমি আমাকে নিয়ে মূরকে পর্যন্ত সন্দেহ করেছিলে।

বোকা কোথাকার! ইয়াগো বলে উঠলো।

দেসদিমনা বললেন, ইয়াগো—বলুন, কি করে আমার স্বামীব বিরাগ দূর হবে? আমি তো নতজানু হয়ে বলছি, যদি ওথেলোকে ছাডা অন্য কাউকে কামনা কবে থাকি, অন্য কাউকে ভজনা করে থাকি—তাহলে যেন জীবনে সুখ শান্তি না পাই! ওথেলোর বিরাগ আমার জীবন নাশ করতে পারে, কিন্তু আমার ভালবাসা তো ধ্বংস করতে পারবে না। আমি যে বেশ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে পারছিনে। আমার মুখ যে অপবিত্র হযে গেল, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ দিলেও তো কেউ আমাকে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করাতে পারবে না!

ইয়াগো হিংস্র আনন্দে ভরপুর—আবার দেসদিমনার প্রতি তার মায়াও আছে—কিন্তু প্রতিশোধের উন্মত্ততা, আর আসক্তি সে-মায়া ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে শুধু বললে,—ও কিছু নয়—ও মনের খেয়াল।

এমন সময় বাদ্যধ্বনি ঘোষণা করলে নৈশভোজের। দেসদিমনাও এমিলিয়া চলে গেলেন। এবার রডারিগো এসে ঢুকল।

রডারিগো এসেই ইয়াগোকে দুষল, সে তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। দেসদিমনা লাভের কোন ভরসাই নেই। তার টাকাকড়ি গেছে—সে এখন নিঃস্ব। কত হীরে-জহরৎ উপহার দিয়েছে, যাতে তাপসীর মন টলে, অথচ দেসদিমনা অটল। ইয়াগো তবু তাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে। কিন্তু রডারিগো একেবারে দৃঢ়সংকল্প। তার কথা, হীরে-জহরৎ যা গেছে, সেগুলি ফিরিয়ে আনুক ইয়াগো, সে আর পরস্ত্রীর উপর লোভ করবে না। দেসদিমনা না দিলে, সে ইয়াগোর কাছ থেকে আদায় করে নেবে।

ইয়াগো বুদ্ধিহীনের এই ক্রোধ দেখে হাসল, সে বললে, ক্যাসিয়ো এখন শাসনকর্তা। ওথেলো সস্ত্রীক ফিরে যাচ্ছেন ভিনিসে। ক্যাসিয়োকে সরাতে হবে। তাহলে ওথেলো আর ফিরে যাবেন না, দেসদিমনা-লাভও হবে।

রডারিগো ভয় পেল—এ যে গুণ্ডার কাজ।

ইয়াগো বললে, রাতে ক্যাসিয়ো যাবে তার রক্ষিতার কাছে। তাকে পথ থেকেই সরাতে হবে। ক্যাসিয়োকে সরানো দরকার। এ কাজ করতেই হবে।

কেন করতে হবে?—আমাকে বুঝিয়ে দাও।

ইয়াগো হেসে বললে, দেব, এমন ভাবে বুঝিয়ে দেব, তুমি খুশী হবে।

দুজনে চলে গেল।

॥ তিন ॥

প্রাসাদ-দুর্গ। নৈশভোজ শেষ। লুদোভিচো যাচ্ছেন তাঁর শয়ন-কক্ষে। সঙ্গে ওথেলো, দেসদিমনা ও এমিলিয়া।

আর কেন? লুদোভিচো বললেন—এবার আপনারা যান!

না, না, ওথেলো বললেন, একটু বেড়াই, বেড়াতে ভাল লাগে।

দেসদিমনার দিকে তাকিয়ে লুদোভিচো বললেন—শুভরাত্রি।

দেসদিমনা বললেন, আপনি তো আমাদের সবচেয়ে স্বাগত অতিথি।

আপনি চলুন! ওথেলো বললেন। দেসদিমনা তুমি শোও গে। আমি আসছি। আজ যেন সহচরীরা কেউ না থাকে।

তাই হবে। দেসদিমনা বললেন।

ওথেলো আর লুদোভিচো চলে গেলেন।

এমিলিয়া বললে, উনি আজ শান্ত আছেন।

উনি তো এখানে ফিরে আসবেন, দেসদিমনা বললে। তোমাকে বিদায় দিতে বললেন। এমিলিয়া আমার রাতের পোশাক দিয়ে চলে যাও। এখন তো ওঁকে চটানো ঠিক হবে না।

ওঁর সঙ্গে তোমার দেখা না হলেই ভাল হোত সখী—এমিলিয়া বলে উঠল।

আমার তা মনে হয় না—আমি ওঁকে ভালবাসি—ওঁর এই রুক্ষ ব্যবহার, ভ্রূকুটিও ভাল লাগে। আমার বোতামটা খুলে দাও তো।

আমি বিবাহশয্যা পেতে দিয়েছি সখী।

সখী, যদি তোমার আগে মরি, ঐ চাদর দিয়ে আমার দেহ জড়িয়ে দিয়ো। ঢেকে দিয়ো।

কি বাজে বকছ!

দেসদিমনা বলতে লাগলেন—মার দাসী ছিল বার্বারী। একজনকে সে ভালবাসলে, সে তাকে ছেড়ে চলে গেল। সে গাইতো উইলো শাখার গান। ঐ গান গাইতে গাইতে মরলো—আজ সেই গানের কলি মনে পড়ছে। গাইতে ইচ্ছে করছে।

আমি কি রাতের পোশাক আনব?

না, শুধু জামাটা খুলে দাও। লুদোভিচো চমৎকার মানুষ।

হ্যাঁ, সুপুরুষ।

কথা বলে সুন্দর!

এমিলিয়া বললে, আমি ভিনিসের একটি মেয়েকে জানি, সে ওকে চুমু খেতে পেলে পালেস্তাইনে ছুটতেও রাজী।

দেসদিমনা গাইতে লাগলেন—

একাকিনী ওই বালা
বসে তরুতলে।
গান গায় শ্যামল উইলোর।
বুকের উপরে তার হাত, মাথা ঝুলে পড়েছে বুকে।
সে গান গায়—
নদী বয়ে যায়
তার ব্যথার গুণগুণানি তোলে
উইলোর গান গায়।
লবণাক্ত জল ঝরে ঝরে পড়ে, পাথর গলে যায়॥
উইলোর গাও গান—গান
সে তো আসবে
সবুজ উইলো হবে আমার মালা—
আমাকে দোষী কোরো না—
ওর ঘৃণাও আমার সুখ।

ও কি—কে ধাক্কা দেয় দরজায়?

হঠাৎ গান থামিয়ে শুধালেন দেসদিমনা।

এমিলিয়া বললে—বাতাস!

দেসদিমনা আবার গান ধরলেন—

আমার প্রেম তো মিছে ছলনা
কিন্তু কি বলেছিল ও?
উইলো গাও—গাও গান
আমি যদি অন্য নারীর কাছে যাই,
তুমি যেয়ো ভিন্ পুরুষের কাছে।

যাও—এমিলিয়া যাও—বিদায়! আমার চোখ জ্বালা করছে।

জল ঝরবে তবে কি!

এমিলিয়া, স্ত্রী কি পারে পতিকে প্রতারণা করতে?

তা তেমন স্ত্রী আছে বই কি!

তুমি পারবে—দুনিয়া পেলেও পারবে?

কেন পারব না?

না, না, ঐ যে চাঁদ—ঐ চাঁদ সাক্ষী—পারবে না।

এমিলিয়া বললে, আমি পারব—পারব—আলোতে যেমন, তেমন আঁধারেও পারব।

পারবে—দুনিয়া পেলে পারবে? দেসদিমনা অধীর হয়ে বলে উঠলেন।

দুনিয়া মস্ত বড় সখী—অমন তুচ্ছ পাপের জবর বকশিস্।

না, না, পারবে না!

আমার পারা তো উচিত। তারও প্রতিকার আছে। একটা আঙটি কি এক প্রস্থ মিহি কাপড়, গাউন কি সায়ার জন্যে নিজেকে বিকোব না। কিন্তু দুনিয়া পেলে স্বামীর সঙ্গে ছলনা করে তাঁকে দুনিয়ার মালিক করে দিতে কে না চায়!

আমি যদি অমন অন্যায় করি, তাহলে যেন আমার নরকবাস হয়!

অন্যায় তো দুনিয়ার চোখে, এমিলিয়া বললে। তুমি যখন দুনিয়ার মালিক হবে, ঐটেই ন্যায় বলে জাহির করবে।

কিন্তু—এমন নারী কি আছে?

ডজনে ডজনে আছে। কিন্তু আমার কথা কি জান—স্ত্রীরা যে বিপথে যায়—এর জন্য স্বামীরাই দোষী। হয়তো আমাদের দিকে তেমন মনোযোগ দেয় না, নয়তো শুধু-শুধু ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে—আমাদের নজরে রাখে—গতিবিধি শাসন করে—নয়তো পেটায়—নয়তো হাত খরচার টাকা কমায়। আমরা এমনি কোমলা—

কিন্তু আমাদের প্রতিশোধের স্পৃহাও আছে। স্বামীদের বোঝা উচিত—স্ত্রীদেরও মন আছে, ইন্দ্রিয় আছে—তারাও গন্ধ শোঁকে, মিষ্টি-তেঁতো চিনে নিতে পারে! ওরা যখন আমাদের অন্যের জন্য ছেড়ে যায়—তখন কি! এ ওদের কামনা—দুর্বলতা। আমাদেরও তো কামনা আছে, অনুভূতি আছে, দুর্বলতাও আছে—তাই আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত—পুরুষেরাই পহেলা দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।

কু-দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে বলে আমাকে যেন মন্দ না হতে হয়—ঈশ্বর এই করুন! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন দেসদিমনা।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠল। ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়ে ছিল, তারপর কিছুকাল কেটে গেছে। এখন জাল দৃঢ়বদ্ধ। ওথেলোর সরল মনে শুধু সন্দেহের বীজই ঢোকেনি। এখন আর সন্দেহ নেই। এখন তা দৃঢ় প্রত্যয়। তবু তো চক্রীর চক্রান্তের শেষ নেই। সে এখনো উপসংহারে ঘটনাকে টেনে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। তাই তাকে আবার আমরা দেখলাম দুর্গের সম্মুখে, পথে। রডারিগো আর তার সঙ্গীকে।

সে বললো, ঐখানে ঐ কাণাচে দাঁড়িয়ে থাক, ক্যাসিয়ো আসছে। ও এলেই তলোয়ার আমূল বুকে বসিয়ে দেবে। একটুও দ্বিধা কোরো না। আমি কাছেই থাকব, যদি পার তো বরাত ফিরবে। আর না পারলে সব যাবে। তাই সাহসে বুক বাঁধো!

তুমি কাছে থেকো। রডারিগো বললে, আমার আঘাত ফসকে যেতে পারে।

কাছেই থাকব। একটু সাহস কর।

সে অন্তরালে চলে গেল।

রডারিগোকে ইয়াগো বুঝিয়ে এনেছে, নইলে তার ইচ্ছা নেই। ইয়াগো বলেছে ক্যাসিয়োর মৃত্যুতে তাদের বরাত ফিরবে। ইয়াগো খুশী। সে উত্তেজিত করে তুলেছে এক নির্বোধকে। আর তার আশা ক্যাসিয়ো আর রডারিগো দুজনেই এ যুদ্ধে প্রাণ হারাবে। ওরা না মরলে, রডারিগো চাইবে হীরে জহরৎ, আবার ক্যাসিয়ো তার হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে। এ ফন্দি ভেস্তে গেলে তার সমূহ বিপদ। তাই ক্যাসিয়োকে মরতেই হবে। আর সে হবে রডারিগোর বলি। পদধ্বনি শোনা গেল। ইয়াগো চিনলে—এ নিশ্চয়ই ক্যাসিয়ো।

ক্যাসিয়ো ঢুকতেই রডারিগো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্যাসিয়ো তলোয়ার বার করে তাকে আহত করল। ইয়াগো অন্তরাল থেকে বার হয়ে ক্যাসিয়োকে আঘাত করে পালিয়ে গেল। তাঁর পায়ে আঘাত লেগেছে। ক্যাসিয়ো চেঁচিয়ে উঠলেন।

হত্যা—হত্যা—খুন, খুন!

ওথেলো ছুটে এলেন, এসে দেখলেন ভূলুণ্ঠিত ক্যাসিয়ো। তিনি উল্লসিত। বীর ইয়াগো, সৎ ইয়াগো রেখেছে তার কথা। দেসদিমনার প্রণয়ী মৃত। এবার দেসদিমনার কাল পূর্ণ—কামনায় কলুষিত ঐ শয্যা—সে তো রক্তে কলঙ্কিত হবে। ওথেলো উন্মাদের মত ছুটে চলে গেলেন। আর্তধ্বনি করছেন ক্যাসিয়ো—আলো—আলো, বৈদ্য—আমি মরছি। বাঁচাও! রডারিগো তখনো পড়ে আছে। এমন সময় এলেন লুদোভিচো আর গ্রাসিয়ো। আলো নিয়ে এসে ঢুকলো ইয়াগো। ক্যাসিয়ো আর রডারিগোকে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় দেখা গেল। ইয়াগো রডারিগোকে আঘাত করল।

ক্যাসিয়ো আহত, তাকে সেবা করা হল। এমন সময় এল বিয়াঙ্কা।

কি ব্যাপার? কার চীৎকার শুনলাম না? বিয়াঙ্কা বলল, আমার ক্যাসিয়ো—নিশ্চয়ই আমার ক্যাসিয়ো!

ক্যাসিয়ো তোমাকে কে এমন আঘাত করল? আহা ক্ষতস্থান বেঁধে দিই—ইয়াগো বললে।

ক্যাসিয়ো এরই মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

ইয়াগো বললে, এই রক্ষিতাটাও এই খুনের ষড়যন্ত্রে আছে। আসুন, আলো দিয়ে চারিদিক দেখি! হায় এ-যে আমাদের রডারিগো পড়ে আছেন।

কে—ভিনিসের রডারিগো? লুদোভিচো অবাক হলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ,! তাঁকে চেনেন?

চিনি বৈকি!

ক্যাসিয়ো আর রডারিগোকে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে গেল। এমন সময় এসে ঢুকল এমিলিয়া।

সে বললে, ব্যাপার কি স্বামী?

ক্যাসিয়োকে রডারিগো আর কয়েকজন বদমাস আক্রমণ করে। বদমাসগুলো পালায়। ক্যাসিয়ো প্রায় মৃত, রডারিগো একেবারে।

ক্যাসিয়ো অর্ধমৃত! এমিলিয়া বললে।

বাজে মেয়ের পেছনে ঘুরলে এমনিই হয়। ক্যাসিয়ো কোথায় রাতে যান, খোঁজ নিয়ো তো।

বিয়াঙ্কা ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বললে, আমার বাড়িতে।

তাহলে আমার সঙ্গে চল!

এমিলিয়া বললে, ছিঃ ছিঃ, বেশ্যা কোথাকার!

বিয়াঙ্কা বললে, আমি বেশ্যা নই। তোমার মতই জীবন কাটাই।

আমার মত। মিথ্যেকথা!

ইয়াগো তাড়াতাড়ি বললে, সবাই চলুন, দেখিগে ক্যাসিয়োর কি চিকিৎসা হচ্ছে।

মনে মনে সে বললে—আজকের রাতের ঘটনা, হয় আমার ভাগ্য গড়বে, নয় তো আমার সর্বনাশ করবে।

॥ দুই ॥

রাত অনেক। কে জানে দ্বিপ্রহর কিনা! হয়তো।

প্রাসাদ-দুর্গের হলের পর হল পার হয়ে নিঃশব্দে যদি এস এই নিভৃত কক্ষে, দেখবে—বিবাহশয্যায় শয়ান দেসদিমনা। নিষ্পাপ মুখখানি তাঁর দেখা যায়। ফুলের মতই সুন্দর, কমল কোমল মুখখানি। শুধু দুঃখে ম্লান, বিবর্ণ। দীপাধারে জ্বলছে দীপ। নিদ্রায় বিভোর দেসদিমনা। নিদ্রা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে মুখে। তাই আরো সুন্দর সে।

হাওয়ায় নড়ে উঠল সূক্ষ্ম কারুকার্যময় পরদা। দীপশিখা চঞ্চল, একটি শব্দ। ·ধীরে ধীরে প্রেতের মত এসে ঢুকলেন ওথেলো।

এই কি সেই বীর ওথেলো—বীর!

ওথেলো ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। ভিনিসীয় দীর্ঘ আরশিতে পড়ল তাঁর ছায়া। দীপাধারের দীপমালা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীর্ঘ ছায়া পড়েছে—আরশিতে—কৃষ্ণছায়া। চমকে উঠলেন ওথেলো। দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝরে পড়ল। বলে উঠলেন মৃদুকণ্ঠে,—

এই তো কারণ—এই তো কারণ। এই তো কারণ। ওথেলো আরশীর কাছে এগিয়ে গেলেন, জানালা দিয়ে তাকালেন আকাশের দিকে। তারা ভরা আকাশ। আবার স্বর ঝরে পড়ল।

আকাশে পবিত্র তারার মালা, তোমাদের কাছে তো আমি বলতে পারব না। তবু এই তো কারণ—এই তো ব্যাভিচারের কারণ। না, না, রক্তপাত তো করব না। তুষার শুভ্র চামড়ায় তো দাগ এঁকে দেব না। ওতো স্ফটিকে গড়া স্তম্ভ—স্ফটিকে খোদাই—কিন্তু মরতে তো হবে—নইলে আরো কতজনের বিশ্বাস ভঙ্গ কববে—বিশ্বাসহন্ত্রী হবে। তাহলে এবার ঐ দীপ নিবিয়ে দিই—দিই নিবিয়ে। যদি নিবিয়েও দিই—আবার তো জ্বালাতে পারব—কিন্তু দেসদিমনা, তোমার জীবনের দীপ নিবিয়ে দিলে আর তো জ্বালানো যাবে না। আর তো প্রকৃতির এই অতুলন কারুকর্ম ফিরে পাব না। পাবনা এই নমুনা—জানি না কোথায় পাব জীবনের সেই আলো যা দিয়ে আবার জ্বালিয়ে দেব দীপ। যখন গোলাপ তুলি তাকে তো আর জীবনীশক্তি দিতে পারিনে। শুকিয়ে তো যাবেই। জীবন্ত গাছেই তো তার সুবাস।

তিনি এগিয়ে এসে দেসদিমনার কপালে মৃদু চুম্বন করলেন।

ওর নিঃশ্বাসে তো ন্যায়দণ্ড খসে পড়ে। আর একবার চুমু খাই—আর একবার!

যখন মরে যাবে, তখনো এমনি থাকবে! আমি তোমাকে

হত্যা করব, তারপরে ভালবাসব—খুব ভালবাসব! আর একবার চুমু খাব—ওই শেষ চুম্বন। এমন সুন্দর আর এমন বিষময়ী। না কেঁদে তো পারছি নে, কিন্তু চোখের জল তো আমার মন গলাতে পারবে না—টলাতে পারবে না! আমার নিষ্ঠুর সংকল্পের তো পরিবর্তন হবে না! কিন্তু আমার দুঃখ তো স্বর্গীয়—ন্যায়ের দণ্ড দিতে সে উদ্যত—প্রেমের অন্যায়ের প্রতিহিংসায় সে উন্মত্ত—অধীর।

দেসদিমনা হঠাৎ জেগে উঠলেন, মুখে হাসি।

কে—ওথেলো?

হ্যাঁ, দেসদিমনা।

স্বামী—শয্যায় আসবে না?

দেসদিমনা, ধীরে ডাকলেন ওথেলো—আজ প্রার্থনা করেছ?

হ্যাঁ স্বামী।

যদি কোন পাপের অনুশোচনা না করে থাক, এখন সেই পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।

তার মানে কি?

জলদি কর—তোমার আত্মাকে তো আমি হত্যা করতে চাইনে।

হত্যা? বিস্ফারিত চোখে তাকালেন দেসদিমনা।

হ্যাঁ—আমি করব!

ঈশ্বর। ঈশ্বর।

স্বস্তি। স্বস্তি। ওথেলো করজোড়ে বলে উঠলেন।

তুমি ওকথা বললে, আর তো তোমাকে হত্যা করতে পারব না!

হুঁ।

কিন্তু তবু তোমাকে আমার ভয়, সর্বনাশা তোমার দুই চোখ—কেন ভয় জানি না। আমার তো পাপ নেই কিন্তু তবু ভালবাসি।

নিজের পাপ স্মরণ কর।

তোমাকে ভালবেসেছি—তাই কি আমার পাপ?

হ্যাঁ, তার জন্যেই মরতে হবে।

তোমাকে ভালবেসেছি বলে হত্যা করবে—এতো অস্বাভাবিক! কেন অধর দংশন করছ? এক রক্তলিপ্সায় হৃদয় কাঁপছে—এই তো অশুভ সংকেত—কিন্তু তবু আমার আশা—এ-খড়্গ আমার জন্যে নয়।

চুপ! স্থির হও! গম্ভীর কণ্ঠে বেজে উঠল।

বেশ! কিন্তু কি ব্যাপার?

ঐ রুমাল—তোমাকে দিয়েছিলাম—তুমি দিয়েছ ক্যাসিয়োকে।

না, না, দেসদিমনা আর্তনাদ করে উঠলো। ওকে ডাক, ডেকে জিজ্ঞেস কর।

চুপ—অন্তিম শয্যায় মিথ্যা বলে আত্মাকে ছলনা করো না!

কিন্তু আমি তো মরব না!

মরতে হবে। পাপ স্বীকার কর! তোমাকে মরতে হবে!

ঈশ্বর, দয়া কর! করজোড়ে বলে উঠল দেসদিমনা। কিন্তু আমি তো ক্যাসিয়োকে ভালবাসিনে। আমি তো তাকে উপহার দিইনি।

তোমার রুমাল দেখছি তার হাতে। ওরে মিথ্যাবাদী, আমার হৃদয় তো পাষাণ করে তুলেছিস, আমাকে হত্যাকারীর ক্রোধে উদ্দীপ্ত করেছিস—অথচ আমি তো তোকে ন্যায়ের কাছে বলি দিতে চেয়েছিলাম। ঐ রুমাল আমি দেখেছি।

আমার রুমাল সে হয়ত পেয়েছে। আমি তাকে উপহার দিইনি!

সে স্বীকার করেছে!

কি?

সে তোমাকে—সে তোমাকে ব্যবহার করেছে!

কি?

হ্যাঁ!

না না! এ কথা সে বলতে পারে না!

তার কণ্ঠ স্তব্ধ। ইয়াগোই বলেছে।

মৃত?

যদি তার আমার যত চুল, তত জীবনও থাকে, সে আমার প্রতিহিংসা থেকে রেহাই পাবে না।

হায় যিনি মৃত—আমার সর্বনাশ হল। দেসদিমনা আর্তনাদ করে উঠল।

ওথেলো চীৎকার করে উঠলেন—ওরে কুলটা—আমার সম্মুখে কাঁদছিস ওর জন্যে!

আমাকে তুমি নির্বাসিত কর, মেরো না!

ওরে কুলটা!

কাল মেরো—আজ শুধু এই রাতটুকু বাঁচিয়ে রাখ! অনুনয় ঝরে পড়ল দেসদিমনার।

না।

মাত্র আধ ঘণ্টা।

অনেক সময় দিয়েছি, আর নয়!

দেসদিমনা স্থিরকণ্ঠে বললে, তাহলে শুধু প্রার্থনার সময়টুকু দাও।

ওথেলো চুপ করে রইলেন। মুহূর্তকালের বিরতি। তারপর বলে উঠলেন—আর দেরী নয়!

তিনি দেসদিমনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শ্বাসরোধ করে দিলেন।

সেই কক্ষ।—একটুক্ষণ আগে ছিল দেসদিমনা—এখন কি আছে? কিন্তু সব নিস্তব্ধ। দীপাধারে তেমনি দীপশিখা।

এমন সময় বাইরে থেকে শোনা গেল এমিলিয়ার স্বর।

প্রভু, প্রভু!

ওথেলো বধির, শুধু দেসদিমনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। শুনছেন শব্দ। এখনো নিঃশ্বাস পড়ছে—এখনো বুঝি স্পন্দন! এখনো সম্পূর্ণ হয়নি কাজ। আবার হাত ফিরে এল কণ্ঠে।

আবার ডাক—প্রভু, প্রভু!

এমিলিয়ার কাতরস্বর—প্রভু, সংবাদ আছে—দরজা খুলুন।

ওথেলো বলে উঠলেন, একটু অপেক্ষা কর, দরজা খুলে দেব। ওকি? নড়ে উঠেছে। ঐ এমিলিয়া আসছে—আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইবে। আমার স্ত্রী? আমার স্ত্রী! কে আমার স্ত্রী? আমার তো স্ত্রী নেই! উঃ সময় কি অসহ্য—কি ভারী—আমার তো মনে হয়েছিল—পৃথিবী ঢেকে গেছে আঁধারে—সূর্য-চন্দ্রের গ্রহণ লেগেছে—

প্রভু, খুলুন!

ওথেলো উঠে বসলেন। আচ্ছাদনে আবৃত করলেন দেসদিমনাকে। তারপর দরজা খুলে দিলেন।

এমিলিয়া এসে খবর দিলে, দুর্গের বাইরে খুন হয়েছে। ক্যাসিয়োর হাতে রডারিগো মৃত।

ওথেলো চিৎকার করে উঠলেন—তাহলে তাল ভঙ্গ হল! প্রতিহিংসার মধুস্বর এখন বায়স-চিৎকার।

দেসদিমনা এখনো মৃতা নয়, তার অন্তিম দশা—সে ক্ষীণস্বরে বলে উঠল—ওঃ। মিথ্যা অপবাদ—হত্যা।

এমিলিয়া চমকে উঠল—একি—কার এই আর্তস্বর?

ওথেলো বললেন, স্বর? কার স্বর।

এ আমার সখীর স্বর। সখী—সখী। আচ্ছাদন টেনে খুলে ফেলল এমিলিয়া।

একি সখী—কে এ দশা করলে?

আমি নিজে। প্রভুকে বোলো, তিনি যেন আমার কথা মনে রাখেন; বিদায়।

শেষ নিঃশ্বাস ঝড়ে পড়ল।

ওথেলো বলে উঠলো—হত—কেন হত হবে?

কে জানে?

তুমি তো শুনেছ, আমি হত্যা করিনি।

হাঁ, উনি তো তাই বললেন।

একটু হেসে উঠলেন ওথেলো—জ্বলন্ত নরকে ওর স্থান। আমি—আমিই ওকে হত্যা করেছি।

ও—তোমার জন্যে মিথ্যা বলে স্বর্গে গেছে—নরাধম।

ও ব্যাভিচারিণী—ও বেশ্যা।

তুমি শয়তান।

ও জলের মতো ছলনাময়ী।

আর তুমি আগুনের মত হঠকারী। উনি স্বর্গের দেবী।

তোমার স্বামী সব জানে, ওথেলো বললেন।

আমার স্বামী?

হ্যাঁ।

সে বলেছে, বিবাহ বন্ধন উনি কলঙ্কিত করেছেন?

হাঁ—ক্যাসিয়োর সঙ্গে। ও যদি সতী হোত, আমাকে ঈশ্বর যদি হীরকময় এক স্বর্গ গড়ে দিতেন, আমি ওর বদলে তাও চাইতাম না।

এমিলিয়া শুধালে—আমার স্বামী?

হ্যাঁ, সে সৎ, সে ঘৃণা করে ব্যাভিচার।

আমার স্বামী?

কেন বার বার বলছ! হ্যাঁ, বলছি তো তোমার স্বামী—উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন ওথেলো। সে বলেছে—ঐ নারী ছিল ব্যাভিচারিণী। সাধু—সাধু ঐ ইয়াগো।

এমিলিয়া চিৎকার করে উঠল, যদি সে বলে থাকে, তার ঐ অভিশপ্ত আত্মা নরক যন্ত্রণা ভোগ করুক। ও মিথ্যাবাদী। আমার মনিবাণী তাঁর এই অযোগ্য মূরকেই ভালবাসতেন।

কি স্পর্দ্ধা।

এমিলিয়া নির্ভিক কণ্ঠে বললে—তোমার যা-খুশি করতে পার—

কিন্তু তোমার এই কুকীর্তি তো দেসদিমনার যোগ্য পতির কাজ নয়।

চুপ, চুপ।

তোমার সাধ্য নয় আমার ক্ষতি কর! ওরে নির্বোধ! তুমি যে কাজ করেছ—।

ওথেলো নিষ্কাষিত করলেন তলোয়ার।

এমিলিয়া বলে উঠল, তোমার তলোয়ারকে আমি ডরাইনে। আমি তোমার কথা বলে দেব—আমার মত বিশটি জীবনও যদি যায় সেও ভি আচ্ছা। কে আছ—রক্ষাকর। রক্ষাকর। মূর আমার মনিবাণীকে হত্যা করেছে। খুন—খুন—হত্যা—হত্যা।

এমিলিয়ার চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মন্তানো, গ্রাসিয়ানো, ইয়াগো এবং আরো অনেকেই। তাঁরা এসেই শুধালেন—ব্যাপার কি? এমিলিয়া স্বামীকে দেখে বলে উঠল,

শোন, শোন, এই দুষ্ট ওথেলো তোমার সম্পর্কে যা বলছে, প্রমাণ কর তা মিথ্যা। সে বলে, তুমি বলেছ তার স্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতিনী। আমি তো, জানি, তুমি বলনি। তুমি এমন দুর্জন নও! আমার কথায় উত্তর দাও—আমি বড়ই উদ্‌বিগ্ন।

আমি আমার মত জানিয়েছি, ইয়াগো বললে, তার বেশি তো কিছু বলিনি। উনি যা জেনেছেন তা সত্য।

কি, তুমি বলেছ—তিনি ব্যাভিচারিণী?

হ্যাঁ বলেছি।

তুমি মিথ্যে কথা বলেছ—এ এক জঘন্য মিথ্যে কথা। আমার আত্মার নামে শপথ করে বলছি—এ মিথ্যা—হীন, হীন, মিথ্যা। তিনি ক্যাসিয়োর সঙ্গে—তুমি কি ক্যাশিয়োর সঙ্গে বলেছ?

হাঁ, ক্যাশিয়োর সঙ্গে। এখন চুপ কর।

আমি তো চুপ করব না। কথা আমাকে বলতেই হবে। আমার মনিবাণী তার শয্যায় হত।

না, না, ঈশ্বর না করুন। সকলে চিৎকার করে উঠলেন সমস্বরে।

এমিলিয়া বললে—আর তোমার কথাই হত্যায় উত্তেজিত করল।

ওথেলো এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার বললেন, এ সত্য—সত্য।

অদ্ভুত! এ সত্য—গ্রাসিয়ানো বলে উঠলো?

এ এক চরম পাপ।

এমিলিয়া বলে উঠল, এতো সবচেয়ে হীনতম পাপ। আমার এবার মনে পড়েছে, এবার সূত্র পেয়েছি—তখনই সন্দেহ হয়েছিল। তাইত আমার দুঃখ অসহ্য। উঃ—কি দুষ্কৃতি!

ইয়াগো বলে উঠল—তুমি কি পাগল—যাও বাড়ি যাও।

মশাইরা, আমাকে বলতে দিন—এমিলিয়া বললে। ওঁকে মেনে চলাই তো আমার উচিত—কিন্তু এখন তো তা হবে না। ইয়াগো, আর হয়তো বাড়ি ফেরাই হবে না।

ওথেলো হঠাৎ গোঙিয়ে উঠলেন। তারপর বিছানায় এলিয়ে পড়লেন।

এমিলিয়া তিক্তস্বরে বললে—বিছানায় শুয়ে কাঁদ, তুমি তো দুনিয়ার সুন্দরতমা নিষ্পাপ নারীকে হত্যা করেছ।

ওথেলো উঠে পড়ে বললেন, ও ছিল ব্যাভিচারিণী—ও ছিল দুষ্টা। গ্রাসিয়ানোকে দেখে কথা থেমে গেল। গ্রাসিয়ানোর উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি দেসদিমনার পিতৃব্য—আপনাকে চিনতে পারিনি। ঐ—ঐ পড়ে আছে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী—তার নিঃশ্বাস এই হাতে এক্ষুণি রুদ্ধ করে দিয়েছি। জানি—এ ভয়াবহ কাজ—ভয়ংকর।

গ্রাসিয়ানো বলে উঠলেন, আহা বেচারী দেসদিমনা। তোমার বাবা যে মারা গেছেন, এতে আমি খুশী। তোমার বিবাহই তার

পক্ষে সাংঘাতিক হয়েছিল, তাতেই তিনি মারা যান। এখন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন—তাহলে তিনি পাগল হয়ে যেতেন।

ওথেলো বলে উঠলেন,—হ্যাঁ—এ এক করুণ দৃশ্য। কিন্তু ইয়াগো জানে, ঐ নারী হাজারবার ক্যাসিয়োর সঙ্গে করেছে ব্যাভিচার। ক্যাসিয়ো স্বীকারও করেছেন। আমার প্রণয়-উপহার দিয়ে ক্যাসিয়োর কামনা নিবৃত্তি করেছে। আমি দেখেছি—সে—রুমাল দেখেছি। আমার বাবা রুমালখানি দিয়েছিলেন মাকে।

এমিলিয়া চিৎকার করে উঠল—হা ঈশ্বর!

ইয়াগো ধমকে উঠল—চুপ, চুপ!

না, না, চিৎকার করে উঠল এমিলিয়া—আমি তো চুপ করে থাকব না। খুলেই বলব সব কথা। যদি পৃথিবী আর স্বর্গ—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—তবু বলব!

ইয়াগো তাকে বললে, একটু বুঝদার হও, বাড়ি যাও।

যাব না।

এবার ক্রুদ্ধ হয়ে ইয়াগো এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করতে গেল।

গ্রাসিয়ানো বলে উঠলেন, একি ইয়াগো, নারীদেহে অস্ত্রাঘাত?

এমিলিয়া মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বললে, ওরে নির্বোধ মূর, যে রুমালের কথা বলছ, সে তো আমি কুড়িয়ে পেয়ে আমার স্বামীকে দিই। সে তো বহুবার আমাকে ঐ রুমালখানা চুরি করে আনবার জন্য আমাকে সাধ্যসাধনা করত।

ওরে দুর্জন—ওরে বেশ্যা! গর্জে উঠল ইয়াগো।

কিন্তু এমিলিয়াকে কে থামাবে।—সে বললে—ক্যাসিয়োকে দিয়েছিলেন তিনি? না, না, আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, সে রুমাল দিয়েছিলাম আমার স্বামীটিকে।

ওরে জঞ্জাল—তুই মিছে বলছিস।—ইয়াগো আবার গর্জন করে উঠল।

এমিলিয়া বললে—ঈশ্বর জানেন, মিছে বলছিনে। আপনারা

শুনুন, আমি মিছে বলছিনে। ওথেলোর দিকে তাকিয়ে বললে—তুমি তো নির্বোধ—তুমি তো হত্যাকারী—কি করে তুমি দেসদিমনার মতো নারীর মূল্য বুঝবে!

ওথেলোর এবার সন্দেহ সংশয় দূরে গেল। মেঘমুক্ত তিনি। এবার তিনি দ্রুত বলে উঠলেন, তুচ্ছ বজ্র ছাড়া কি আর দেবতাদের অস্ত্রাগারে ভয়ংকর কিছু মিলবে না—যা ঐ নরাধমের উপর নিক্ষেপ করা যায়। তিনি ছুটে গেলেন ইয়াগোর দিকে।

ইয়াগো এমিলিয়াকে অস্ত্রাঘাত করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

গ্রাশিয়ানো চিৎকার করে উঠলেন!

এমিলিয়ার অন্তিম ইচ্ছা শোনা গেল—আমাকে আমার মনিবানীর পাশে কবর দিয়ো।

মন্তানো ওথেলোর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বললেন, তোমরা পাহারা দাও। কাউকে ঢুকতে দিও না। আমি যাচ্ছি ঐ দুরাত্মার সন্ধানে।

ওথেলো ভেঙ্গে পড়েছেন, এতক্ষণ যে তাকে চালাচ্ছিল—তাও আর নেই। তাই বলে উঠলেন—

আর তো আমি বীর নই—আমার তলোয়ার কেড়ে নেয় একজন নগণ্য মানুষ। যখন সুনাম গেছে, তখন সৈনিকের মানটুকু যাক' সব যাক—সব যাক।

এমিলিয়া মরণাহত, আর তার অন্তিম ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সে ক্ষীণস্বরে বলল, কেন গেয়েছিলে উইলোর গান? আমার কথা শোন, তোমার ঐ গান গেয়ে আমি মরালোর মতো মরে যাব। ওথেলো, আমি বলেছি—তিনি ছিলেন সতী—তোমাকে তিনি ভালবাসতেন। আমি তো সত্য বলছি—ঈশ্বরের দয়া যেন পাই।

শেষ নিঃশ্বাস তার ঝরে পড়ল।

মৃত্যু—মৃত্যুর উৎসব লেগেছে প্রাসাদদুর্গে। হতাশ ওথেলোও তাই চান মৃত্যু। কিন্তু মৃত্যুর হাতিয়ার তো নেই কাছে।

মন্তানো অসি কেড়ে নিয়ে গেছে। তিনি তাই অসি আনতে চললেন। দ্বারে গ্রাসিয়ানো দিলেন বাধা। কিন্তু ওথেলো বলে উঠলেন, বাধা দেবেন না—আগে চেয়ে দেখুন—আমি নিরস্ত্র—তবু আপনাকে আক্রমণ করব।

কি হয়েছে ওথেলো? গ্রাশিয়ানো শুধালেন।

ওথেলো একখানা ছুরিকা বার করে বললেন—এই দেখুন, আর একখানা অসি। যখন দিন ছিল—তখন দুই বাহু আর এই অসি সম্বল করে শত বাঁধা পার হয়ে গেছি। কিন্তু বৃথা গর্ব। নিয়তি তো দুর্বার। না, না, অস্ত্র দেখে ভয় পাবেন না। এই তো আমার যাত্রা শেষ, এই তো আমার গন্তব্যস্থল। জীবনের তরী তো এসে ভিড়ল অন্তিম বন্দরে। একি ম্লান কেন আপনি? বৃথা ভয়! তৃণখণ্ড দিয়ে আঘাত করলেও আমি আজ মরব। কিন্তু কোথায় যাব? কোথায় পাব বিশ্রাম? হায়—হতভাগিনী দেসদিমনা—মৃত্যুর পরে কোথায় তুমি—কেমন তোমার রূপ? তুমি কি বিবর্ণ হয়ে গেছ? যদি তাই হয়ে থাক, শেষ বিচারের দিনে ও রূপ দেখে তো আমি স্বর্গ কামনা করব না, আমার আত্মাকে আমি নিক্ষেপ করব জাহান্নামে। হিম-শীতল আমার প্রিয়া। তোমার সতীত্বের মতোই হিম-শীতল। ওরে শয়তানের গোলাম—এ স্বর্গ তো তুই দেখতে পাবি নে। নরকের দ্বারপাল—আমাকে দূর করে দাও—গন্ধকে আমাকে দগ্ধ কর—তরল অগ্নিতে আমাকে ডুবিয়ে দাও। দেসদিমনা—তুমি নেই—নেই—ওহো-হো-হো!

এমন সময় লুদোভিচো, মন্তানো ও রাজকর্মচারীরা এসে ঢুকলেন। হেলান-চেয়ারে আহত ক্যাসিয়োও আছেন; আর আছে বন্দী ইয়াগো।

লুদোভিচো বলে উঠলেন—কোথায়, কোথায় সেই হঠকারী হতভাগ্য!

ওথেলো এগিয়ে এসে বললেন—যার নাম ছিল ওথেলো—সেই আমি।

লুদোভিচো আবার বলে উঠলেন—নিয়ে এসো ঐ ছুরাত্মাকে!

ওথেলো ইয়াগোর পায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ওর পায়ের দিকে দেখছি। কিন্তু শয়তানের চেরা পা তো ওর নয়। সে বুঝি গল্প। যদি শয়তান হোস্—তোকে তো হত্যা করতে পারব না। দেখি—তুই শয়তান কিনা।

তিনি ছুরিকা আমুল বসিয়ে দিলেন ইয়াগোর দেহে।

ওর ছুরিকা কেড়ে নাও!—লুদোভিচো আদেশ দিলেন।

ইয়াগো বললে, সাংঘাতিক কিছু হয়নি, শুধু রক্ত পড়ছে।

ওথেলো বলে উঠলেন, তাতে আমি ক্ষুব্ধ নই—দীর্ঘজীবি হয়ে থাক। আমি জানি, জানি—জীবনই শুধু যন্ত্রণা—মৃত্যু তো শান্তি।

লুদোভিচো বললেন,—ওথেলো, এক সময়ে তুমি ছিলে মহান, এক ছুরাত্মার চক্রান্তে শেষে এই করলে? তোমাকে কি বলব!

যা খুশী বল। বলতে পার—মহামনা এক হত্যাকারী—উদার-চেতা হত্যাকারী? ঘৃণায় তো হত্যা করিনি, শুধু প্রেমের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতেই করেছি।

ঐ হতভাগ্য ইয়াগো তার ছুষ্কৃতিব কথা বলেছে। ওথেলো, তুমি কি ক্যাসিয়ো-হত্যার চক্রান্তে ছিলে?

হ্যাঁ। ওথেলো উত্তর দিলেন।

ক্যাসিয়ো বললেন -কিন্তু আমি তো কোনো অপরাধ করিনি সেনাপতি।

আমি বিশ্বাস করি—তাই বলি, ক্ষমা কর। কিন্তু ঐ মানুষ-শয়তানকে জিজ্ঞেস কর—ও কেন আমাকে এমনি করে জড়িয়ে ফেলল?

ইয়াগো বললে, আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা বৃথা! যা জান, তাই জান। আর আমি কথাটি কইব না।

প্রার্থনাও করবে না? লুদোভিচো শুধালেন।

তোমাকে নির্যাতন করব, তারপরে দেবে স্বীকারোক্তি—গ্রাসিয়ানো বলে উঠলেন।

হাঁ, হাঁ,—তাই কর! ওথেলো বলে উঠলেন।

লুদোভিচো এবার ষড়যন্ত্রের মর্ম উদ্ঘাটন করে দিলেন। মৃত রডারিগোর পকেটে একখানা চিঠি পাওয়া যায়, তাতে জানা যায়, সে ক্যাসিয়ো-হত্যার ভার নিয়েছিল। আর একখানা চিঠিতে রডারিগো ইয়াগোর সম্পর্কে নানা-কথা লেখা। ইয়াগোকে চিঠিখানা দেবে বলে লিখেছিল, কিন্তু ইয়াগো এরই মধ্যে এসে তাকে শেষ করে দেয়।

ওথেলো সব শুনে ক্যাসিয়োকে শুধালেন, আমার স্ত্রীর রুমালখানি কোথায় পেলে?

ক্যাসিয়ো উত্তর দিলে—আমার কক্ষে। ঐ ইয়াগো এই মাত্র স্বীকার করছে, সে কু-মতলব নিয়েই ওখানা ফেলে যায়।

ওথেলো আর্তনাদ করে উঠলেন—আমি নির্বোধ—নির্বোধ!

লুদোভিচো ভিনিসের প্রতিনধি—তিনি এবার তার আদেশ জারি করলেন,

ওথেলোকে চলে যেতে হবে ভিনিসে—তার ক্ষমতা বাজেয়াপ্ত। এখন ক্যাসিয়োই সাইপ্রাসের শাসনকর্তা। ইয়াগো এখন বন্দী হয়ে থাকবে, ভিনিসে তার বিচার হবে।

ওথেলো বললেন, একটু দাঁড়ান। দু' একটা কথা বলব। রাষ্ট্রের কিছু কাজ আমি করেছি, তা তো স্বীকার করেন। আমার অনুরোধ, যখন আপনি ভিনিসে এই সংবাদ জানাবেন, আমার দোষ স্খালন করতে চেষ্টা করবেন না।—আমি যা তাই বলবেন। আবার অতিরঞ্জনও করবেন না। আমার কথা এই বলবেন,—অগাধ প্রেম ছিল আমার, কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। সহজে উত্তেজিত হইনি, কিন্তু অন্যের উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়েছিলাম

বলবেন,—যে চোখের একফোঁটা জল ফেলতে অভ্যস্ত ছিল না, সে কাঁদতে বাধ্য হচ্ছে, আরবের গাছ যেমন রস ঝরায়, তেমনি কাঁদছি। আর লিখবেন—যখন আলোপোতে এক তুর্কী এক ভিনিসীয়কে প্রহার করেছিল, রাষ্ট্রের নিন্দা করছিল, আমি তার গলদেশ ধারণ করে এমনি করেই আঘাত করেছিলাম।

ওথেলো নিজের বুকে ছুরিকা বসিয়ে দিলেন।

লুদোভিচো বলে উঠলেন—কি পরিণাম!

আহত ওথেলো শয্যার কাছে এগিয়ে গেলেন টলতে টলতে। তারপর দেসদিমনার শীতল অধর চুম্বন করে বলে উঠলেন—হত্যার আগে এমনি করেই তোমাকে চুমু খেয়েছিলাম। আমি তো নিজেকে হত্যা করে আবার চুমু খাচ্ছি। কেন হত্যা করলাম জানো—তোমাকে চুম্বনে আমার শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফুরিয়ে যাবে।

ওথেলো শয্যার উপর আছড়ে পড়লেন, দেসদিমনার বুকের উপর তার নিথর দেহ পড়ে রইল।

সবাই নিস্তব্ধ। মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল রাতে। মৃত্যুর উৎসব চলছে। চক্রীর অস্ত্র হিসেবে ওথেলো হত্যা করেছিলেন দেসদিমনাকে। অনাদৃত হয়েছিল স্বর্গীয় প্রেম, হতমান হয়েছিল। সন্দেহ-সংশয়ের আঁধারে ঢেকে গিয়েছিল প্রেমের আলো। কিন্তু ওথেলোর এই মৃত্যু সে আলো আবার জ্বালিয়ে দিলে। যে-আত্মা রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, সেই আত্মা আবার জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল প্রেমের দীপ্তিতে।

ওথেলো মরে প্রমাণ করলেন, প্রেম অবিনাশী—মৃত্যুঞ্জয়ী। প্রেমিকও মৃত্যুঞ্জয় হতে পারে তার আলোকে।

—সমাপ্ত—